প্রিয় পয়গম্বরের
প্রিয় কথা।

স্বনামখ্যাত গ্রন্থ মিশ্‌কাত শরীফ হইতে, নির্দোষ চরিত্র গঠন
সম্বন্ধীয় হদিস হইতে নির্ব্বাচিত,
পঞ্চ শতাধিক কথার,
কোর্ আন,
(আল্ বকরা, আল্ ফাতেহা, তাবারকল্লজী, আমপারা,)
অনুবাদক,

খানবাহাদুর মৌলবী তসলিমুদ্দীন আহ্‌মদ
বি-এল কর্ত্তৃক বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ।

রঙ্গপুর হইতে প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা,
১৫৯ নং কড়েয়া রোড্ ;
রেয়াজুলইস্‌লাম প্রেসে,
মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহ্‌মদ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩২২ সাল।

মূল্য ।৷৹ আট আনা মাত্র।

অনুবাদকের মন্তব্য।

প্রিয় পয়গম্বরের প্রিয় কথা, প্রসিদ্ধ হদিস গ্রন্থ মিশকাত শরিফ হইতে নির্ব্বাচিত পঞ্চ শতাধিক হদিসের অনুবাদ সৎশিক্ষা, শিষ্টাচার, সুব্যবহার, সৎজীবন অতিবাহিত করণ সম্বন্ধীয় হদিস হইতে, ইহাতে সন্নিবেশিত বিষয় সকল সঙ্কলন করা হইয়াছে মিশকাত অর্থ আলোক রাখার স্থান ইহ মহা পয়গম্বরের বহু কথার সংগ্রহ গ্রন্থ। নির্দ্দোষ চরিত্র গঠন, এবং মন পবিত্র ভাবাপন্ন করণ সম্বন্ধে প্রিয় পয়গম্বরের পবিত্র কথা অতুলনীয়

কয়েক স্থল ব্যতীত সর্ব্বত্র ইহাতে মূলের অবিকল অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে যে পর্য্যায়ক্রমে তাঁহার বাক্য মিশকাতে সংস্থাপিত আছে, ঐ পর্য্যায় ক্রমে তাহা এই অনুবাদে সংস্থাপিত হয় নাই সমস্ত হদিস গ্রন্থের পর্য্যায় এক প্রকার নহে।

এই সকল কথা, সকল ধর্ম্মের এবং সকল বর্ণের লোকের মান্য। ইহা বালক, যুবক এবং বৃদ্ধ সকলেরই সমভাবে পাঠ্য নীতি শিক্ষার এরূপ কোনও পুস্তক এ পর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হয় নাই ইহা নীরস পাঠ নহে যিনি এই সকল কথার বক্তা, তিনি সমস্ত নীতি শিক্ষাদাতা গণের শিক্ষক; সার উইলিয়ম মুয়র বলিয়াছেন, "মোহাম্মদ (দঃ) পাপ হইতে দূরে থাকা সম্বন্ধে এমত শিক্ষা দিয়াছেন, যাহা অন্যত্র দুষ্প্রাপ্য"

প্রাথমিক মুসলমানগণ, হজরত ঈসার এক জন পরম ভক্তের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইউরোপের হজরত ঈসার উক্ত লেখকগণের

যন্ত্র যদি ইস্‌লাম গৌরবের ইতিহাস রক্ষা না করিত, তাহা হইলে আজ মুসলমানগণ নিজকে ভুলিয়া যাইতেন ভারতীয় ইংরেজী অভিজ্ঞ লেখকগণের দ্বারা মুসলমানগণ, বিশেষতঃ বঙ্গীয় মুসলমানগণ, বহু উপ-ক্ষত হইয়াছেন।

ইংরাজ গবর্ণমেন্টের সৎ চেষ্টায়, আমাদের ধর্মভাষা আরবী শিক্ষার যেরূপ বিস্তার হইতেছে, তজ্জন্য গবর্ণমেন্টের নিকট মুসলমানগণ কৃতজ্ঞ অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে, বড় বড় গ্রামে কেন, শহরেও আরবী ভাষাজ্ঞ ব্যক্তি দুষ্প্রাপ্য ছিল, এখন গণ্ড গ্রামেও তাঁহাদের অভাব নাই সম্প্রতি আরবী, ইংরেজী ও বাঙ্গালা ভাষাজ্ঞ লেখকগণ দেখা দিয়াছেন। ইঁহা-দের উদ্যোগ অবশ্যই প্রশংসনীয়। ইংরেজ সুশাসনের সুফল আমরা ভোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছি মুসলমানগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিশেষ এবং সাধারণ কর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন। আরবীর সহিত যাহাতে ইংরেজী শিক্ষা হয়, তজ্জন্য শিক্ষা বিভাগ বিশেষ আগ্রহান্বিত

বাঙ্গালা ভাষা বঙ্গীয় মুসলমানগণের মাতৃভাষা, তৎসম্বন্ধে এখন আর কোনও তর্ক নাই যে কয়েকজন মহিলার লেখা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বাঙ্গালা ভাষায়, এপর্য্যন্ত বঙ্গদেশীয় কোনও মহিলা উর্দ্দু পারসী, ইংরেজীতে কিছু লেখেন নাই। বাঙ্গালাই মাতৃভাষা

ইংরাজী স্কুলে এখন বাঙ্গালা অপরিহার্য্য কিন্তু বঙ্গভাষায় মুসলমান-গণের পাঠ্য পুস্তকের অভাব স্বীকৃত কথা; এই জন্যই এই পুস্তক মুদ্রিত হইল ইতঃপূর্ব্বে মোক্তব, মাদ্রাসায়, মুসলমান বালকদিগকে এইরূপ কথাই শিক্ষা দেওয়া হইত, এইরূপ কথা পাঠ করিয়াই তাহা-দের চরিত্র গঠিত হইত, তাহার ফলে, মুসলমান বালক, বৃদ্ধ, যুবকগণ, শিষ্টাচারী, বিনয়ী, নম্র, ধর্ম্মভীরু, এবং রাজভক্ত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রিয় পয়গম্বরের প্রিয় কথা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—০—

সৎ শিক্ষা।

(১)

সুশিক্ষা এবং শিষ্টাচার।

১। কথা বলিবার পূর্ব্বেই সালাম সম্ভাষণ কর্ত্তব্য।

২ যে ব্যক্তি আল্লাহর অধিক নিকটস্থ—যে প্রথম সালাম অভিবাদন করে

৩ যখন তোমরা কাহারও গৃহে উপস্থিত হও তখন গৃহবাসিগণকে সম্ভাষণ করিও; যখন চলিয়া আইস, তখন সালাম জ্ঞাপন করিও

৪। জিজ্ঞাসা করা হইল, মুসলমানগণের কোন্ আচার প্রশংসনীয়? হজরত বলিলেন, "অন্ন দান এবং পরিচিত, অপরিচিত, উভয়কে সালাম সম্ভাষণ প্রশংসনীয় সদাচার।"

৫। যাবৎ ধর্ম্মে তোমাদের বিশ্বাস না হয়, তাবৎ তোমরা স্বর্গপ্রাপ্ত হইবে না, যাবৎ তোমরা পরস্পরকে ভাল না বাস, তাবৎ তোমাদিগকে বিশ্বাস স্থাপনকারী বলা যাইতে পারে না। যাহা করিলে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা জন্মিবে, তাহা কি আমি বলিব? তাহা এই যে, তোমাদের মধ্যে সালাম সম্ভাষণ বিস্তার করিও।

৬। হজরত পয়গম্বর কোনও সভায় উপস্থিত হইলেন, তথায় মুসলমান, য়িহুদী, ঈসায়ী ও বহু ঈশ্বর পূজক বিবিধ ধর্ম্মাবলম্বী লোক ছিলেন; তিনি তাঁহাদের সকলকেই সাদর সম্ভাষণ সালাম জ্ঞাপন করিলেন।

৭। এক দল বালককে দেখিয়া প্রথমতঃ হজরতই সালাম সম্ভাষণ করিয়াছিলেন, এবং এক দল স্ত্রীলোককেও প্রথমতঃ স্বয়ং সালাম অভিবাদন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

৮। তিনি হজরত আনেসকে বলিয়াছেন, "হে বৎস, যখন তোমার গৃহে উপস্থিত হও, তখন গৃহবাসিগণকে সালাম সম্ভাষণ করিও, ইহা তোমার এবং তোমার পরিবারবর্গের উন্নতি কারক হইবে।"

৯। পদাতিককে অশ্বারোহীর, উপবিষ্টকে পদাতিকের, অধিক সংখ্যক ব্যক্তিকে অল্প সংখ্যক ব্যক্তির, এবং জ্যেষ্ঠকে কনিষ্ঠের সালাম সম্ভাষণ করা উচিত।

যে ব্যক্তি পথ দেখাইয়া দেয়, যে সালাম সম্ভাষণের উত্তর দেয়, যে দর্শনযোগ্য কিছু দেখিলে চক্ষু মুদ্রিত করে, যে ভারবাহী জন্তুর উপর

বোঝা তুলিয়া দিতে সাহায্য করে, যে পথ হইতে কণ্টক দূর করিয়া ফেলে, সে ব্যক্তি ব্যতীত অন্যের পথে বসিয়া থাকা উচিত নহে

১১। হজরত পয়গম্বরের সময়ও মুসাফাহা,* কর মর্দ্দন-প্রথা প্রচলিত ছিল

১২। হজরত পয়গম্বর, হজরত জাফর বিন্ আবু তালেবের সহিত দেখা করিয়া তাঁহার সহিত গলা মিলিয়া ছিলেন

১৩। জাবি বলিয়াছেন, "আমরা অশ্ব হইতে অবরোহণ করিয়া হজরতের হস্ত পদ চুম্বন করিয়াছিলাম।"

১৪ যখন দুই জন মুসলমান পরস্পরের সহিত মুসাফাহা (হস্ত মর্দ্দন) করে, তখন তাহাদের পাপ বৃক্ষ-পত্রের ন্যায় খসিয়া পড়ে

১৫ তোমরা পরস্পরের হস্ত মর্দ্দন করিও, তাহাতে মনের মালিন্য দূর হয়; তোমরা পরস্পরকে উপহার পাঠাইও, তাহাতে সখ্যতা বৃদ্ধি এবং শত্রুতা দূর হয়

১৬ তোমাদের অগ্রণীকে দেখিয়া দণ্ডায়মান হইও।

১৭ হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন "যখন হজরত পয়গম্বর (দঃ) দাঁড়াইতেন, আমরাও দাঁড়াইতাম, এবং তিনি চলিয়া না যাইতেন, তাবৎ আমরা দাঁড়াইয়া থাকিতাম।

১৮। যে ব্যক্তি গর্ব্ব প্রকাশ জন্য লোকদিগকে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রাখে, সে নরকে বাসস্থান প্রস্তুত করে

১৯। যে যুগ্ম বস্ত্রে ভূষিত হইয়া, সদর্পে সগর্ব্বে ভূপৃষ্ঠে ভ্রমণ করে, সে ভূগর্ভে প্রোথিত হয়

২০ হে মুসলমান নারিগণ, যখন তোমরা মসজিদ হইতে বাহির হও, তখন পুরুষদের সঙ্গে মিশিয়া রাস্তার মধ্য দিয়া চলিও না, কিন্তু রাস্তার এক পার্শ্ব দিয়া চলিও।

২১। যখন কাহারও সহিত তুমি দেখা কর, হাস্য মুখে দেখা করিও। হজরত প্রসন্ন বদনে দেখা করিতেন।

২২। ইব্‌নে উমরকে জিজ্ঞাসা করা হইল, হজরতের সঙ্গী (সাহাবা) গণ কখনও কি হাসিতেন? তিনি বলিলেন, "নিশ্চয়ই তাঁহারা হাসিতেন, কিন্তু পর্ব্বত হইতেও গুরুতর ধর্ম্ম বিশ্বাস তাঁহাদের মনে অবস্থান করিত।" হজরত বেলাল বলিয়াছেন, "তীর ধনুক দিয়া খেলা করিবার সময় তাঁহারা দৌড়াদৌড়ি করিতেন; কিন্তু যখন রাত্রি আসিত, তখন তাঁহারা উপাসনাতে কঠিন পরিশ্রম করিতেন।"

২৩। তোমরা উচ্চৈঃস্বরে হাসিও না, অধিক হাসিলে হৃদয় মরিয়া যায়।

২৪। ভাল নাম রাখা ভদ্রোচিত ব্যবহার মধ্যে গণ্য।

২৫। এক জন অন্য জনার নিকট যে ব্যবহার প্রত্যাশা করিতে পারে, তাহা এই যে সে পীড়িত হইলে, তাহার তত্ত্ব গ্রহণ করিবে; সে মরিলে তাহার জানাজায় উপস্থিত হইবে; সে নিমন্ত্রণ করিলে পালন করিবে; তাহার সহিত দেখা হইলে সালাম সম্ভাষণ করিবে; সে হাঁচিলে তুমি আল্লাহর প্রশংসাবাদ করিবে; সে উপস্থিত থাকুক, কি অনুপস্থিত থাকুক, তাহার মঙ্গল কামনা করিবে, এবং নিজের জন্য যাহা ভালবাস, তাহার জন্যও তাহা ভালবাসিবে।

সৎ শিক্ষা।

(২)

জিহ্বা সংবরণ

—o—

১ কেহ যদি তাহার জিহ্বা সংবরণ করণ জন্য আমার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, সে জন্নতে স্থান প্রাপ্ত হইবে, তদ্বিষয়ে আমিও তাহার সহিত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইব।

২ তাঁহার দাস মনুষ্য (কখনও কখনও এমত) কথা বলে, যাহা আল্লাহর প্রীতিকর, অথচ ঐ কথা কত মহৎ তাহা সে জানে না; এরূপ কথার জন্য আল্লাহ তাহার পরকালের মর্য্যাদা উন্নত করেন। তাঁহার দাস মনুষ্য এমনও কথা বলে,—যাহা তাঁহার অপ্রীতিকর, ঐ কথা কেমন গুরুতর তাহা সে জানে না। তজ্জন্য তাহার অধঃপতন হয়।

৩ কাহাকেও দুর্নামগ্রস্ত করার কার্য্য ধর্ম্ম বিশ্বাস (ইমান) এর দুর্ব্বলতা, এবং কাহাকেও বধ করার কার্য্য ধর্ম্ম ভ্রষ্টতা (কুফ্‌র)

৪। দুই ব্যক্তি যখন পরস্পরকে মন্দ বলে, তখন যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি সীমাতিক্রম না করে, তাহা হইলে যাহা বলা হইয়াছে, প্রথম ব্যক্তিই তাহার পাপ বহন করে।

৫ পাপ পুণ্যের ফল প্রাপ্তির দিবস সেই ব্যক্তিই সর্ব্বাধম হইবে, যাহার দুই মুখ, যে এক মুখে এক দলের নিকট আসে, এবং অন্য মুখে অন্য দলের নিকট যায়।

৬। দুই জনার মধ্যে শত্রুতা জন্মাইবার জন্য যে মিথ্যা বলে, সে জন্নত প্রাপ্ত হয় না।

৭। সত্য বলা কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য করিও, সত্য সুকর্ম্মের দিকে পথ প্রদর্শন করে, সুকর্ম্ম জন্নতের দিকে লইয়া যায় যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সত্য বলে এবং সত্য বলার চেষ্টায় থাকে, এই রূপে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকে, সে আল্লাহর নিকট সত্যবাদী বলিয়া লিখিত হয়। মিথ্যা বলা সম্বন্ধে তোমরা সাবধান থাকিও, মিথ্যা পাপের পথ প্রদর্শন করে, পাপ নরকের দিকে লইয়া যায় যে ব্যক্তি সর্ব্বদা মিথ্যা বলে, এবং মিথ্যা বলার চেষ্টায় থাকে, এইরূপে জীবনাতিবাহিত করে, সে আল্লাহর নিকট মিথ্যাবাদী বলিয়া লিখিত হয়।

৮। তোষামোদকারীর মুখে ধূলি নিক্ষেপ করিও।

৯। কোন ব্যক্তির অযথা গুণানুবাদ করা, তাহাকে বধ করার সমান।

১০। কোনও ব্যক্তির সম্বন্ধে যে কথা তাহাকে দুঃখিত করে, তাহা সত্য হইলে নিন্দাবাদ, মিথ্যা হইলে অপবাদ।

১১। যে ব্যক্তির অনিষ্ট জনক কথা হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য মনুষ্যেরা পলায়ন করে, সে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট অতি অধম

১২। যে ব্যক্তি পাপ করিয়া সদর্পে তাহা প্রকাশ করে, আল্লাহ্ তাহাকে ক্ষমা করেন না।

১৩। যে ব্যক্তি মিথ্যা পরিহার করে, জন্নতের প্রান্ত ভাগে তাহার বাসস্থান হয়; যে ব্যক্তি ন্যায্য দ্বন্দ্বও পরিহার করে, জন্নতের মধ্যস্থলে তাহার বাসস্থান হয়; যে ব্যক্তির চরিত্র অনিন্দ্যনীয়, সে জন্নতের উন্নত স্থানে স্থান প্রাপ্ত হয়

১৪। যে কার্য্যের জন্য বহু স্থলে জন্নত লাভ হয়, তাহা কি তোমরা

স্থান? তাহা আল্লাহ্কে ভয় করা এবং সদাচরণ। যাহা সাধারণতঃ মনুষ্যগণকে নরকগামী করে, তাহা অসংযত জিহ্বা এবং অপ[illegible] ইন্দ্রিয়

১৫ যে ব্যক্তি মনুষ্যগণকে হাসাইবার জন্য অলীক কথা বলে, তাহার দুর্ভাগ্য, তাহার দুর্ভাগ্য।

১৬ কেহ মনুষ্যগণকে হাসাইবার জন্য এমত কথা বলে, যাহা অতি দূষণীয়, ঐরূপ কথার জন্য সে ব্যক্তি, স্বর্গ হইতে মর্ত্ত যত অধঃ তত নিম্নে পতিত হয়। মনুষ্যগণ পদদ্বারা তত পতিত হয় না, যত জিহ্বা দ্বারা পতিত হইয়া থাকে।

১৭ যে ব্যক্তি (মন্দ কথা না বলা রূপ) মৌন হইয়া থাকে, সে পরকালে উদ্ধার প্রাপ্ত হয়

১৮ যে ব্যক্তি তাহার জিহ্বা স্বায়ত্তাধীনে রাখে, যে ব্যক্তি (মনুষ্য-ভীরুতা প্রযুক্ত) ঘরে বসিয়া থাকে, যে ব্যক্তি তাহার মন্দ কার্য্যের জন্য অশ্রুপাত করে, সে ব্যক্তি পরকালে উদ্ধার প্রাপ্ত হয়।

১৯। যখন আদম সন্তানগণ প্রাতঃকালে জাগরিত হয়, তখন শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জিহ্বাকে অনুনয় বিনয় করিয়া বলে, তুমি অদ্য আমাদের উপর অত্যাচার করিও না, আমাদের মঙ্গলামঙ্গল তোমার উপর নির্ভর করে, যদি তুমি সরল ভাবে থাক, আমরাও সুখে থাকিব, আর যদি তুমি বক্র হও, আমরাও কষ্ট পাইব

২০ যে কথাতে উপকার হয় না, তাহা ত্যাগ করাই মুসলমান ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য.

২১ যাহাকে আমি তোমাদের শত্রু স্বরূপ মনে করি, তাহা এই অঙ্গ (অর্থাৎ জিহ্বা)

২২। যখন আল্লাহর কোনও দাস মিথ্যা বলে, তখন ঐ মিথ্যা

কথার দুর্গন্ধে তাহার রক্ষক ফেরেশ্‌তা এক মাইল দূরে পলায়ন করে

২৩। তোমার ভ্রাতা তোমার যে কথা সত্য বলিয়া জানে, অথচ তুমি জান যে, তাহা মিথ্যা, তোমার এইরূপ কথা তোমার মহা অনিষ্ট জনক।

২৪ যে ব্যক্তি কাহাকেও হেয় করার জন্য তাহার দোষের আলোচনা করে, যে ব্যক্তি কাহারও দোষের উল্লেখ করিয়া তাহাকে লজ্জিত করে, যে ব্যক্তি অশ্লীল ভাষী, যে ব্যক্তি অন্যান্য বিষয় প্রবল করার জন্য বাক্‌-বিতণ্ডা করে, সে ব্যক্তি মুসলমান নহে

২৫ কাহারও উপর অসন্তোষ জন্মাইবার জন্য কোনও কথা কাহাকেও বলিও না। আমি পরিষ্কার মনে তোমাদের সহিত দেখা করিতে ভালবাসি।

২৬। কাহারও কদর্য্যতার জন্য কাহাকেও বিদ্রূপ করিও না ঐরূপ বিদ্রূপাত্মক বাক্য যদি সমুদ্রের সহিত মিশ্রিত করা যায়, তাহা হইলে সমস্ত সমুদ্র দূষিত হয়।

২৭। কর্কশতা সমস্ত সৌন্দর্য্য হরণ করে, কোমলতা সমস্ত বিষয়েতে সৌন্দর্য্য প্রদান করে

২৮। যে ব্যক্তি যে পাপ পরিত্যাগ করিয়াছে, স্বীয় শ্রেষ্ঠতা জ্ঞাপন জন্য তাহার উল্লেখ করিয়া তাহাকে লজ্জিত করিও না

২৯। তোমার কোন ভ্রাতা বিপদ্‌গ্রস্ত হইলে তুমি আনন্দ প্রকাশ করিও না অসম্ভব নহে যে, তুমি বিপদ্‌গ্রস্ত এবং সে বিপদ মুক্ত হইতে পারে।

৩০ তোমার কোনও ভ্রাতার দোষের অনুকরণ করিয়া তাহাকে উপহাস করিও না

৩১ এক ব্যক্তি তাঁহার উষ্ট্র বাঁধিয়া হজরতের সহিত নমাজ পড়িল, সে যাইবার সময় বলিতে লাগিল, হে আল্লাহ আমার এবং পয়গম্বরের উপর তোমার অনুগ্রহ হউক, কিন্তু অন্য কাহাকেও তোমার অনুগ্রহের ভাগী করিও না হজরত পয়গম্বর বলিলেন, "এই ব্যক্তি কিংবা তাহার উষ্ট্র, কে অধিক অজ্ঞ, তাহা কি তোমরা বলিতে পার ?"

৩২ যখন কোনও পাপ কর্ম্ম কারী ব্যক্তির কেহ প্রশংসাবাদ করে, তখন আল্লাহ ক্রুদ্ধ হন, এবং তাঁহার সিংহাসন কম্পিত হইতে থাকে

৩৩ হজরতকে জিজ্ঞাসা করা হইল, কোনও মুসলমান কি কখনও ক্রূর হয় ? তিনি বলিলেন, হাঁ ? কোনও মুসলমান কি মিথ্যা বাদী হয় ? তিনি বলিলেন, না

৩৪ মন্দ সঙ্গীর সহিত উপবেশন করা অপেক্ষা একক বসিয়া থাকা ভাল, মৌন হইয়া থাকা অপেক্ষা সৎ শিক্ষা দেওয়া ভাল, মন্দ শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা মৌন হইয়া থাকা ভাল

৩৫ যে ব্যক্তি মন্দ কথা না বলা রূপ মৌনাবলম্বন করিয়া জীবন অতিবাহিত করে, ঐ মৌনীর পারলৌকিক পদমর্য্যাদা, যে ব্যক্তি ষাট বৎসর পর্য্যন্ত আল্লাহর উপাসনা করে, তাহা হইতে অধিক।

৩৬। কোরআন পাঠ করা এবং আল্লাহর নাম জপ করা তোমার কর্ত্তব্য জানিও, এই কার্য্যের জন্য স্বর্গবাসিগণ তোমাকে স্মরণ করিবে, এবং ইহা মর্ত্ত লোকে তোমার পথ-প্রদর্শক হইবে অনেকক্ষণ মৌন হইয়া থাকিও, ইহা শয়তান রূপ মন্দ সঙ্গীকে তোমার নিকট হইতে তাড়াইয়া দিবে, এবং ধর্ম্ম কার্য্যে সহায় হইবে সাবধান, অধিক হাস্য করিও না, অধিক হাস্য করিলে হৃদয় মরিয়া যায় এবং মুখের জ্যোতিঃ মলিন হয় অপ্রিয় হইলেও সত্য কথা বলিও। নিন্দুকের ভয়ে

আল্লাহর আদেশ পালন করিতে ভীত হইও না। অন্যের দোষান্বেষণ না করিয়া নিজের দোষানুসন্ধান করিও

৩৭। দুইটী স্বভাবের ভার যদিও লঘু, কিন্তু তাহার ফল অতি গুরু; তাহা এই যে, দীর্ঘকাল মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিও, এবং সকলের সহিত সদাচরণ করিও, মনুষ্যগণের জন্য ইহা অতি সুকার্য্য

৩৮। যখন তোমরা কথা বল, তখন সত্য কথা বলিও; যখন কোন বিষয় অঙ্গীকার কর, তাহা পূর্ণ করিও; যখন কেহ কোনও বস্তু গচ্ছিত রাখে, তাহা প্রত্যর্পণ করিও; ইন্দ্রিয় সংযত রাখিও, যাহা দর্শন করা অনুচিত, তাহা দর্শন করিও না হস্ত সংযত রাখিও

৩৯ যে ব্যক্তি অন্যের নিকট নিন্দা বহন করে, যে ব্যক্তি দুই বন্ধুর মধ্যে শত্রুতা জন্মাইয়া দেয়, যে ব্যক্তি সাধু ব্যক্তিগণকে বিপদগ্রস্ত করে, তাঁহার দাসগণ মধ্যে সে ব্যক্তি অতি অধম

৪০। দুই ব্যক্তি রোজা রাখিয়াছিল, উভয়ে নমাজ সমাপন করিল। হজরত তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা আবার ওজু করিয়া আস, আবার নমাজ সমাপন কর, এবং তোমাদের রোজাও পূর্ণ করিও তোমরা অন্যের কুৎসা করিতেছিলা, তজ্জন্য তোমাদের ওজু ভঙ্গ, নমাজ এবং রোজা নষ্ট হইয়াছে"

৪১ যে ব্যক্তির কুৎসা করা হয়, সে ক্ষমা না করিলে আল্লাহ কুৎসাকারীকে ক্ষমা করেন না

৪২ সচ্ছলতা দাতা মহান্ আল্লাহ বলিতেছেন, "আমি এমন এক দল লোক সৃষ্টি করিয়াছি যে, তাহাদের জিহ্বা শর্করা হইতেও মিষ্ট, কিন্তু হৃদয় কটু বস্তু হইতেও কটু আমারই শপথ, আমি তাহাদের উপর এমন বিপদ অবতীর্ণ করিব যে, তাঁহাদের মধ্যে যে মহা বুদ্ধিমান, সে ব্যক্তিও ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিবে। অহো! তাহারা কি

আমাকে প্রতারিত করিতে ইচ্ছুক? অথবা আমার সম্মুখে দুঃসাহসিকতা প্রকাশ করিতে উদ্যত?"

সৎ শিক্ষা।

(৩)

বংশ গর্ব্ব।

১। হজরতকে কেহ জিজ্ঞাসা করিল, "মনুষ্যগণের মধ্যে গৌরবান্বিত কে?" তিনি বলিলেন, "যে ব্যক্তি পবিত্র চরিত্র, আল্লাহর নিকট সে ব্যক্তিই গৌরবান্বিত।" সে বলিল, "আমি ইহা জিজ্ঞাসা করি নাই" হজরত বলিলেন, "তাহা হইলে ইউসফ—যিনি স্বয়ং নবী, এবং নবীর পুত্র এবং নবীর পৌত্র এবং আল্লাহর বন্ধু ইব্রাহিমের প্রপৌত্র, তিনিই গৌরবান্বিত।" "সে বলিল, "আমি ইহাও জিজ্ঞাসা করিতেছি না" তিনি বলিলেন, "আরবদের মধ্যে বংশ গৌরবে কে গৌরবান্বিত তুমি তাহাই জানিতে চাহ?" সে বলিল, "ইহাই আমার উদ্দেশ্য।" হজরত বলিলেন, "আরবদের অজ্ঞতার সময় যাহারা শ্রেষ্ঠ ছিল, যদি তাহারা মুসলমান হইয়া জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারাই শ্রেষ্ঠ"

২ তোমরা পরস্পর এমত দৈন্য প্রকাশ করিও, যেন কেহ নিজকে অন্য ব্যক্তি হইতে গৌরবান্বিত মনে না করে, এবং এক ব্যক্তি যেন অন্য ব্যক্তির উপর অত্যাচার না করে।

৩। যে ব্যক্তিগণ বংশ গৌরবে দর্পিত, তাহারা তাহাদের এই ভাব পরিত্যাগ করুক, নচেৎ বিষ্ঠার কীট, যাহা তাহার নাসা দ্বারা বিষ্ঠা খণ্ড

এদিক ওদিক করে, তাহা যেমন হীন, আল্লাহর নিকট ইহারা তত হীন হইবে তোমরা মূর্খতার সময় যেমন বংশগৌরবে দর্প করিতে, আল্লাহ তাহা দূর করিয়া দিয়াছেন, তোমরা এখন হয় চরিত্র বান, নয় চরিত্র হীন। সমস্ত মনুষ্যই আদমের সন্তান, আদমকে মৃত্তিকা হইতে সৃজন করা হইয়াছে।

৪ ধনাঢ্যেরা বংশ গৌরব করিতে পারে, কিন্তু সচ্চরিত্র ব্যক্তি-গণই মর্য্যাদাবান্

৫। অন্যায্য বিষয়ে যাহারা স্ববংশীয় ব্যক্তিগণকে সাহায্য করে, তাহাদের দৃষ্টান্ত কূপ পতিত উষ্ট্রীর ন্যায়, তাহাকে লেজ ধরিয়া উদ্ধার করা অসম্ভব

৬ তোমাদের বংশ গৌরব ইহা নহে যে, তোমরা অন্যকে মন্দ ভাব, সকলেই আদমের সন্তান, যেমন সমান সমান ভার সমান। সচ্চে-রিত্রতা এবং ধার্ম্মিকতার জন্যই এক জন অন্য জন হইতে শ্রেষ্ঠ মন্দ কথা বলার স্বভাব, অশ্লীল কথা বলার স্বভাব, যথাস্থলে ব্যয় না করার স্বভাব, কোন ব্যক্তিকে নিকৃষ্ট করণ জন্য যথেষ্ট

পিতা মাতা, আত্মীয় স্বগণের প্রতি সুব্যবহার।

———o———

১ এক জন হজরতকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কাহাকে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখা আমার প্রথম কর্ত্তব্য?' তিনি বলিলেন, "প্রথমতঃ তোমার মাতার, তৎপর তোমার পিতার, তৎপরে অন্যান্য আত্মীয় স্বগণের সুখ সচ্ছন্দতার চেষ্টা করিও"

২ হজরত এক দিন বলিতে ছিলেন, তাহাকে ধিক্, তাহাকে ধিক্, তাহাকে ধিক্" লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, "প্রভো! কাহাকে ধিক্?' তিনি বলিলেন, "যে ব্যক্তি মাতা পিতা, কিম্বা তাহাদের কোনও এক জন বৃদ্ধত্বে উপনীত হইলেও সে জন্নত প্রাপ্ত হইতে পারে না, তাহাকে ধিক্"

৩। তিনি বলিয়াছেন, 'তোমাদের মাতাগণকে কষ্ট দেওয়া তোমাদের জন্য অবৈধ করা হইয়াছে, ন্যায্য ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হওয়া, এবং ভিক্ষা করা তোমাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছে, অনুচিত প্রশ্ন করা, বাচালতা, অপব্যয় করা তোমাদের জন্য ঘৃণ্য করা হইয়াছে

৪ পিতার বন্ধুবর্গের সহিত সৎ ব্যবহার অতি উৎকৃষ্ট কার্য্য।

৫ যে ব্যক্তি আত্মীয় স্বগণের সহিত সৎ ব্যবহার করে, তাহার ধন বৃদ্ধি এবং দীর্ঘ জীবন হয়

৬ আল্লাহ্ যখন সৃষ্টি সমাপ্ত করিলেন, তখন আত্মীয়তা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, (অবস্থা রূপ বাক্য দ্বারা) বলিল, "হে প্রভো, যে ব্যক্তি আমাকে ছিন্ন করিবে, আমি তাহার বিরুদ্ধে তোমার আশ্রয়

গ্রহণ করিলাম ” আল্লাহ বলিলেন, “তোমাকে যে ব্যক্তি ছিন্ন করিবে, আমি ও তাহাকে পরিত্যাগ করিব, আর তোমাকে যে ব্যক্তি যুক্ত রাখিবে, আমিও তাহাকে আশ্রয় দিব, ইহাতে কি তুমি তুষ্ট নহ?’ আত্মীয়তা বলিল, “নিশ্চয়ই আমি ইহাতে তুষ্ট ” আল্লাহ বলিলেন, “তাহা হইলে তাহাই হউক ”

৭। “রেহম” শব্দের অর্থ ভ্রাতৃভাব, ইহা ‘রহমান’ দয়ালু শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে আল্লাহ বলিয়াছেন, “যে ব্যক্তি ভ্রাতৃভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবে, আমিও তাহাকে অক্ষুণ্ণ রাখিব, যে ভ্রাতৃভাব ছিন্ন করিবে, আমিও তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইব

৮ এক ব্যক্তি হজরতকে বলিল, ‘আমার অনেক আত্মীয় স্বগণ, আমি তাহাদের সহিত আত্মীয়তা ছিন্ন করি না, কিন্তু তাহারা আত্মীয়তা ভাব ছিন্ন করে, আমি তাহাদের সহিত সৎ ব্যবহার করি, তাহারা আমার সহিত দুর্ব্যবহার করে, আমি সহ্য করিয়া থাকি, তাহারা উপদ্রব করে ’ হজরত বলিলেন, “তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা যদি প্রকৃত হয়, তাহা হইলে তুমি উত্তপ্ত ভস্মে ঘৃত ঢালিয়া দেওয়া স্থলেও, যাবত তুমি এইরূপ ব্যবহার করিতে থাকিবা, তাবৎ আল্লাহর অনুগ্রহ তোমার উপরে অবতীর্ণ হইতে থাকিবে ’

৯ নিয়তি কখনও পরিবর্ত্তিত হয় না, কিন্তু আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিলে নিয়তিরও পরিবর্ত্তন হয়; কাহারও জীবন কাল নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে না, কিন্তু সুকর্ম করিলে জীবন কালও দীর্ঘ হয়। মনুষ্যগণ পাপ কর্ম করিলে সচ্ছলতা ধ্বংস হয়

১০ হজরত বলিয়াছিলেন, “এক দিন আমি নিদ্রিত হইলাম, দেখিতে পাইলাম, আমি জন্নত লোকে আসিয়াছি আমি কোর্‌আন পাঠের শব্দ শুনিতে পাইলাম জিব্‌রাইলকে জিজ্ঞাসা করিলাম,

ইহা কাহার স্বর? তিনি বলিলেন, "ইনি হারেস ইব্‌নে নোমান"
হজরত বলিলেন, "ইহা পিতৃ মাতৃ ভক্তির পুণ্য ফল।" হারেস তাঁহার
পিতা মাতাকে ভাল বাসিতেন

১১ জনক জননী তুষ্ট থাকিলে আল্লাহ তুষ্ট থাকেন, তাঁহারা
অসন্তুষ্ট হইলে, আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন

১২ আবু দরদায়ী বলিয়াছেন, "আমি হজরতকে বলিতে শুনি-
য়াছি, "জনক জননী স্বর্গ প্রবেশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট দ্বার"

১৩। হজরত আবুবকর, হজরত পয়গম্বরের নিকট শুনিয়াছেন,
"যে রাজদ্রোহী এবং স্বগণদ্রোহী, আল্লাহ তাহাকে ইহ এবং পরকালে
শাস্তিগ্রস্ত করেন"

১৪ যে ব্যক্তি সম্পর্কিত ব্যক্তির সহিত অসদাচরণ করে, যে
ব্যক্তি পিতা মাতার অবাধ্যচারী, যে ব্যক্তি চিরজীবন সুরাপায়ী, তাহার
পরকাল নষ্ট হয়

১৫ এক ব্যক্তি হজরতকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আমি মহা পাপ
করিয়াছি, তাহা ধ্বংসের কোনও উপায় আছে?' তিনি বলিলেন,
"তোমার মাতা কি জীবিতা আছেন?' সে বলিল, 'না"। তিনি
বলিলেন, "তোমার মাসী কি জীবিত আছেন?" সে বলিল "হাঁ।"
তিনি বলিলেন, "তাঁহার সেবা শুশ্রূষা কর, তাহাতেই তোমার পাপ
ধ্বংস হইবে"

১৬ এক জন হজরতকে জিজ্ঞাসা করিল, "হজরত আমার পিতা
মাতা মরিয়া গিয়াছেন; এখন এমত কি কোন সুকর্ম্ম আছে, যাহা
করিলে তাঁহাদের সহিত সুব্যবহার করা হইবে।" তিনি বলিলেন,
তাহা এই যে, "তুমি তাঁহাদের কল্যাণার্থে নমাজ পড়িও, তাঁহাদের
পাপের মার্জ্জনা প্রার্থনা করিও, তাঁহাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করিও, তাহা-

দের সহিত যাহাদেব সম্পর্ক, তাঁহাদের সহিত সুব্যবহার কবিও, তাঁহারা যাহাদিগকে মান্য কবিতেন, তাঁহাদিগকে মান্য কবিও ।"

১৭ হজরতের নিকট এক দিন এক জন স্ত্রীলোক আসিলেন, তিনি তাঁহার বসিবার জন্য আপন চাদর বিছাইয়া দিলেন লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, ইনি কে? যাহারা জানিত তাহারা বলিল, ইনি হজরতের দুধ মাব মা

১৮ হজরতের নিকট শুনিয়া ইবনে উমর বর্ণনা করিয়াছেন, 'তিন ব্যক্তি এক সঙ্গে কোন পথ দিয়া যাইতেছিল, এমত সময় ঝড আরম্ভ হইল। তাহারা এক পর্ব্বতের গহ্বরে আশ্রয় লইল; হঠাৎ এক খণ্ড প্রস্তর খসিয়া গহ্বরের মুখ বন্ধ করিয়া দিল, তখন তাহারা বলিতে লাগিল, আমরা জীবন কালে আল্লাহর প্রীতিকর কোনও কার্য্য করিয়া থাকিলে তজ্জন্য আল্লাহর নিকট উদ্ধারের প্রার্থনা করি এক জন বলিল, 'হে আল্লাহ আমার পিতা মাতা বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, আমি মেষ পালন করিতাম, তাহার দুগ্ধ দোহন করিয়া প্রথমতঃ জনক জননীকে দিতাম, তার পর আমার শিশু সন্তানগণকে দিতাম। এক দিন মেষ পাল বহু দূরে লইয়া গিয়াছিলাম, আসিতে আসিতে রাত্রি হইয়া গিয়াছিল দেখিলাম, উভয়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন দুগ্ধ দোহন করিয়া তাঁহাদের শয্যা পার্শ্বে দাঁড়াইলাম, তাঁহাদিগকে জাগরিত করা ভাল মনে করিলাম না, কিন্তু তাঁহাদের নিদ্রা ভঙ্গ হইল না, তাঁহাদিগকে দুগ্ধ পান না করাইয়া শিশু সন্তান গণকে দুগ্ধ দিতে পারিলাম না, তাহারা কাঁদিতে ছিল, এইরূপে রজনী প্রভাত হইল হে আল্লাহ এই কার্য্য যদি তোমার প্রীতিকর হয়, তাহা হইলে এই গহ্বরের দ্বার খুলিয়া দাও " ইহার প্রার্থনা মত পিতৃ মাতৃ ভক্তির জন্য গহ্বরের এক তৃতীয়াংশ মুখ খুলিয়া গেল ।" ৯

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, 'হে প্রভো, তুমিই জান, তোমাকেই ভাল বাসি, তোমাকেই ভয় করি, তজ্জন্য আমি ইন্দ্রিয় দমন করিয়াছি, যদি ইহা পুণ্য কার্য্য হয়, গহ্বর দ্বারের আর এক তৃতীয়াংশ খুলিয়া দাও। তাহার পবিত্র চরিত্রতার জন্য প্রস্তর আর এক তৃতীয়াংশ সরিয়া গেল।"

"তৃতীয় ব্যক্তি বলিল, "হে আল্লাহ, "আমি এক জন মজুর খাটাইতাম, তাহাকে এক সের পরিমাণ শস্য মজুরি দিতাম এক দিন সে পারিশ্রমিক না লইয়াই চলিয়া গেল, আমি তাহা ব্যবসাতে নিযুক্ত করিলাম, তাহার লভ্যের দ্বারা ক্রমশঃ গো, মেষ, এবং রাখাল ক্রয় করিলাম এক দিন ঐ মজুর আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহার মজুরি চাহিল। আমি বলিলাম, এই গো, মেষ, রাখাল, সমস্ত তোমার। সে উপহাস মনে করিল আমি তাহাকে তাহা সমস্ত অর্পণ করিলাম হে প্রভো, ইহা যদি তোমার মনোনীত কার্য্য হয়, তাহা হইলে গহ্বরের দ্বারের অপরাংশ খুলিয়া দাও।" তখন সমস্ত প্রস্তর সরিয়া গেল "

২০। জহীমা ধর্ম্ম যুদ্ধে জীবনোৎসর্গ করণ জন্য হজরতের অনুমতি প্রার্থী হইল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মাতা কি জীবিত আছেন?" সে বলিল, "হাঁ তিনি জীবিত আছেন" হজরত বলিলেন, "তাহা হইলে তাঁহাকেই অবলম্বন কর, তাঁহারই পদতলে জন্নত প্রাপ্ত হইবে"

২১ এক জন হজরতকে জিজ্ঞাসা করিল, "জনক জননীর প্রতি সন্তানের কর্ত্তব্য কি?" হজরত বলিলেন, "তাহাদের সন্তোষে সন্তানের জন্নত, তাঁহাদের অসন্তোষে সন্তানের নরক"

২২ ইবনে আব্বাস বর্ণনা করিয়াছেন, 'হজরত পয়গম্বর বলিয়াছেন, "আল্লাহ জনক জননীর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করার আদেশ করিয়াছেন, যে সন্তান ঐ আদেশ পালন করে, প্রভাতে যখন সে জাগরিত হয়, তখন প্রত্যহ জন্নতের দুইটী দ্বার তাহার জন্য খুলিয়া দেওয়া

৩য় আর যদি কেবল এক জনের সম্বন্ধে ঐ আদেশ পালন করে, তাহা হইলে একটি দ্বার খুলিয়া দেওয়া হয় আর যদি কোনও সন্তান ঐ আদেশ উভয়ের সম্বন্ধে প্রতিপালন না করে, প্রাতঃকালে সে যখন জাগরিত হয়, তখন নিত্য তাহার জন্য নরকের দুইটী দ্বার অবারিত হয়, যদি এক জনার সম্বন্ধে আদেশ পালন না করে, তাহা হইলে, নরকের একটী দ্বার অবারিত করা হয় এক জন জিজ্ঞাসা করিল, "যদি তাহার পিতা মাতা তাহার প্রতি অত্যাচার করে, তাহা হইলেও কি তদ্রূপ হইবে?" হজরত বলিলেন, "তাহারা অত্যাচারী হইলেও তদ্রূপ হইবে, তদ্রূপ হইবে, তদ্রূপ হইবে।"

২৩ কোনও সন্তান যদি তাহার পিতা মাতাকে সভক্তি সস্নেহ দর্শন করে, তাহা হইলে তদ্রূপ প্রত্যেক বারের দেখার জন্য আল্লাহ্ তাহার নামে হজ্ করার পুণ্য লিপিবদ্ধ করেন এক জন জিজ্ঞাসা করিল, "হজরত, যদি সে প্রত্যহ শতবার তাহাদিগকে সস্নেহ এবং সভক্তি দর্শন করে, তাহা হইলেও কি প্রত্যেক বারের জন্য হজ করার পুণ্য লিখিত হইবে?" তিনি বলিলেন, নিশ্চয়, নিশ্চয়, ততবার লেখা হইবে আল্লাহর মহিমা অপার, তিনি কাহারও পুরস্কার লাঘব করা রূপ দোষ হইতে পবিত্র"

২৪ হজরত আবুবকর হজরত পয়গম্বরকে বলিতে শুনিয়াছেন, "আল্লাহ যে পাপ ইচ্ছা সে পাপ ক্ষমা করেন, কিন্তু যে ব্যক্তি পিতা মাতার অবাধ্যাচারী তাহার পাপ ক্ষমা করেন না, মরণের পূর্ব্বেই পৃথিবীতেই তাহাকে স্তবিৎ শাস্তি প্রদান করেন।"

২৫। "পিতার প্রতি যেরূপ ব্যবহার পুত্রের কর্ত্তব্য, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি কনিষ্ঠ ভ্রাতার তদ্রূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য।"

সর্ব্ব সাধারণের এবং সন্তান সন্ততি প্রভৃতির প্রতি সদয় এবং সস্নেহ ব্যবহার।

১। হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি মনুষ্যগণের প্রতি সদয় ব্যবহার করে না, আল্লাহও তাহার প্রতি সদয় ব্যবহার করেন না।"

২। 'মনুষ্য জাতি আল্লাহর আহল, সংসার ভুক্ত ব্যক্তি স্বরূপ, এজন্য মনুষ্যগণের মধ্যে সে ব্যক্তিই আল্লাহর সর্ব্বাধিক প্রিয়, যে তাঁহার সংসারস্থ ব্যক্তিগণের সহিত সুব্যবহার করে।'

৩। "যাহারা আল্লাহর সৃষ্ট প্রাণীর উপর দয়া করে, দয়াময়ও তাহাদের উপর দয়া করেন। যাহারা পৃথিবীর উপরে আছে, তাহাদের সহিত সদয় ব্যবহার কর, যিনি স্বর্গের উপরে আছেন, তিনিও তোমাদের সহিত সদয় ব্যবহার করিবেন।"

৪। হজরত বলিয়াছেন, "আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, কোনও ব্যক্তি তাহার নিজের জন্য যাহা ভালবাসে, যাবত তাহা তাহার ভ্রাতার জন্যও ভালবাসে না, তাবত তাহাকে ইস্লাম ধর্ম্মে বিশ্বাসী বলা যায় না।"

হজরত আয়েশা বলিয়াছেন, "আমার নিকট একটী স্ত্রীলোক আসিল, তাহার সহিত তাহার দুইটী কন্যা ছিল, আমার নিকট ভিক্ষা চাহিল, কিন্তু আমার নিকট একটি খর্জ্জুর ব্যতীত কিছুই ছিল না তাহা আমি তাহাকে দিলাম, সে তাহা ঐ কন্যা দুইটীকে ভাগ করিয়া দিল, নিজে কিছু খাইল না। যখন হজরত আসিলেন, তখন তাঁহাকে

আমি তাঁহাদের বিষয় বলিলাম, তিনি বলিলেন, "আল্লাহ যাহাকে কন্যা সন্তান দিয়া পরীক্ষাধীন করেন, তাহার প্রতি সদয় ব্যবহার করিও, তাহা নরকাগ্নি হইতে রক্ষা করিবে"

৬ হজরত আনিস, হজরত পয়গম্বরকে বলিতে শুনিয়াছেন, 'যে ব্যক্তি দুইটী কন্যাকে বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রতিপালন করে, কেয়ামতের দিবস সে এবং আমি উভয়ে পাশাপাশি আল্লাহর নিকট উপস্থিত হইব"

৭। হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি বিধবা স্ত্রীর এবং সম্বল হীন ব্যক্তির তত্ত্ব গ্রহণ করে, সে আল্লাহরই অনুগ্রহের অনুসন্ধান করে" হজরত আবুহোরেরা বলিতেছেন, "আমি বিবেচনা করি, যাহারা সর্ব্বদা তহজ্জুদের নমাজ পড়ে, এবং যাহারা সর্ব্বদা রোজা রাখে, সে তাহাদেরই সমান পুণ্যবান"

৮ সহিল হজরতকে বলিতে শুনিয়াছেন, "যে ব্যক্তি পিতৃহীন সন্তানকে প্রতিপালন করে, পরকালে তাহার এবং আমার মর্য্যাদার মধ্যে অতি সামান্য পার্থক্য থাকিবে"

৯ 'সমস্ত ব্যক্তিগণের শরীর যেন একটী শরীরের মত হয়, যখন কাহারও চক্ষের বেদনা হয়, তখন যেন সকলেই তাহা অনুভব করে, যখন কাহারও পীড়া হয়, তখন যেন সকলেই অসুখ বোধ করে"

১ "সমস্ত মুসলমানগণ যেন একটী গৃহেরই ভিন্ন ভিন্ন অংশ, তাহার এক অংশ দ্বারা অন্য অংশ দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয় যেমন এক হস্তের অঙ্গুলী সকলকে অন্য হস্তের অঙ্গুলী সকলের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া দৃঢ় ভাবে ধরিলে তাহারা পরস্পর সংলগ্ন হইয়া থাকে, তাহারা যেন এইরূপ পরস্পর সম্মিলিত হইয়া থাকে, এক জন যেন অন্য জনকে অপর না ভাবে"

• ১১ "এক জন আর এক জনার ভ্রাতা, সে যেন অন্যের উপরে উপদ্রব না করে, অথবা তাহাকে যেন বিপদ্‌গ্রস্ত না করে "

১২ হজরত রসুল বলিলেন, 'আল্‌লাহর শপথ, সে ব্যক্তির ইস্‌লাম ধর্ম্মে বিশ্বাস নাই, আল্‌লাহ্‌র শপথ, সে ব্যক্তির ইস্‌লাম ধর্ম্মে বিশ্বাস নাই " লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, "প্রভো। সে ব্যক্তি কে?' তিনি বলিলেন, "যে ব্যক্তি তাহার অত্যাচার হইতে তাহার প্রতিবাসিগণকে নিরাপদে রাখে না, সে ব্যক্তিই এমত ব্যক্তি "

১৩ হজরত বলিয়াছেন, 'প্রতিবাসিগণের প্রতি সৎ ব্যবহার করণ সম্বন্ধে আমাকে উপদেশ করিতে জিব্‌রাইল কখনও বিরত হন নাই আমার মনে এরূপ হইয়াছিল যে, তিনি প্রতিবাসিগণকে পরস্পরের উত্তরাধিকারী করিয়া দিবেন "

১৪। জ,রীর বলিয়াছেন, "হজরত আমার নিকট তিন বিষয় শপথ গ্রহণ করিয়াছেন, আমি যেন নমাজ স্থির রাখি যেন দরিদ্রগণকে দান করি, যেন সমস্ত ভ্রাতাগণের মঙ্গল কামনা করি "

১৫। হজরত বলিয়াছেন, "যে দয়া হীন, সে সৌভাগ্য হীন "

১৬ তিনি বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি কনিষ্ঠগণের উপর দয়া প্রকাশ করে না, যে জ্যেষ্ঠ গণকে সম্মান করে না, যে ভাল কর্ম্ম করার উপদেশ করে না, সে ব্যক্তি আমাদের দল ভুক্ত নহে "

১৮ হজরত বলিয়াছেন, "যে যুবক বৃদ্ধ ব্যক্তিকে, তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ এজন্যই সম্মান করে, সে যুবক যখন অধিক বয়সে উপনীত হয়, তখন তাহার প্রতি আল্‌লাহর এমত অনুগ্রহ হয় যে, তৎকালের যুবকগণ তাহার সম্মান করিতে থাকে "

১৯ "যে বৃদ্ধ ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শন করে, যে শুদ্ধ ভাবে কোর্-

আন পাঠকারীব সম্মান করে, যে ন্যায়বান শাসনকর্ত্তার সম্মান করে, সে ব্যক্তি আমাব সম্মানকাবী বলিয়া গণ্য হয়।"

২০। "মুসলমানগণেব সে গৃহই সর্ব্বোৎকৃষ্ট গৃহ, যাহাতে কোনও পিতৃহীন সন্তান বাস করে, এবং গৃহবাসিগণ যাহার সহিত সুব্যবহার করে। মুসলমানগণের সে গৃহই মন্দ গৃহ, যাহাতে কোনও পিতৃহীন সন্তান বাস করে, এবং গৃহবাসিগণ তাহাব সহিত মন্দ ব্যবহাব করে।"

২০। "যে ব্যক্তি আল্লাহব প্রীতি কামনায় কোনও পিতৃহীন সন্তানেব মস্তক স্পর্শ করে, সে যতটী কেশ স্পর্শ করিয়াছে, তৎপরিমাণ সুকর্ম্মার্জ্জন করে, এবং যে ব্যক্তি তাহার রক্ষণাধীন পিতৃহীন বালক বালিকার প্রতি সুব্যবহার করে, সে ব্যক্তি জন্নতে আমার অতি নিকটেই স্থান প্রাপ্ত হইবে।"

২১। "যে ব্যক্তি তাহাব খাদ্য এবং পানীয় পিতৃহীন সন্তানেব সহিত ভাগ করে, আল্লাহ তাহাকে জন্নতে স্থান দেওয় আপন কর্ত্তব্য কবিয়া দেন। সে ব্যক্তি কোন অমার্জ্জনীয় পাপ না করিলে, ইহা হইতে বঞ্চিত হয় না। যে ব্যক্তি তিনটী কন্যাকে প্রতিপালন করে, অথবা তিনটী ভগিনীকে প্রতিপালন করে, তাহাদিগকে সদাচরণ শিক্ষা দেয়, তাহাদের সহিত সদয় ব্যবহার করে, যাবৎ আল্লাহ তাহাদিগকে নিশ্চিন্ত না করেন, তাবৎ এইরূপ আচরণ করে, আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে জন্নতে স্থান দান করা আপন কর্ত্তব্য করিয়াছেন। যদি কেহ তিনটী স্থলে দুইটী, বা একটীরও সহিত তদ্রূপ ব্যবহার করে, তাহা হইলেও তিনি তদ্রূপ করেন।"

২২। হজরত শপথ করিয়া বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি আপন সন্তানকে সদাচরণ শিক্ষা দেয়, সে ব্যক্তি বহু দান করার সমান পুণ্যার্জ্জন করে।"

২৩ তিনি বলিয়াছেন, "সদাচরণ শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অন্য কোন দানই কোনও পিতা কোনও সন্তানকে দিতে পারেন না

২৪ "যে স্ত্রীর স্বামী মরিয়াছে, সন্তানের হিত কামনায় যাহার গণ্ডদ্বয় বিবর্ণ হইয়াছে, যে ধনবতী এবং রূপবতী তথাপি সন্তানের প্রতিপালন জন্য আপন ইচ্ছা দমন করিয়াছে, সে মাতা জগতে লোকে আমার অতি নিকটেই স্থান প্রাপ্ত হইবে"

২৫। "যে তাহার কন্যা সন্তানগণকে বধ করে না, যে পুত্রের ন্যায় কন্যাকেও যত্নে প্রতিপালন করে, আল্লাহ তাহাকে জন্নতে স্থান দান করেন"

২৬ "যে ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে তাহার ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ স্বরূপ অপবাদ করার কার্য্য হইতে নিবারণ করে, আল্লাহ তাহাকে নরকাগ্নি হইতে দূরে রাখেন"

২৭ "যে ব্যক্তি কাহারও দোষ দেখিয়া গোপন করে, যাহাকে জীয়ন্তে পুতিয়া ফেলা হইয়াছে, যেন সে তাহাকে জীবন দান করে"

২৮ "এক জন ভ্রাতা অন্য জনার দর্পণ স্বরূপ যদি নিজের দোষ দেখিতে পাও, অর্থাৎ সে যদি তোমার দোষ দেখাইয়া দেয়, তাহা দূর করার চেষ্টা করিও"

২৯। "যে যেমন তাহার তেমন সমাদর করিও।"

৩০। লোকেরা এক দিন হজরতের ওজুর অবশিষ্ট জল শরীরে মাখিতেছিল তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন তোমরা এরূপ করিতেছ?" তাহারা বলিল, "আমরা আল্লাহ এবং তাঁহার রসূলকে ভালবাসি, এজন্য এরূপ করিতেছি" হজরত বলিলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁহার রসূলকে ভালবাসে, অথবা ইচ্ছা করে যে, আল্লাহ এবং তাঁহার রসূল তাঁহাকে ভালবাসুক, তাহার উচিত যে, সে সত্য

সত্য কথা বলুক, সে বিশ্বাসঘাতকতা না করুক, সে প্রতিবাসিগণের সহিত সুব্যবহার করুক ”

৩১ হজরত বলিয়াছেন, ‘সে ব্যক্তি মুসলমান নহে, যে উদর পূর্ণ করিয়া আহার করে, অথচ তাহার পার্শ্বেই তাহার প্রতিবাসী অনাহারে থাকে ”

৩২ এক জন হজরতকে বলিল, “প্রভো! অমুক স্ত্রীলোকটি অনেক নমাজ পড়ার, অনেক রোজা করার, অনেক দান করার খ্যাতি লাভ করিয়াছে, কিন্তু সে জিহ্বা দ্বারা প্রতিবাসিগণকে কষ্ট দিয়া থাকে ” হজরত বলিলেন, “এই স্ত্রীলোকটী নরকগামী হইবে ” সে আবার বলিল, ‘লোক বলে অমুক স্ত্রীলোকটি অল্প নমাজ পড়ে, অল্প রোজা রাখে, অল্প দান করে, কিন্তু তাহার জিহ্বা দ্বারা প্রতিবাসিগণকে কষ্ট দেয় না।” হজরত বলিলেন, “এই স্ত্রীলোকটী জন্নতে স্থান প্রাপ্ত হইবে।”

৩৩ হজরত রসুল দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, “তোমাদের মধ্যে কে উত্তম, কে অধম, তাহা কি আমি বলিয়া দিব?” তিনি এইরূপ তিনবার বলিলেন, সকলে উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “হজরত, তাহা আমাদিগকে বলিয়া দিন ” তিনি বলিলেন, ‘যে ব্যক্তির নিকট হইতে লোকেরা মঙ্গলের আশা করে, এবং সে ব্যক্তি কোনও অনিষ্ট করিবে না জানিয়া লোকেরা নিশ্চিন্ত, সে ব্যক্তিই তোমাদের মধ্যে উত্তম আর যে ব্যক্তির নিকট হইতে লোকেরা মঙ্গলের আশা করে না, এবং সে ব্যক্তি অনিষ্ট করিবে বলিয়া লোকেরা ভীত থাকে, সে ব্যক্তিই তোমাদের মধ্যে অধম ”

৩৪ হজরত বলিয়াছেন, “আল্লাহ যেমন তোমাদের ভাগ্যে ধন ভাগ করিয়া দিয়াছেন, তদ্রূপ তোমাদের ভাগ্যে সদাচরণও ভাগ করিয়া

দিয়াছেন যে ব্যক্তি তাঁহার প্রিয় এবং যে ব্যক্তি তাঁহার অপ্রিয়, তাহাকেও তিনি পার্থিব আড়ম্বর প্রদান করেন, কিন্তু তিনি যাহাকে ধর্ম্মভাব অর্পণ করিয়াছেন, তাহাকেই ভালবাসেন আমার জীবন মরণ যাঁহার করতলস্থ, তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, যে ব্যক্তির হৃদয় এবং জিহ্বা ধর্ম্ম ভাবাপন্ন নহে, সে ব্যক্তি ধার্ম্মিক নহে। কোনও ব্যক্তি যাবত তাহার প্রতিবাসিগণকে তাহার উপদ্রব হইতে শান্তি প্রদান না করে, তাবত সে ধার্ম্মিক বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।"

৩৫ "ইস্লাম ধর্ম্মে বিশ্বাসীর হৃদয় ভালবাসা পূর্ণ, যে অন্যকে ভাল বাসে না, এবং যাহাকে অন্যেও ভালবাসে না, সে ব্যক্তি মুসলমান নহে "

৩৭ হজরত বলিয়াছেন, "হে মনুষ্যগণ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান কি, তাহা কি আমি তোমাদিগকে জ্ঞাত করিব?" তাহা এই যে, তোমাদের কাহারও কন্যা যখন তোমাদের বাড়ীতে ফিরিয়া আসে, তোমরা ব্যতীত তাহাকে ভরণ পোষণ করার যখন কেহ থাকে না, তখন তাহার জন্য তোমরা যাহা ব্যয় কর, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট খএরাত অর্থাৎ দান "

আল্লাহকে ভালবাসা, তাঁহার প্রীতি কামনায় ভালবাসা, নিঃস্বার্থ ভালবাসা।

১ পাপ পুণ্য বিচারের দিন আল্লাহ বলিবেন, হে সেই ব্যক্তিগণ, যাহারা আমার প্রীতি লাভের জন্য পরস্পরকে ভালবাসিতে, তোমরা অগ্রসর হও, অদ্য আমার অনুগ্রহের ছায়া তোমাদের উপর বিস্তার করিয়া দিব, অদ্য আমার অনুগ্রহের ছায়া ব্যতীত অন্য ছায়া নাই

২ "এক ব্যক্তি গ্রামান্তর বাসী তাহার কোনও ভ্রাতার তত্ত্ব গ্রহণ জন্য যাত্রা করিল, আল্লাহ এক জন স্বর্গীয় দূতকে তাহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন দূত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কোথায় যাইতেছ?' সে বলিল, 'সম্মুখের গ্রামে আমার এক ভ্রাতা আছে, তাহাকে দেখিতে যাইতেছি।' দূত বলিল, 'সে কি তোমার কোন উপকার করিয়াছে যে, প্রত্যুপকার করার জন্য যাইতেছ?' সে বলিল, 'আমি কেবল আল্লাহর প্রীতি কামনায় তাহাকে দেখিতে যাইতেছি' দূত বলিল, 'আমি আল্লাহর দূত, তোমাকে সুসংবাদ দিতেছি, তুমি যেমন আল্লাহর প্রীতির জন্য গ্রামান্তর বাসী ভ্রাতাকে ভালবাস, আল্লাহও তদ্রূপ তোমাকে ভালবাসেন"

৩ এক জন হজরতকে জিজ্ঞাসা করিল, "পাপ পুণ্য বিচারের দিন কখন আসিবে?" তিনি বলিলেন, "সে দিনের জন্য তুমি কি করিয়াছ?' সে বলিল, "আমি আল্লাহ এবং রসুলকে ভালবাসি ইহা

ব্যতীত আমার অন্য সুকর্ম নাই ” হজরত বলিলেন, “তুমি যাহাকে ভালবাস, তাঁহার সহিত অবস্থান করিবে ”

৪। হজরত বলিয়াছেন, “সৎ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত তদ্রূপ যেন সে মৃগ-নাভি বহন করিতেছে, তুমি তাহা ক্রয় করিতে পার, ক্রয় করিতে অক্ষম হইলেও তাহার সুগন্ধ হইতে বঞ্চিত থাক না কু সঙ্গীর দৃষ্টান্ত যেন সে কর্ম্মকার, যখন সে ভাতি দিয়া অগ্নিতে ফুঁক দেয়, তখন অগ্নিকণা আসিয়া তোমার কাপড়ে পড়ে, অথবা ধুমের দুর্গন্ধ তোমার নাসিকায় প্রবেশ করে ”

৫ “আল্লাহ বলিতেছেন, “যে ব্যক্তি আমার প্রীতি কামনায় অন্য ব্যক্তিকে ভালবাসে, যে ব্যক্তি আমার প্রীতি কামনায় (সুকার্য্যে) উপবিষ্ট থাকে, যে ব্যক্তি আমার প্রীতি কামনায় তাহার ভ্রাতাবর্গের তত্ত্ব গ্রহণ করে, যে ব্যক্তি আমার প্রীতি কামনায় ধন ব্যয় করে, আমার ভালবাসা তাহার প্রাপ্য হইয়া যায় ”

৬ হজরত রসুল বলিয়াছেন, “আল্লাহর দাস গণ মধ্যে এমতও কতক জন আছে, যাহারা নবীও নহে, শহিদও নহে, অথচ নবী এবং শহিদগণও তাহাদের মর্য্যাদার অভিলাষী হইবে ” লোকেরা বলিতে লাগিল, “হজরত আমাদিগকে বলিয়া দিন, তাহারা কে?” তিনি বলি-লেন, “যাহারা পরস্পর আত্মীয় স্বগণ নহে, যাহারা অর্থ দ্বারা পরস্পরের কোনও উপকার করে নাই, এমত ব্যক্তিগণ, যাহারা কোর্‌আনের আদেশ ক্রমেই পরস্পরকে (নিঃস্বার্থ) ভালবাসে, তাহারাই এমত ব্যক্তি।”

৭ “আল্লাহর প্রীতি লাভের জন্য পরস্পরকে ভালবাসা, আল্লাহরই আদেশ ক্রমে কাহারও প্রতি অনুরক্ত থাকা, আল্লাহরই আদেশে ভাল না বাসা ধর্ম্মের লক্ষণ ”

৮ "যখন কেহ তাহার পীড়িত ভ্রাতার পরিচর্য্যা করে, অথবা তাহার তত্ত্ব গ্রহণ করিতে যায়, তখন আল্লাহ বলেন, তুমি সুকার্য্য করিয়াছ, তোমার আগমন সুকার্য্য, তুমি জন্নতে আপন স্থান প্রস্তুত করিয়াছ "

৯ রসুল এক দিন বলিতেছিলেন, "আল্লাহ কোন কার্য্য ভাল বাসেন তাহা কি তোমরা জান?" এক জন বলিল, "তিনি তাঁহার উপাসনা এবং দীন দরিদ্রদিগকে দান করা ভালবাসেন " আর এক জন বলিল, "তিনি ধর্ম্মার্থে যুদ্ধ করা ভাল বাসেন " হজরত বলিলেন, 'তাঁহারই পীতির জন্য ভালবাসা এবং তাঁহারই প্রত্যর্থে ভাল না বাসা, এইরূপ কার্য্যই তিনি ভালবাসেন "

১০। "যখন আল্লাহর প্রীতির জন্য তাঁহার কোনও দাস অন্য দাসকে ভালবাসে, তখন তাহার এই কার্য্য তাহার প্রতিপালক আল্লাহর সম্মান করা ব্যতীত অন্যরূপ নহে "

১১ "যাহাদিগকে দেখিলেই আল্লাহকে স্মরণ হয়, তাহারাই মনুষ্যের মধ্যে সর্ব্বোত্তম "

১২ হজরত পয়গম্বর আবুরজীনকে বলিয়াছেন, "হে আবুরজীন, যাহাতে ইহকালে এবং পরকালে মঙ্গল হয়, সেই কার্য্যের মূল কি, তাহা কি আমি তোমাদিগকে শিখাব? যাহারা আল্লাহকে স্মরণ করে, তাহাদের সভায় বসা তোমাদের কর্ত্তব্য মনে করিও, যখন তুমি নিভৃতে থাক, তখন যত পার তোমার জিহ্বা তাঁহার স্মরণ কার্য্যে নিযুক্ত রাখিও, আল্লাহর প্রীতি জন্য ভালবাসিও, তাঁহারই প্রীতি জন্য শত্রুতা করিও। হে আবুরজীন, জানিয়া রাখ, যখন কোনও ব্যক্তি তাহার ভ্রাতার তত্ত্ব গ্রহণ জন্য গৃহ হইতে বহির্গত হয়, তখন সপ্ততি সহস্র স্বর্গীয় দূত তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে থাকে, প্রত্যেকে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করে,

এবং বলে, 'হে আল্লাহ যেমন তোমাকে প্রীতি করার জন্য এই ব্যক্তি তাহার ভ্রাতার সহিত সম্মিলিত হইল, তুমিও তোমার অনুগ্রহ তাহার সহিত সংমিলিত কর ' "হে আবু জরীন যদি তুমি সক্ষম হও, তাহা হইলে তোমার শরীর উক্ত রূপ কার্য্যে নিযুক্ত রাখিও "

সৎ শিক্ষা।

(৭)

যাহা করা কর্ত্তব্য।

১ হজরত বলিয়াছেন, "হে মনুষ্যগণ, সাবধান হও, তোমরা কেবল সন্দেহ মূলে কাহারও সম্বন্ধে মন্দ ধারণা পোষণ করিও না, অন্যের গুপ্ত কথা জানার চেষ্টা করিও না, গুপ্তচরের কার্য্য করিও না, প্রতারণা করিও না, কাহারও সহিত শত্রুতা করিও না, পৃষ্ঠের পশ্চাৎ কাহারও নিন্দাবাদ করিও না, বরং তোমরা আল্লাহর দাস স্বরূপ পরস্পর ভ্রাতৃভাব অবলম্বন করিও "

২ "কাহারই ইহা উচিত নহে যে, সে তিন দিন পর্য্যন্ত তাহার ভ্রাতার সহিত দেখা পরিত্যাগ করে, দুই জন যেন এমন না করে যে, এক জন অন্য জনাকে দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া লয়, তাহাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম, যে প্রথমতঃ অভিবাদন করে "

৩ "দুই ব্যক্তির সহিত সখ্যতা স্থাপন জন্য যদি তাহাদের অযথা গুণানুবাদ করা হয়, তাহাও দূষণীয় নহে "

৪ "যে ব্যক্তি এক বৎসর পর্য্যন্ত তাহার ভ্রাতার সহিত কথা বার্ত্তা পরিত্যাগ করে, সে ব্যক্তির কার্য্য তাহাকে বধ করার সমান "

৫ "যে কার্য্য (স্বেচ্ছাধীন নফল) রোজা, নমাজ, খয়রাত হইতেও উৎকৃষ্ট তাহা কি আমি তোমাদিগকে জ্ঞাত করিব ? তাহা দুই জনার মধ্যে মিলন সংস্থাপন করা দুই ব্যক্তির মধ্যে শত্রুতা জন্মাইয়া দেওয়া সমস্ত সুকার্য্য ছেদন করিয়া ফেলে।"

৬ 'হে মনুষ্যগণ, যে রোগে তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণ ধ্বংস হইয়াছে, তাহা তোমাদের মধ্যে দেখা দিয়াছে, তাহা হিংসা এবং দ্বেষ। ইহা ছেদন করিয়া ফেলে, আমি কেশ ছেদনের কথা বলিতেছি না, ইহা ধর্ম্মভাব ছেদন করে"

৭ 'হে মনুষ্যগণ, হিংসা করা সম্বন্ধে সাবধান হও, ইহাই সত্য যে, অগ্নি যেমন কাষ্ঠ ধ্বংস করে, হিংসা তদ্রূপ পুণ্যকার্য্য ধ্বংস করে।"

৮ "হে মনুষ্যগণ, দুই জনার মধ্যে শত্রুতা সঞ্চার করিয়া দেওয়া সম্বন্ধে তোমরা সতর্ক হও, ইহা নিশ্চয় যে এই কার্য্য অতি মারাত্মক"

৯ "যে ব্যক্তি কাহারও অনিষ্ট করে, আল্লাহ তাহার অনিষ্ট করেন। যে ব্যক্তি কাহাকেও বিপদ্গ্রস্ত করেন, আল্লাহ তাহাকে বিপদ্গ্রস্ত করেন"

১০ "যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে বা গোপনে কাহাকেও বিপদ্গ্রস্ত করে, সে অতি নিন্দনীয়'

১১। "সুদ গ্রহণ করিয়া ধনাপহরণ করা যেমন পাপ, কোনও ব্যক্তির সম্মানাপহরণ করাও তদ্রূপ পাপ।"

১২ হজরত বলিয়াছেন, "যে রাত্রিতে আল্লাহ আমাকে ঊর্দ্ধে লইয়া গেলেন, সে রাত্রিতে আমি এক দল লোকের নিকট উপস্থিত হইলাম ; দেখিলাম, তাহাদের নখ তাম্র নির্ম্মিত, তদ্দ্বারা তাহারা অনবরত তাহাদের মুখ এবং বক্ষঃ বিদীর্ণ করিতেছে। জিব্রাইল বলিলেন, 'মর্ত্তলোকে ইহারা মনুষ্যগণের মাংস ভক্ষণ রূপ (তাহাদের অপ-

বদ্ ঘটনা) করিত, এবং তাহাদিগকে অপদস্থ করার চেষ্টায় থাকিত।"

১৩ "যে ব্যক্তি অন্যের অনিষ্ট করিয়া তাহার অন্নের সংস্থান করে, যে ব্যক্তি অন্যের অনিষ্ট করিয়া তাহার পরিধান বসনের যোগাড় করে, পরকালে নরকে আল্লাহ তাহাদিগকে তদ্রূপ অপবিত্র আহার্য্য এবং পরিধেয় প্রদান করিবেন, এবং যে ব্যক্তি অন্যায় পূর্ব্বক কাহাকেও বিচারার্থে অন্যের চক্ষু এবং কর্ণের সম্মুখে উপস্থিত করে, পাপ পুণ্যের বিচারের দিবস আল্লাহ তাহাকে বিচারার্থে অন্যের চক্ষু এবং কর্ণের সম্মুখে উপস্থিত করিবেন।"

১৩ "কাহারও সম্বন্ধে মনে ভাল ধারণা রাখা উপাসনার মধ্যে গণ্য।"

---

(৮)

সতর্কতা, সাবধানতা, বুদ্ধি।

---

১ 'ধর্ম্মভীরু ব্যক্তিকে (পাপ রূপ সর্প) এক গর্ত্ত হইতে দুই বার দংশন করে না'।"

২ "যে ব্যক্তি ধীর, এবং অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করে, সে আল্লাহর প্রিয়।"

৩। "অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া ধীর ভাবে কার্য্য করার বুদ্ধি আল্লাহ মনে সঞ্চার করিয়া দেন। হঠাৎ কার্য্য করার দুর্ব্বুদ্ধি শয়তান মনে অর্পণ করে।"

৪ "যে ব্যক্তি বহু বাধা অতিক্রম করে, সে ধৈর্য্যশীল হয়, যে বহু বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করে, সে জ্ঞানবান হয়।"

৫ "কোনও কার্য্য সম্পন্ন করার জন্য আবশ্যকীয় উপায় অবলম্বন করিও।"

৬ "সৎ পথে চলা, ধীরতা, মধ্যবিৎ আচরণ, সৎপথ প্রদর্শন, মহৎ ব্যক্তির লক্ষণ।"

৭ "কেহ পরামর্শ চাহিলে সৎ পরামর্শ দিও, কারণ তোমাকে বিশ্বাস করিয়া পরামর্শ চাহিয়াছে।"

৮ "মন্দ বিষয়ের পরামর্শ ব্যতীত অন্য পরামর্শ প্রকাশ করা উচিত নহে।"

৯ "আল্লাহ যখন বুদ্ধি সৃজন করিলেন, তখন তাঁহাকে আদেশ করিলেন, তুমি দণ্ডায়মান হও, বুদ্ধি দণ্ডায়মান হইল, তাহাকে আবার আদেশ করিলেন, তোমার মুখ অন্য দিকে কর, সে মুখ অন্য দিকে করিল; তাহাকে আদেশ হইল, তুমি অগ্রসর হও, সে অগ্রসর হইল, তাহাকে বসিতে আদেশ হইল, সে বসিল। আল্লাহ বলিলেন, তোমা হইতে উৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ, সুন্দর আর কিছুই আমি সৃজন করি নাই তোমার দ্বারা আমি গ্রহণ করি, তোমার দ্বারা আমি অবগত হই, তোমার দ্বারা শাসন করি, তোমার দ্বারা পুরস্কৃত করি এবং তোমার দ্বারাই আমি দণ্ডিত করি।"

১০ "নমাজকারিগণ, রোজা কারিগণ, হজ্ কারিগণ, এবং অন্যান্য সৎকর্ম্ম কারিগণ, তাহাদের বুদ্ধি পরিচালনা করণানুযায়ী পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে।"

১১ "চেষ্টা করা অপেক্ষা বড় বুদ্ধির কার্য্য নাই পাপ বর্জ্জন করার অধিক ধর্ম্মভীরুতা নাই, সচ্চরিত্রতা হইতে শ্রেষ্ঠ বংশমর্য্যাদা নাই।"

১২ "মধ্য বিৎ ভাবে ব্যয় করা অর্দ্ধেক উপার্জ্জনের সমান, মনুষ্য গণকে ভালবাসা বুদ্ধির সমস্ত কার্য্যের অর্দ্ধেক কার্য্যের সমান, উপযুক্ত বিষয় প্রশ্ন করা অর্দ্ধেক বিদ্যা লাভের সমান

(৯)

কোমলতা, শিষ্টাচার, লজ্জাশীলতা।

১। হজরত বলিয়াছেন, "আল্লাহ স্বয়ং দয়াময়, এজন্য তিনি কোমল ব্যবহার ভাল বাসেন। হে আয়শা, কোমল ব্যবহার করা তোমার কর্ত্তব্য মনে করিও, কর্কশাচরণ সম্বন্ধে সাবধান হইও, নিলর্জ্জতা পরিহার করিও নম্রতা সৌন্দর্য্য প্রদান করে, যাহাতে নম্রতা নাই তাহা অসুন্দর"

২। "যে ব্যক্তিকে নম্রতা হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে, তাহাকে সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে"

৩ "মন্দ কর্ম্ম করিতে লজ্জা বোধ করা ইমানের অর্থাৎ ধর্ম্মের এক অঙ্গ"

■ "যাহা মহাপুরুষগণ প্রথমতঃ শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা এই যে, যাহার লজ্জা নাই, সে যাহা ইচ্ছা তাহাই করে"

৫ "এক জন জিজ্ঞাসা করিল, 'হজরত পাপ কার্য্য কি, এবং পুণ্য কার্য্য কি?' তিনি বলিলেন, "সৎ স্বভাবই পুণ্য কার্য্য যাহা করিতে তোমার মন ইতস্ততঃ করে, তোমার যে কর্ম্ম মনুষ্যগণ ও রুক ইচ্ছা কর না তাহাই পাপ"

৬। "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি যত শিষ্টাচারী সে আমার তত প্রিয়"

৭ "তোমাদের মধ্যে যে যত শিষ্টাচারী সে তত উৎকৃষ্ট।"

৮ "যাহাকে কোমল স্বভাব দিয়া ভাগ্যবান করা হইয়াছে, তাহাকে ইহকাল এবং পরকালের মঙ্গল দান করা হইয়াছে; এবং যাহাকে কর্কশ স্বভাব দিয়া ভাগ্যহীন করা হইয়াছে, তাহাকে ইহ এবং পরকালের কল্যাণ হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে।"

৯ "লজ্জা ধর্ম্মের এক অঙ্গ, ইহা জন্নতে প্রাপ্ত হইবে। নির্লজ্জতা মন্দ স্বভাব, ইহা অগ্নিলোকে (নরকে) প্রাপ্ত হইবে।"

১০ হজরতকে জিজ্ঞাসা করা হইল, "প্রভো, মনুষ্যগণকে যাহা দেওয়া হইয়াছে, তন্মধ্যে উৎকৃষ্ট কি?" তিনি বলিলেন, "সচ্চরিত্রতাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান।"

১১ "কর্কশভাষী এবং কর্কশ স্বভাব ব্যক্তি জন্নতে স্থান প্রাপ্ত হইবেন না।"

১২ "সকল সুকর্ম্ম অপেক্ষা সৎ স্বভাবের ভার অধিক, যে ব্যক্তি অশ্লীলভাষী, মন্দভাষী, আল্লাহ্ তাহার প্রতি রুষ্ট।"

১৩ হজরত আয়েশাকে হজরত পয়গম্বর বলিয়াছেন, "যে মুসলমান সচ্চরিত্র সে, রাত্রিতে যাহারা নমাজ পড়ে এবং দিবসে রোজা রাখে, তাহাদের মর্য্যাদা লাভ করে।"

১৪ "তুমি যথায় থাক না কেন, আল্লাহকে ভয় করিও, মন্দ কার্য্যের পর ভাল কর্ম্ম করিও যেন মন্দ কর্ম্ম ধ্বংস হইয়া যায়। মনুষ্যগণের সহিত সাধু ব্যবহার করিতে বিস্মৃত হইও না।"

১৫ "যাহারা নম্র, কোমল প্রকৃতি, বিনম্রভাষী, দীন ভাবাপন্ন, তাহারা নরকগামী হইবে না।"

১৬ "যে মুসলমান সে সহিষ্ণু এবং কোমল প্রকৃতি হয়, নাসিকা রজ্জুযুক্ত উষ্ট্রের সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে, রজ্জু ধরিয়া টানিলে

তাহা পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসে, পাথরের উপর বসাইলে পাথরের উপর বসে ”

১৭ “যে মুসলমান সকলের সহিত মিশে, মনুষ্যেরা কোনও বিষয় কষ্ট দিলে সহ্য করে, সে ব্যক্তি, যে মুসলমান কাহারও সহিত মিশে না এবং তাহাকে কোনও বিষয় কষ্ট দিলে সহ্য করে না, তাহা হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ ”

১৮ “মন্দ কার্য্য করিতে লজ্জা বোধ করা ইস্লাম মতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বস্বভাব ”

১৯ “লজ্জা এবং ধর্ম্ম উভয়কে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছে, তাহার একটীকে নষ্ট করিলে অন্যটি ও নষ্ট হয় ”

২০ হজরত পয়গম্বর হজরত মাজ,কে উপদেশ করিয়াছিলেন, “হে মাজ, তুমি মনুষ্যগণের সহিত সুব্যবহার করিও।”

২১ হজরত বলিয়াছেন, “সৎ শিক্ষাকে পূর্ণ করণ জন্যই আমি প্রেরিত হইয়াছি ”

২২ হজরত যখন দর্পণে নিজকে দর্শন করিতেন, তখন বলিতেন, “সমস্ত প্রশংসার দ আল্লাহর, তিনি আমার আকার সুন্দর করিয়াছেন, আমার আচারও সুন্দর করিয়াছেন, যাহা অন্যে বিকৃত করিয়াছিল, তাহা তিনি আমার দ্বারা সুন্দর করিলেন ”

২৩ হজরত আয়শা বলিয়াছেন, প্রিয় নবী এইরূপ প্রার্থনা করিতেন, ‘হে আল্লাহ তুমি আমার আকার সুন্দর করিয়াছ, আমার আচারও সুন্দর কর ”

২৪ “তোমাদের মধ্যে তাহারাই সর্ব্বোত্তম, যাহাদের জীবন দীর্ঘ এবং যাহারা চিরজীবন সদাচারী ”

২৫ সে মুসলমানগণই পূর্ণ ধার্ম্মিক, যাহারা সদাচারী ”

২৬ এক ব্যক্তি হজরত আবুবকরকে গালাগালি করিতেছিল, হজরত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া শ্রবণ করিতে ছিলেন এবং মৃদু মৃদু হাস্য করিতে ছিলেন যখন হজরত আবুবকর তাহার কতক কথার প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন, তখন হজরত পয়গম্বর অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া চলিয়া গেলেন। যখন তাঁহার সহিত আবার দেখা হইল, হজরত আবুবকর ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন হজরত বলিলেন, "হে আবুবকর, যখন তুমি চুপ করিয়াছিলে, তখন ফেরেশতাগণ তোমার পক্ষ হইতে উত্তর প্রদান করিতেছিল যখন তুমি উত্তর প্রদান করিতে লাগিলে, তখন শয়তান তোমাদের মধ্যে দাঁড়াইল হে আবুবকর, এই তিনটী কথা সত্য, যখন কোনও নির্দ্দোষ ব্যক্তির উপর অত্যাচার হয়, এবং সে আল্লাহর প্রীতি কামনায় তাহা সহ্য করে, তখন আল্লাহ তাহার সহায় হন ; যখন কোনও ব্যক্তি মনুষ্যগণের মঙ্গল কামনায় দানের দ্বার অবারিত করে, তখন আল্লাহ তাহাকে প্রাচুর্য্যতা প্রদান করে, যখন কোনও ব্যক্তি ধন বৃদ্ধি করিবার কামনায় যাচ্ঞা করার দ্বার অবারিত করে, তখন আল্লাহ তাহার অভাব বৃদ্ধি করেন "

ক্রোধ এবং গর্ব্ব।

১ এক ব্যক্তি হজরতের নিকট উপদেশ প্রার্থী হইল, তিনি বলিলেন, "তুমি সর্ব্বদা ক্রোধ সম্বরণ করিও" যতবার সে উপদেশ-প্রার্থী হইল, তিনি উপদেশ করিলেন, "তুমি সর্ব্বদা ক্রোধ সম্বরণ করিও"

২ "যে ব্যক্তি শারীরিক বলে বলীয়ান্, সে বীর নহে, যে ব্যক্তি ক্রোধ সম্বরণ করে, সে ব্যক্তিই প্রকৃত বীর"

৩ "যাহারা দীন, হীন, নম্র, তাহারা উদ্ধত, গর্ব্বিত, দর্পিত ব্যক্তিগণ হইতে শ্রেষ্ঠ"

৪ "যে ব্যক্তির হৃদয়ে সর্ষপ কণিকা পরিমাণও ধর্ম্ম ভাব আছে, সে নরকগামী হইবে না, যাহার হৃদয়ে সর্ষপ কণিকা প্রমাণও গর্ব্ব আছে, সে স্বর্গগামী হইবে না" এক জন বলিল, "হজরত, আমার পরিধান বসন, আমার জুতা ভাল হউক, কে ইচ্ছা করে না?" তিনি বলিলেন, "আল্লাহ পরম সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য্য ভাল বাসেন, গর্ব্বের অর্থ সত্যকে তুচ্ছ করা এবং মনুষ্যগণকে তুচ্ছ ভাবা ভাল বসন ভূষণ গর্ব্ব নহে"

৫ "যে দরিদ্র অথচ গর্ব্বিত, সে অতি অধম"

৬ "কতক জন নিজকে সকলের অপেক্ষা বড় মনে করে, তাহারা ক্রমশঃ গর্ব্বিত স্বভাব হইয়া উঠে, অবশেষে তাহাদের লজ্জাজনক অধঃপতন হয়"

৭। "মনুষ্য জাতির মধ্যে সে অতি অধম, যে নিজকেই ভাল মনে করে এবং গর্ব্ব প্রকাশ করে, এবং মহৎ ও মহিমান্বিত আল্লাহকে বিস্মৃত হয়, মনুষ্য জাতির মধ্যে সে অতি অধম, যে অন্যকে কষ্ট দেয় এবং অত্যাচার করে, এবং সর্ব্বশক্তিমান, মহোত্তম আল্লাহকে বিস্মৃত হয়, মনুষ্য জাতির মধ্যে সে অতি অধম যে কর্ত্তব্য বিস্মৃত হয় এবং অকর্ত্তব্য কার্য্যে মত্ত থাকে, এবং সমাধি স্থান এবং গলিত অস্থি সকলকে বিস্মৃত হয়, মনুষ্য জাতির মধ্যে সে অতি অধম, যে উশৃঙ্খল হয় এবং সীমাতিক্রম করে, এবং তাহার আদি এবং অন্ত ভুলিয়া যায়; মনুষ্য জাতির মধ্যে সে অতি অধম, যে পার্থিব সুখের জন্য ধর্ম্মপথ ত্যাগ করে, মনুষ্য জাতির মধ্যে সে অতি অধম, সে অভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া তাহার ধর্ম্ম নষ্ট করে, মনুষ্য জাতির মধ্যে সে অতি অধম, যাহাকে লোভ মন্দ দিকে টানিয়া লইয়া যায়; মনুষ্য জাতির মধ্যে সে অতি অধম, যাহার অভিলাষ তাহাকে বিপথগামী করে; মনুষ্য জাতির মধ্যে সে অতি অধম, যাহাকে পার্থিব আড়ম্বরের অনুরাগে ব্যতিব্যস্ত করিয়া রাখে।"

৮। "আল্লাহর প্রীতি কামনায় যে ক্রোধ সম্বরণ করে, সে তাঁহার অতি প্রিয় কার্য্য করে।"

৯। "কেহ তোমার সহিত মন্দ ব্যবহার করিলে তুমি তাহার সহিত ভাল ব্যবহার করিও, কেহ তোমার উপর রাগ করিলে তুমি সহিয়া থাকিও, কেহ তোমার উপর অত্যাচার করিলে তুমি ক্ষমা করিও, এইরূপ কার্য্যে তোমার শত্রুও তোমার মিত্র হইবে।"

১০। "তিক্ত বস্তু যেমন মাধুর্য্য নষ্ট করে, ক্রোধ তদ্রূপ ধর্ম্ম নষ্ট করে।"

১১। "যে ব্যক্তি অন্যের সম্মান করে, আল্লাহ তাহাকে উন্নত

করেন, যে ব্যক্তি নিজকে হীন ভাবে, লোকেরা তাহাকে বড় মনে করে ; যে ব্যক্তি নিজকে বড় মনে করে, আল্লাহ তাহাকে খর্ব করেন ; সে নিজের চক্ষে সে হীন হয়, সে আপনাকে বড় মনে করে কিন্তু লোকেরা তাহাকে কুকুর ও শূকরের সমান অধম মনে করে।"

১২। "যে ক্ষমতা সম্পন্ন হইয়াও ক্ষমা করে, আল্লাহ তাহাকে ভালবাসেন।"

১৩। "যে ব্যক্তি পরনিন্দা হইতে জিহ্বা সম্বরণ করে, আল্লাহ তাহার দোষ ঢাকিয়া দেন ; যে ক্রোধ সম্বরণ করে, আল্লাহ তাহার প্রতি সদয় হন, যে তাঁহার নিকট হীন হয়, তাহাকে তিনি ক্ষমা করেন।"

১৪। "প্রকাশ্যে এবং গোপনে আল্লাহকে স্মরণ করা, নির্ভয় এবং সভয় অবস্থায় সত্য বলা, সচ্ছলতার এবং অভাবের সময় মধ্যবর্ত্তী ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা, এই তিনটী কার্য্যে মুক্তি লাভ হয়, মন্দ অভিলাষ পূর্ণ করা, লোভের বশীভূত হওয়া, এবং গর্ব্ব করা এই তিনটী কার্য্যে মহানিষ্ট হয়।"

১৫। "তোমার ক্রোধ পরিহার করিও, তাহা মনুষ্য মনে অগ্নির ন্যায় কার্য্য করে ; তোমরা কি দেখ নাই, যখন কেহ রাগান্বিত হন, তাহার কপালের শিরা সকল ফুলিয়া উঠে, তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ ধারণ করে। যখন কাহারও এইরূপ অবস্থা হয়, তখন তাহার উচিত যে, সে শান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত শুইয়া থাকে।"

অত্যাচার।

হজরত বলিয়াছেন, "তোমরা এমত বলিও না যে, যদি কেহ আমার সহিত ভাল ব্যবহার করে, আমিও তাহার সহিত ভাল ব্যবহার করিব, এবং কেহ আমার সহিত মন্দ ব্যবহার করিলে আমিও তাহার সহিত মন্দ ব্যবহার করিব তোমাদের সহিত কেহ ভাল ব্যবহার করিলে তোমরাও ভাল ব্যবহার করিও এবং যদি কেহ মন্দ ব্যবহার করে, তাহা হইলেও মন্দ ব্যবহার না করিয়া বরং ভাল ব্যবহার করিও "

২ এক ব্যক্তি হজরত আয়শাকে পত্র লিখিল, "মাতঃ আমাকে সংক্ষেপে উপদেশ পত্র লিখুন " তিনি প্রত্যুত্তরে লিখিলেন, "হজরত পয়গম্বর উপদেশ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে প্রীত করার জন্য মনুষ্যগণের অত্যাচার সহ্য করে, আল্লাহ তাহাকে রক্ষা করেন, আর যে ব্যক্তি মনুষ্যগণকে প্রীত করার জন্য আল্লাহর অপ্রিয় কার্য্য করে, আল্লাহ তাহাকে মনুষ্যগণের হস্তে সমর্পণ করেন "

৩ "যে ব্যক্তি অত্যাচারীর সহায়, সে ইসলামচ্যুত হয় "

৪ "যে ব্যক্তি অন্যের উপর অত্যাচার করিয়া নিজের পরকাল নষ্ট করে এবং অন্যের জন্য ইহকালের সম্পদ উপার্জ্জন করে, সে ব্যক্তির পারলৌকিক স্থান অতি অধম "

৫ 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সমান ক্ষমতাপন্ন কাহারও বিদ্যমানতা প্রকাশক কার্য্য (অর্থাৎ শিরক) করে, তাহার পাপ আল্লাহ মার্জ্জনা করেন না ; অত্যাচারিত ব্যক্তি যাবত অত্যাচারের প্রতিশোধ প্রাপ্ত

না হয়, তবে আল্লাহ অত্যাচারীকে ক্ষমা করেন না, আমার বিরুদ্ধে কেহ কোনও পাপ করিলে তাহা ক্ষমা করা না করা আমার ইচ্ছাধীন ”

৬ “যাহার উপর অত্যাচার করা হইয়াছে, তাহার অভিসম্পাত ভয় করিও, কারণ তাহার যাহা ন্যায্য প্রাপ্য তাহাই সে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিতেছে ন্যায্য প্রাপ্য হইতে আল্লাহ কাহাকেও বঞ্চিত করেন না ”

৭ ‘অত্যাচারীর পাপের জন্য অপরকেও ভোগ করিতে হয় ”

---

(১২)

মন্দ কার্য্য নিবারণ এবং ভাল কার্য্য করণ।

১ একটি দৃষ্টান্ত: ‘এক জাহাজে অনেক লোক চড়িয়াছিল, কে নীচে থাকিবে, কে উপরে থাকিবে, তাহ সুরতি খেলিয়া ঠিক করা হইয়াছিল। নীচের লোকেরা জল তুলিবার জন্য উপরে যাইত, তাহাতে উপরের লোকদের কষ্ট হইত। নীচের লোকেরা কুড়াল দিয়া এক খানা তক্তাতে ছিদ্র করিতে লাগিল উপরের লোকেরা আসিয়া বলিতে লাগিল, তোমরা এ কি করিতেছ? তাহারা বলিল, আমাদের জলের আবশ্যক। এমত স্থলে যদি উপরের লোকেরা নীচের লোকদিগকে নিবারণ করে, উভয়ের মঙ্গল, নচেৎ উভয়ের অমঙ্গল ”

২ হজরত বলিয়াছেন, “কেয়ামতের দিবস কতক জনকে নরকে নিক্ষেপ করা হইবে, তখনই তাহাদের উদরের অন্ত্র সকল বাহির হইয়া পড়িবে, প্রত্যেকে স্ব স্ব অন্ত্রের চতুর্দ্দিকে যাতা পিষ কলের গর্দ্দভের

ন্যায় পুরিতে থাকিবে। নরকবাসিগণ তাহাদিগকে ঘেরিয়া ফেলিবে, এবং জিজ্ঞাসা করিবে ওহে তোমরা যে পৃথিবীতে আমাদিগকে ভাল কর্ম্ম করার উপদেশ করিতে? তাহারা বলিবে, আমরা সৎকর্ম্ম করার উপদেশ করিতাম কিন্তু নিজে তাহা করিতাম না, আমরা মন্দ কর্ম্ম ত্যাগ করিতে বলিতাম, কিন্তু নিজে তাহা ত্যাগ করিতাম না, এজন্য আমাদিগকেও নরকে আসিতে হইয়াছে।"

৩। "তোমরা মন্দ কর্ম্ম করিতে নিষেধ করিও, ভাল কর্ম্ম করার আদেশ করিও, যদি এইরূপ না কর, তাহা হইলে তোমরা শাস্তিগ্রস্ত হইবে। তখন যদি তোমরা সকাতরে উদ্ধারের প্রার্থনা কর, তাহা গ্রাহ্য হইবে না।"

৪। "যখন কেহ মন্দ কর্ম্ম করে, যে দর্শক তাহা দেখিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করে, সে তথায় ছিল না বলিয়া গণ্য হইবে, কিন্তু যে অনুপস্থিত ব্যক্তিগণ ঐ মন্দ কর্ম্মের জন্য সন্তোষ প্রকাশ করিবে, তাহারা ঐ মন্দ কর্ম্ম করার সময় উপস্থিত ছিল বলিয়া গণ্য হইবে।"

৫। "মন্দ কর্ম্ম বারণ করিবার ক্ষমতা না থাকিলে, অন্তরের সহিত ঐ কর্ম্ম ঘৃণা করিও।"

৬। "যে ব্যক্তি ক্ষমতা সত্ত্বেও মন্দ কর্ম্ম নিবারণ করে না, সে শাস্তি গ্রস্ত হয়।"

৭। "কোনও ব্যক্তি বিশেষের পাপ কার্য্য জন্য আল্লাহ্ অন্য ব্যক্তিগণকে শাস্তিগ্রস্ত করেন না, কিন্তু অন্য ব্যক্তিগণ যদি সক্ষম হইয়াও তাহা নিবারণ না করে তাহা হইলে সকলেই শাস্তিগ্রস্ত হয়।"

৮। "যখন কোনও দলের পাপ এবং দোষ সীমাতিক্রম করে, তখন আল্লাহ তাঁহাদিগকে ধ্বংস করিয়া ফেলেন।"

শারীরিক পীড়া এবং পীড়িতের তত্ত্ব গ্রহণ।

১ "যখন কেহ পীড়িত ব্যক্তির তত্ত্ব গ্রহণ করে, তখন আকাশ বাণী হয়, তুমি ইহ এবং পরকালে সন্তুষ্ট হও, তোমার আগমন তোমার কল্যাণ জনক হউক তুমি পারলৌকিক উচ্চ পদ লাভ করিলা।"

২ "ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দান করিও, রোগীর তত্ত্ব গ্রহণ করিও, বন্দিকে মুক্তি করিও।"

৩। "সপ্ত বিষয়, অর্থাৎ রোগীর তত্ত্ব গ্রহণ করিতে, মৃত ব্যক্তির জানাজার সঙ্গী হইতে কেহ হাঁচিলে আলহামদো বলিতে, কেহ সেলাম করিলে প্রতি সম্ভাষণ করিতে, কেহ নিমন্ত্রণ করিলে গমন করিতে, সক্ষম হইলে অক্ষম ব্যক্তির শপথ পূর্ণ করিতে, যাহার উপর অত্যাচার হইতেছে, তাহাকে রক্ষা করিতে, আমাদিগকে আদেশ করা হইয়াছে; এবং সপ্ত বিষয়, অর্থাৎ সোণার আংটী পরিতে, রেশমের, ইস্তব্রকের দেবাজের বসন পরিতে, রক্ত বর্ণ জীন পোষ, কিসৃসীন নামক বস্ত্র এবং স্বর্ণ পাত্র ব্যবহার করিতে আমাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছে।"

৪ "যখন প্রাতঃকালে কোনও ব্যক্তি পীড়িত ব্যক্তির তত্ত্ব গ্রহণ করে, তখন সপ্ততি সহস্র ফেরেশতা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাহার মঙ্গল কামনা করিতে থাকে; আর যখন সন্ধ্যার সময় কেহ পীড়িত ব্যক্তির তত্ত্ব গ্রহণ করে, তখন প্রাতঃ পর্য্যন্ত সপ্ততি সহস্র ফেরেশতা তাহার মঙ্গল কামনা করিতে থাকে।"

৫ পাপ পুণ্য বিচার কালে আল্লাহ বলিবেন, "হে আদম সন্তান,

আমি পীড়া ভোগ করিতে ছিলাম, তুমি আমার তত্ত্ব লও নাই।' সে বলিবে, "প্রভো, আমি তোমার তত্ত্ব লই নাই তাহার অর্থ কি? তুমি সমস্ত সৃষ্টির রক্ষাকর্ত্তা" তিনি বলিবেন, "আমার অমুক দাস পীড়িত হইয়াছিল, তাহা কি তুমি জান না? কিন্তু তথাপি তুমি তাহার তত্ত্ব লও নাই তুমি কি জান না যে তুমি যদি তাহার তত্ত্ব গ্রহণ করিতে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাকে তাহার নিকটেই পাইতে"

তিনি আর এক জনাকে বলিলেন, "হে আদম সন্তান, আমি তোমার নিকট অন্ন ভিক্ষা করিয়া ছিলাম, তুমি তথাপি আমাকে অন্ন দান কর নাই?" সে বলিবে, "প্রভো, তোমাকে অন্ন দান করিব তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না, তুমি যে সমস্ত সৃষ্টির রক্ষাকর্ত্তা" তিনি বলিবেন, "তুমি কি জাননা, আমার অমুক দাস তোমার নিকট অন্ন যাচ্ঞা করিয়াছিল, তুমি সেই ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দান কর নাই, তুমি কি জান না যদি তুমি তাহাকে অন্নদান করিতে, তাহার বিনিময় আমার নিকট পাইতে"

তিনি আর এক জনকে বলিবেন, 'হে আদম সন্তান আমি তৃষ্ণাতুর হইয়া তোমার নিকট জল চাহিয়াছিলাম, তুমি আমাকে জল দাও নাই" সে বলিবে, "প্রভো, সে কেমন কথা? তুমি যে সমস্ত পৃথিবীর পালনকর্ত্তা" তিনি বলিবেন, "আমার অমুক দাস তৃষ্ণাতুর অবস্থায় তোমার নিকট জল চাহিয়াছিল, তুমি তাহাকে জল দাও নাই, তুমি কি জান না, তাহাকে জল দান করিলে তাহার বিনিময় আমার নিকট পাইতে?"

৬। "যখন তাহার কোনও দাস সুপথে চলা কালে পীড়াগ্রস্ত হয়, তখন তাহার কর্ম্ম লেখক ফেরেশ্‌তাগণকে বলা হয়, যাবত আমার এই দাস পীড়ামুক্ত বা প্রাণ বিমুক্ত না হয়, তাবত তাহার আরব্ধ সুকর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিতে থাকিও"

৭ "যে ব্যক্তি যত অধিক কষ্ট প্রাপ্ত হয় সে ব্যক্তি তত বড় পুরস্কার লাভ করে "

৮ 'আল্লাহ পরায়ণ ব্যক্তি যখন কোনও দুঃখ, কষ্ট, চিন্তা, অভাব বা পীড়াগ্রস্ত হয়, যদি তাহার পায়ে কাটাও বিদ্ধ হয়, আল্লাহ তদ্বারা তাহার পাপ দূর করিয়া দেন "

৯ 'ইস্‌লাম গ্রহণকারী নর নারী যাবত তাঁহার সহিত সম্মিলিত না হয়, তাবত স্বকীয়, স্ব সন্তানের, স্ব ধনের অমঙ্গল দর্শন করিতে থাকে ; তার পর যখন আল্লাহর সহিত সংমিলিত হয়, তখন তাহার পাপের লেশ মাত্র থাকে না "

১০। "আমাদের প্রতিপালক পবিত্র এবং মহান্ আল্লাহ বলিতেছেন, 'আমার মর্য্যাদার শপথ, যাহাকে আমি পাপ মুক্ত করার ইচ্ছা করি, যাবত তাহার শারীরিক পীড়া এবং অসচ্ছলতা দ্বারা তাহার স্কন্ধ হইতে সমস্ত পাপ নামাইয়া না দেই, তাবত তাহাকে এই পৃথিবী হইতে নিষ্ক্রান্ত করি না "

১১। "পাপাচরণ করা স্বত্বেও যাহাকে আল্লাহ তাহার মন মত (ধন, সম্পদ, স্বাস্থ্য প্রভৃতি) সমস্তই দান করেন, জানিও যে আল্লাহ তাহাকে ক্রমে ক্রমে ধ্বংস করিতেছেন আল্লাহ বলিয়াছেন, 'যে বিষয় তাহাদিগকে সতর্ক করা গিয়াছে, যখন তাহারা তাহা ভুলিয়া গেল, তখন আমি প্রত্যেক (সম্পদের) দ্বার তাহাদের জন্য খুলিয়া দিলাম ; যাহা তাহাদিগকে দিলাম, তজ্জন্য যখন তাহারা আনন্দ করিতে লাগিল, তখন হঠাৎ তাহাদিগকে ধ্বংস করিলাম, তার পর তাহারা একেবারে আশা হীন হইয়া গেল "

بسم الله الرحمن الرحيم

[illegible]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

(১)

জ্ঞান এবং বিদ্যার্জ্জন, তাহার সুব্যবহার এবং অপব্যবহার।

১। "যে স্থান হইতে হউক না কেন জ্ঞানোপার্জ্জন করিবে।"

২। "এক শত জন উপাসনারত ব্যক্তিকে পরাজয় করা অপেক্ষা এক জন জ্ঞানীকে পরাজয় করা শয়তানের পক্ষে দুষ্কর।"

৩। "জ্ঞানোপার্জ্জন করা সমস্ত মুসলমান নর নারীর জন্য কর্ত্তব্য করিয়া দেওয়া হইয়াছে।"

৪। "যে ব্যক্তি যাহার অযোগ্য, তাহার নিকট তেমন জ্ঞানের কথা বলা, আর মণি মুক্তা সুবর্ণ নির্ম্মিত হার শূকরের গলায় পরাইয়া দেওয়া এক সমান।"

৫ "যে ব্যক্তি জ্ঞানোপার্জ্জন করার পথে চলে, তাহার জন্য জন্নত লাভের পথ আল্লাহ সহজ করিয়া দেন।"

৬ "জ্ঞানের আধিক্য উপাসনা করার আধিক্য হইতে উৎকৃষ্ট, পাপ বর্জ্জন করাই ধর্ম্মের মূল।"

৭ "রাত্রির কিয়দংশ জ্ঞানোপার্জ্জনে এবং জ্ঞান শিক্ষা দানে যাপন করা, সমস্ত রাত্রি উপাসনাতে যাপন করা হইতে উৎকৃষ্ট।"

৮। এক জন ধর্ম্ম শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট পঞ্চ নমাজ পড়িত এবং অন্য ব্যক্তিগণকে শিক্ষা দিত, আর এক জন সমস্ত দিবস রোজা করিত এবং সমস্ত রাত্রি নমাজ পড়িত। হজরত বলিলেন, "আমি যেমন তোমাদের মধ্যে সকল ব্যক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ এই শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি এই উপাসনারত ব্যক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ।"

৯ "যে ব্যক্তি জ্ঞানোপার্জ্জন করে এবং জ্ঞান বিস্তার করে, কেয়ামতের দিবস সে ব্যক্তি এক জন মহ মহিমান্বিত নেতার ন্যায় প্রকাশিত হইবে।"

১০ হজরত মস্‌জিদে আগমন করিলেন, দেখিতে পাইলেন, দুই দল দুই স্থানে বসিয়াছে, এক দল আল্লাহর উপাসনায় রত, অন্য দল জ্ঞানের চর্চ্চায় এবং শিক্ষা দান কার্য্যে নিযুক্ত। তিনি বলিলেন, "উভয় দল ভাল কার্য্যে লিপ্ত রহিয়াছেন, কিন্তু যাহারা জ্ঞানালোচনা এবং জ্ঞান শিক্ষা দিতে নিযুক্ত, সে দল উপাসকবৃন্দ হইতে শ্রেষ্ঠ, আল্লাহ আমাকে জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্যই পাঠাইয়াছেন।" তিনি জ্ঞানীদের দলেই উপবিষ্ট হইলেন।

১১ "যে ব্যক্তি বিদ্যার্জ্জনের জন্য বাহির হয়, যাবত সে ফিরিয়া না আসে, তাবত আল্লাহর পথেই আছে বলিয়া গণ্য হয়।"

১২। "জ্ঞানাভিলাষী এবং সংসারাভিলাষী কখনও তৃপ্ত হয় না।

জ্ঞানার্থী দয়াময়ের প্রসন্নতা বৃদ্ধি করিতে থাকে, সংসারার্থী তাহার অবাধ্যতার আধিক্য বৃদ্ধি করিতে থাকে ”

১৩ “ভুলিয়া যাওয়াই বিদ্যার শত্রু, তাহা অপাত্রে দান করা, তাহা নষ্ট করার সমান ”

১৪ ‘যে বিদ্বান্ ব্যক্তি তাহার বিদ্যার অপব্যবহার করে, সে অধমের অধম ; যে বিদ্বান্ ব্যক্তি তাহার বিদ্যার সদ্ব্যবহার করে, সে উত্তমের উত্তম ”

১৫ “তোমরা বিদ্যা উপার্জ্জন করিও, এবং তাহা মনুষ্যগণকে শিক্ষা দিও ”

১৬ “যে ব্যক্তি বিদ্যা লাভ করিয়া তাহার সুফল ভোগ করে না, তাহার বিদ্যা সিন্দুকে বদ্ধ ধনের সমান ”

১৭ “জ্ঞানী ব্যক্তি উপাসনারত ব্যক্তি হইতে তদ্রূপ শ্রেষ্ঠ, যেমন হজরত পয়গম্বর অন্য ব্যক্তিগণ হইতে শ্রেষ্ঠ ”

১৮ “যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে সুপ্রথা প্রচলিত করে, সে তাহার এবং অন্য ব্যক্তিগণ তন্মতে চলা প্রযুক্ত তাহারও পুণ্য ফল ভোগ করে যে ব্যক্তি কুপ্রথা প্রচলিত করে, সে ব্যক্তি তাহার এবং অন্য ব্যক্তিগণ তন্মতে চলা প্রযুক্ত তাহারও পাপ ফল ভোগ করে ”

১৯। ‘যে ব্যক্তির বিদ্যার জন্য অন্য ব্যক্তিগণ লাভবান হয়, সে মরণান্তরও সুকর্ম্মার্জ্জন করিতে থাকে ”

২০ অন্য ধর্ম্মাবলম্বিগণের ভাষা যথা হিব্রু এবং সিরীয় ভাষা শিক্ষার জন্য হজরত পয়গম্বর, হজরত জয়েদকে আদেশ করিয়া ছিলেন

২১ “আমার নিকট যাহা শুনিতেছ, তাহার অল্প হইলেও অন্যের নিকট পঁহুছাইয়া দাও, এবং য়িহুদীগণের নিকট যে (জ্ঞানের) কথা শুন, তাহাও শিক্ষা দাও এইরূপ করাতে দোষ নাই ’

২২। "যে ব্যক্তি বিদ্যা শিক্ষা করে এবং তাহা শিক্ষা দেয়, যে উত্তরাধিকারীদের জন্য কোরআন রাখিয়া যায়, যে মসজিদ কিম্বা সেতু নির্ম্মাণ করে, যে সাধু সন্তান রাখিয়া মরে, সে ব্যক্তি মরণের পরেও পুণ্যার্জ্জন করিতে থাকে।"

২৩ "ভাষাতে মুগ্ধ করার শক্তি আছে, (তাহার অপব্যবহার অনুচিত)।"

২৪ "অনেক কাব্য জ্ঞান পূর্ণ," (তদ্ব্যতীত অন্য কাব্য আদরণীয় নহে।)

২৫ "যাহারা অতি রঞ্জিত বা বিকৃত করিয়া কোনও বিষয় বর্ণনা করে, তাহারা বিনষ্ট হয়।"

২৬ "মন্দ পদ্য দ্বারা উদর পূর্ণ করা অপেক্ষা দুর্গন্ধ পুয দ্বারা উদর পূর্ণ করা ভাল।"

২৭ "(বিদ্যার ব্যবহার সম্বন্ধে) যাহাদের আচরণ অনিন্দনীয়, পাপ পুণ্যের বিচারের দিবস তাহারা আমার অতি প্রিয়, অতি নিকটবর্ত্তী হইবে। যাহাদের আচরণ সত্য বিকৃত, অতি রঞ্জিত, অসংযত, লেখার বা বলার দোষে দূষিত, তাহারাই আমার অতি অপ্রিয় এবং অতি দূরবর্ত্তী হইবে।"

২৮। "যেমন পশু সকল জিহ্বা দ্বারা তাহাদের উদর পালন করে, যখন এক দল লোক (মিথ্যা কথা বলিয়া, নিন্দাবাদ, চাটুকারিতা, দূষিত বক্তৃতা করিয়া) জিহ্বা দ্বারা উদর পোষণ করিবে, তখন শেষ সময় নিকটবর্ত্তী হইবে।"

২৯ "যে কবিতা দূষিত নহে, তাহা ভাল, যাহা দূষিত, তাহা মন্দ।"

৩০। হজরত এইরূপ প্রার্থনা করিতেন, "হে আল্লাহ যে বিদ্যা

লাভ জনক, যে কার্য্য তোমার মনোনীত তাহা করবার ক্ষমতা, যে ধন সৎ স্বভাবে উপার্জ্জিত তাহা, এবং স্বাস্থ্য, ধর্ম্মভীরুতা এবং বিশ্বস্ততা, সৎ স্বভাব, যাহা আমার ভাগ্যে দিয়াছ তাহাতে সন্তুষ্ট থাকার শক্তি, ইহা সমস্ত আমাকে প্রদান কর আমার আন্তরিক ভাব, আমার বাহ্যিক ভাব হইতে ভাল কর, এবং আমার বাহ্যিক ভাব নির্দ্দোষ কর"

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রভু কথা।

—o—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—o—

জীবিকার্জ্জন, বৈধ এবং অবৈধ অর্জ্জন।

১। "সদুপায়ে জীবিকা উপার্জ্জন করা আল্লাহ কর্ত্তব্য করিয়া দিয়াছেন"

২। "যে অন্ন হস্ত পরিচালনা করিয়া উপার্জ্জন করা হয়, তাহা

হইতে উৎকৃষ্ট অন্ন কেহ উদরস্থ করিতে পারে না আল্লাহর নবী দাউদ হস্ত দ্বারা তাঁহার উদরান্নের সংস্থান করিতেন ”

৩ “আল্লাহ্ স্বয়ং পবিত্র, যাহা অপবিত্র তাহা তিনি গ্রহণ করেন না তিনি পয়গম্বরগণকে এবং সর্ব্ব সাধারণকে বৈধ এবং বৈধ উপায়ে লব্ধ বস্তু আহার করার এবং নির্দ্দোষ কর্ম্ম করার আদেশ করিয়াছেন ”

৪ ‘এক ব্যক্তির কেশ বিশৃঙ্খল, ধূলি ধূসরিত, (হজ্জ করার জন্য) পথ চলিতে চলিতে হস্ত ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া, হে দয়াময়, হে দয়াময় বলিয়া প্রার্থনা করিতেছিল, তাহার নিকট যে খাদ্য ছিল, তাহা অসৎ উপায়ে অর্জ্জিত, তাহার পানীয় অসৎ উপায়ে অর্জ্জিত, তাহার বস্ত্র অসৎ উপায় লব্ধ, সে অসৎ উপায়ে অর্জ্জিত অর্থের দ্বারা প্রতিপালিত ইহার প্রার্থনা কি কখনও গ্রাহ্য হইতে পারে ?

৫। “যাহা তোমরা পরিশ্রম দ্বারা উপার্জ্জন করিয়া উদরস্থ কর, তাহা বৈধ। তোমাদের সন্তানগণ পরিশ্রম লব্ধ ধন মধ্যে গণ্য ”

৬ ‘অসৎ উপায়ে অর্জ্জিত ধন দান করিলে আল্লাহ তাহা গ্রহণ করেন না অপবিত্রতা, অপবিত্রতা দূর করে না, যাহা ভাল, তাহা মন্দ দূর করে ”

৭ “অসৎ উপায়ে লব্ধ বস্তু দ্বারা বর্দ্ধিত মাংস কখনও জন্নত প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু নরকাগ্নিতে পরিবর্ত্তিত হয় ”

৮ হজরত পয়গম্বর বলিলেন, “হে ওয়াবেসাত, ভাল কি, মন্দ কি, তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ ? তোমার এই স্থানকে, তোমার এই স্থানকে, তোমার এই স্থানকে, (তোমার এই হৃদয়কে) জিজ্ঞাসা কর যে কার্য্য করিলে তোমার হৃদয় নিশ্চিন্ত হয়, তাহাই ভাল। আর যদি লোকেরা অন্যরূপ বলে, যাহা তোমার মনকে দুঃখিত করে, তোমার হৃদয়কে অস্থির করে, তাহাই মন্দ ”

"দশ মুদ্রা মূল্যে যদি কেহ বস্ত্র ক্রয় করে, আর তাহার মধ্যে অবৈধ ভাবে অর্জ্জিত একটী মুদ্রাও থাকে, তাহা হইলে যাবত ঐ বস্ত্র শরীরে থাকে, তাবত তাহার নমাজ কবুল হয় না।"

১০ এক জন জিজ্ঞাসা করিল, "হজরত কোন ব্যবসা বৈধ?" তিনি বলিলেন, "হস্ত দ্বারা এবং নির্দ্দোষ ক্রয় বিক্রয় (বাণিজ্য) দ্বারা উপার্জ্জনই বৈধ ব্যবসা।"

১১ "যে বণিক সত্যবাদী, বিশ্বস্ত, তাহার পারলৌকিক মর্য্যাদা নবী, সিদ্দিক, শহিদগণের সমান।"

১২ "ধর্ম্মভীরু, সুকর্ম্মকারী, সত্যবাদী বণিক ব্যতীত অন্য বণিকগণকে, পাপ পুণ্য বিচারের কালে প্রতারকগণের দলে সমবেত করা হইবে।"

১৩ মেকদাম দুগ্ধ বিক্রয়ের ব্যবসা করিতেন, এক জন দাসী তাহা বিক্রয় করিত ও তাহার মূল্য তাঁহাকে আনিয়া দিত। তাঁহাকে উপহাস করিয়া বলা হইল, "বেশ, বেশ, দুগ্ধ বিক্রয় করিতেছ এবং তাহার মূল্য গ্রহণ করিতেছ?" তিনি বলিলেন 'তাহাতে কোনও দোষ নাই, হজরত পয়গম্বর বলিয়াছেন, 'এমত এক সময় আসিবে যে, নির্দ্দোষ ব্যবসাকেও লোকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবে, (তখন) যাহার স্বর্ণ এবং রৌপ্য আছে, তাহাকেই সম্মান করিবে।"

১৪ "যে ব্যক্তির অবস্থা অসচ্ছল, তাহাকে ঋণ পরিশোধের সময় দিলে, কিম্বা তাহা হইতে মুক্ত করিয়া দিলে, আল্লাহ তাহার উপর আপন অনুগ্রহের ছায়া বিস্তার করেন।"

১৫ "যে ব্যক্তি শহিদ হইয়াছে, আল্লাহ তাহার সমস্ত পাপ মার্জ্জনা করেন, কিন্তু ঋণ পরিশোধ না করার পাপ মার্জ্জনা করেন না।"

১৬ "এক জনের নিকট মৃত্যুর দূত উপস্থিত হইল, তাহাকে

জিজ্ঞাসা করা হইল, তুমি কি কোনও পুণ্য কর্ম্ম করিয়াছ ?" সে বলিল, "কোনও পুণ্য কর্ম্ম করিয়াছি কি না জানি না ' দূত বলিল 'স্মরণ করিয়া দেখ ' সে বলিল, 'আমি বাণিজ্য ব্যবসা করিতাম, যে তাহার দেয় সহজে দিতে পারিত না, তাহাকে সময় দিতাম, যে অক্ষম হইত, তাহাকে ছাড়িয়া দিতাম।' এইরূপ সদয় ব্যবহারের জন্য আল্লাহ তাহাকে জন্নতে স্থান প্রদান করিলেন "

১৭ "মদ্যকে, মদ্য পান কারীকে, মদ্য ক্রয় কারীকে, মদ্য প্রস্তুত কারীকে, যে মদ্য প্রস্তুত করায় তাহাকে, যে তাহা বহন করে তাহাকে, যাহার নিকট বহন করিয়া লইয়া যায় তাহাকে, ইহাদের প্রত্যেককে আল্লাহ অভিসম্পাত করিয়াছেন "

১৮ "কেহ যদি অন্যের এক বিঘত পরিমাণ ভূমি অন্যায় করিয়া লয়, পাপ পুণ্য বিচারের কালে ঐ ভূমিকে সপ্ত পৃথিবীর সমান করিয়া তাহার গলায় পরাইয়া দেওয়া হইবে "

১৯ হজরত উমরকে এক জন দুগ্ধ পান করিতে দিল, তাহা তাঁহাকে অতি সুস্বাদ বোধ হইল তিনি জানিতে চাহিলেন তাহা কোথা হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহারা জ্ঞাত করিল, তাহা দীন দরিদ্রদিগের উপকারার্থে দান করা উষ্ট্রীর দুগ্ধ হজরত উমর তৎক্ষণাৎ তাহা বোমি করিয়া ফেলিলেন (ভিক্ষা দত্ত বস্তু পান আহার করা সক্ষম ব্যক্তির পক্ষে অতি ঘৃণ্য)

২০ "যেমন ভাবে উচিত তেমন ভাবে যদি তোমরা আল্লাহর উপর নির্ভর কর, তাহা হইলে তিনি পাখী সকলকে যে ভাবে জীবিকা প্রদান করেন, তোমাদিগকেও তদ্রূপ জীবিকা প্রদান করিবেন। তাহারা (পাখীরা) প্রাতঃকালে ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায় বাহির হইয়া যায়, কিন্তু সন্ধ্যার সময় উদর পূর্ণ করিয়া ফিরিয়া আসে ?"

২১ হজরত পয়গম্বর বলিয়াছেন, "হে মনুষ্যগণ, যাহা তোমাদিগকে জন্নতের নিকটবর্ত্তী করে এবং জহীম হইতে দূরে রাখে, তাহা সমস্ত করিতে আমি তোমাদিগকে আদেশ করিয়াছি যাহা নরকের নিকটবর্ত্তী করে এবং স্বর্গ হইতে দূরে রাখে, তাহা সমস্ত করিতে আমি তোমাদিগকে নিষেধ করিয়াছি। পবিত্র আত্মা আমার মনে উদয় করিয়া দিতেছেন, যাবত কোনও প্রাণ তাহার সমস্ত ভোগ্য বস্তু সম্ভোগ করে না, তাবত সে মরে না, এমত স্থলে সাবধান, আল্লাহকে ভয় করিও, যদি তোমার জীবিকা অবরুদ্ধ থাকে তাহা হইলে আল্লাহর অপ্রিয় উপায়ে তাহা লাভ করিও না, ফলতঃ বিশুদ্ধ জীবিকা, যাহা তিনি প্রদান করেন, তাঁহার অবাধ্যাচরণ দ্বারা তাহা লাভ করা যাইতে পারে না "

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রিয় কথা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

(১)

সৎব্যয়, দান, খয়রাত।

১। "তোমার উপর যাহার ভরণ পোষণের ভার, তাহা হইতে অর্থ ব্যয় করা আরম্ভ করিও নিশ্চিন্তভাব অবস্থায় দান করিও।"

২ "পুণ্যার্জ্জন বিশ্বাসে আপন পরিবার বর্গের জন্য ব্যয়, পরোপকারার্থে দান করার সমান "

৩ "যে মুদ্রা তুমি আল্লাহর পথে ব্যয় করিয়াছ, যে মুদ্রা তুমি দাস গণের মুক্তি জন্য ব্যয় করিয়াছ, যে মুদ্রা তুমি অভাব গ্রস্তকে ভিক্ষা দিয়াছ, যে মুদ্রা তুমি পরিবার বর্গের জন্য ব্যয় করিয়াছ, তন্মধ্যে শেষোক্ত মুদ্রাটি দ্বারা তুমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পুণ্যার্জ্জন করিয়াছ।"

৪। "সন্তান সন্ততির জন্য ব্যয় করা পুণ্য কার্য্য।"

৫ "আত্মীয় স্বগণের জন্য ব্যয় করা দুইটি পুণ্য কার্য্যের সমান, একটি দান, অন্যটি আত্মীয়তার সম্মান "

৬। "আশুরার (পুণ্য রাত্রিতে) যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপাল্য গণের জন্য প্রচুর ব্যয় করে, আল্লাহ্ সমস্ত বৎসর তাহাকে প্রাচুর্য্য প্রদান করেন।" সুফিয়ান বলিয়াছেন, "আমি পরীক্ষা করিয়া ইহা সত্য প্রাপ্ত হইয়াছি "

৭ "কোনও ব্যক্তির সেই মুদ্রাটিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট—যাহা সে তাহার পোষ্য বর্গের,—যাহা সে তাহার পশু বর্গের—যাহা সে তাহার সঙ্গীগণের [redacted] ব্যয় করে।"

৮। আবদুল্লাহর স্ত্রী জয়নব বলিয়াছেন, "আল্লাহর রসুল আদেশ করিলেন, 'হে স্ত্রীলোকগণ, তোমাদের অলঙ্কার দিয়াও দান করিও ' তাহা শুনিয়া আমি আবদুল্লাহর নিকট আসিয়া বলিলাম, আপনি অভাব গ্রস্ত, হজরত আমাদিগকে দান করিতে বলিয়াছেন, আপনি জিজ্ঞাসা করিয়া আসুন আপনাদিগকে যদি আমি দান করি তাহা পুণ্য কার্য্য হইবে কি না? যদি অন্যরূপ হয় আমি অন্য ব্যক্তিকে দান করিব।" আবদুল্লাহ বলিলেন, বরং 'তুমি গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া আস।' "আমি তাঁহার নিকট গেলাম, তাঁহার দুয়ারে আর একটী স্ত্রীলোক দেখিতে পাইলাম, আমাদের উভয়েরই একই উদ্দেশ্য আমরা সসম্ভ্রমে দুয়ারে দাঁড়াইয়া থাকিলাম বেলালের সহিত দেখা হইল, তাঁহাকে বলিলাম হজরতকে জিজ্ঞাসা কর, দুই জন স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিতেছে, তাহাদের স্বামীগণকে এবং মাতৃহীন যে সন্তান গণকে তাহারা প্রতিপালন করিতেছে তাহাদিগকে দান করিলে তাহা পুণ্য কার্য্য হইবে কি না? বেলাল হজরতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি বলিলেন,

'তাহাদের কার্য্য দুইটি পুণ্য কার্যের সমান, একটি আত্মীয়তার কর্ত্তব্যতা, অন্যটি অভাবগ্রস্তকে দান।"

৯ মৈমুনা বর্ণনা করিয়াছেন, "আমি একটি দাসীকে মুক্ত করিয়া হজরতকে জ্ঞাত করিলাম, তিনি বলিলেন, 'যদি তুমি তাহাকে তোমার কোনও আত্মীয়কে দান করিতে, তাহা হইলে ইহা হইতেও মহৎ পুণ্য হইত "

১০ কিরূপে সৎ ব্যয় করিবে, সেই উদ্দেশে এক জন হজরতকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার নিকট একটি দিনার আছে।" তিনি বলিলেন, "তাহা তোমার আপন আবশ্যকতার জন্য ব্যয় কর।" সে বলিল, "আমার আরও একটি দিনার আছে " তিনি বলিলেন, "তাহা তোমার পিতা মাতার জন্য ব্যয় কর " সে বলিল "আমার আরও একটি দিনার আছে।" তিনি বলিলেন, "তাহা তোমার পরিবার বর্গের জন্য ব্যয় কর " সে বলিল, "আমার আরও একটি দিনার আছে " তিনি বলিলেন, 'তাহা তোমার পরিচারক বর্গের জন্য ব্যয় কর।'' সে বলিল "আমার আরও একটি দিনার আছে " হজরত বলিলেন, "যে কোনও ভাল কার্য্যের জন্য ইহা ব্যয় করিতে পার।"

১১ "ধন হরিৎ (ক্ষেত্রের ন্যায় নয়নের তৃপ্তি কর, অতি) মিষ্ট ; যে ব্যক্তি তাহা সৎ ব্যয় করায় মানসে সঞ্চয় করে, তাহার কল্যাণ হয়, যে তাহা যথা স্থলে ব্যয় না করিয়া কার্পণ্য করে, তাহার অকল্যাণ হয়।"

১২ 'সকল মুসলমানেরই দান করা কর্ত্তব্য। যদি দান করার কিছু না থাকে, তাহা হইলে উভয় হস্ত দ্বারা উপার্জ্জন করা উচিত, ইহাতে তাহার এবং অন্যেরও উপকার। যদি তাহাও করিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে শোকার্ত্ত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা প্রদান করুক। যদি

তাহাও না করে, তাহা হইলে ভাল কাজ করার উপদেশ করুক। যদি তাহাও করিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে নিজকে মন্দ কর্ম্ম হইতে দূরে রাখুক সমস্ত ভাল কর্ম্ম দান করার সমান পুণ্য কার্য্য।"

১৩ "খয়রাত, (অর্থাৎ পরোপকারার্থে দান,) প্রতিপালন কর্ত্তা আল্লাহর অসন্তোষ দূর করে।"

১৪। "সমস্ত সুকার্য্য দান করার সমান পুণ্য জনক"

১৫। 'তোমার ভ্রাতার সহিত সহাস্য বদনে দেখা করার ন্যায় ভাল কর্ম্মকেও তুচ্ছ মনে করিও না।"

১৬ 'দুই জনার মধ্যে বিবাদ দূর করিয়া দেওয়া, কাহাকেও ঘোড়ায় চড়ার জন্য সাহায্য করা, কাহারও দ্রব্য উঠাইয়া দেওয়া, ভাল কথা বলা, মসজিদে গমন জন্য প্রত্যেক পদক্ষেপ, পথ হইতে কাঁটা সরাইয়া ফেলা, ইহার প্রত্যেকটি সুকার্য্য দান করার সমান পুণ্য জনক"

১৭ "তোমরা পরস্পরকে সালাম সম্ভাষণ করিও, পরস্পরকে নিমন্ত্রণ করিও, আত্মীয় স্বজনের সহিত সাধু ব্যবহার করিও, যখন অন্যে নিদ্রিত, তখন নমাজ পড়িও"

১৮। "কাহাকেও গালাগালি করিও না, অতি তুচ্ছ ভাল কাজকেও তুচ্ছ মনে করিও না, তোমার ইজার দীর্ঘ প্রস্তু করিয়া অহঙ্কার করিও না, যদি কেহ তোমাকে গালাগালি করে, তোমাকে হেয় করিবার জন্য তোমার নিন্দা বাদ করে, তুমি তাহাকে গালাগালি বা তাহার নিন্দা বাদ করিও না।"

১৯। "মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি প্রাণী বর্গের জন্য বৃক্ষ রোপণ, ক্ষেত্র বপন করা দাতব্য করার সমান পুণ্য জনক।"

২০। "একটি পাপিষ্ঠা স্ত্রীলোক কোনও স্থানে যাইতেছিল, সে

দেখিতে পাইল একটি কুকুর কূপের নিকট দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তৃষ্ণায় তাহার জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িয়াছে কুকুরটির মুমূর্ষু অবস্থা। স্ত্রীলোকটি তাহার পায়ের চামড়ার মোজা খুলিল, তাহার চাদর দড়ির মত করিয়া মোজা ভরা জল তুলিল, কুকুরটিকে তাহা পান করাইল এই সুকার্য্যের জন্য আল্লাহ তাহার পাপ ধ্বংস করিয়া দিলেন" লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, "প্রভো পশুর প্রতি দয়া করিলেও কি পুণ্য কার্য্য হয়?" তিনি বলিলেন, "যাহা সমস্ত প্রাণ যুক্ত, তাহাদের প্রতি দয়া করা পুণ্য কার্য্য"

২১ একটি স্ত্রীলোক বিড়াল বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, তাহাকে আহার করার কিছুই দিয়াছিল না, যাহাতে কীট পতঙ্গাদি খাইয়া জীবন রক্ষা করিতে পারে তজ্জন্য তাহাকে ছাড়িয়া দেয় নাই এইরূপে বিড়ালটি মরিয়া গেল হজরত পয়গম্বর দেখিতে পাইলেন, ঐ স্ত্রীলোকটি নরকে বাস করিতেছে

২২। ফেরেশ্তাগণ নিবেদন করিল, "হে আল্লাহ, পর্ব্বত হইতেও গুরু কি কিছু আছে?" আল্লাহ বলিলেন, "হাঁ তাহা লৌহ।" তাহারা আবার জিজ্ঞাসা করিল, "লৌহ হইতেও গুরু কি কিছু আছে?" তিনি বলিলেন, 'হাঁ তাহা অগ্নি" তাহারা বলিল, "অগ্নি হইতেও গুরু কি?" তিনি বলিলেন, "তাহা জল।" "তাহা হইতেও গুরু কি?" তিনি বলিলেন, 'তাহা বায়ু" তাহারা নিবেদন করিল, "প্রভো, তাহা হইতেও গুরু কাহাকেও কি সৃজন করিয়াছেন?" আল্লাহ বলিলেন, "হাঁ, যে আদম সন্তান দক্ষিণ হস্ত দিয়া দান করে, কিন্তু বাম হস্তও তাহা জানিতে পারে না, সে তাহা হইতেও গুরু" ৯

(২)

ভিক্ষা করণ।

১। "যে ব্যক্তি সঞ্চয় করার কামনায় যাচিঞা করে, সে অগ্নিও অঙ্গার ভিক্ষা করে।"

২। 'যদি আমার নিকট কেহ প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হয় সে ভিক্ষা করিবে না, আমিও তাহার সহিত প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইব যে সে স্বর্গও লাভ করিবে"

৩ 'উর্দ্ধ দিকের অর্থাৎ দাতার হস্ত, অধঃ দিকের, অর্থাৎ ভিক্ষুকের হস্ত হইতে উৎকৃষ্ট"

৪ "বরং পৃষ্ঠে কাষ্ঠ বহন করিয়া জীবিকার্জ্জন করা ভাল, তথাপি ভিক্ষা করার মত ঘৃণ্য কার্য্য করা উচিত নহে।"

৫। "যে অভাবগ্রস্ত নহে, যাহার শরীর সুস্থ, তাহার জন্য ভিক্ষা করা পাপ। যে অভাবগ্রস্ত হইয়া অতি হীন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, যে সাধ্যাতীত ঋণগ্রস্ত, সে ভিক্ষা করিতে পারে। যে ধন বৃদ্ধি করিবার মানসে অন্যের নিকট ভিক্ষা করে, পাপ পুণ্য বিচারের কালে ঐ কার্য্য তাহার মুখে ক্ষত স্বরূপ প্রকাশিত হইবে, সে নরকের জ্বলন্ত প্রস্তর ভক্ষণ করিবে, এমত স্থলে যাহার ইচ্ছা হয় সে তাহার পাপ লঘু করুক, কিম্বা গুরু করুক"

৬ যাচিঞা না করা সম্বন্ধে হজরত লোকদিগকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিতেছিলেন, আবি জরীন বলিলেন "আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম" হজরত বলিলেন, "হে আবি জরীন, যদি তোমার হস্ত হইতে ঘোড়ার

চাবুক পড়িয়া যায়, ঘোড়া হইতে নামিয়া উহা তুলিয়া লইও, তথাপি অন্যের সাহায্য-প্রার্থী হইও না।"

৭। এক জন ভিক্ষুক হজরতের নিকট ভিক্ষা-প্রার্থী হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ঘরে কি কিছুই নাই?" সে বলিল, "হাঁ এক খানা কম্বল আছে, তার আধখানাতে শুই, আর অন্য আধখানা উড়ি, আর একটী বাটী আছে, তাহা দিয়া জল পান করি।" হজরত তাহাকে ঐ বস্তু দুইটী আনিতে বলিলেন। হজরত তাহা হাতে লইয়া বলিতে লাগিলেন, "কেহ কি ইহা ক্রয় করিবে?" এক জন বলিল, আমি ইহা এক দরহমে ক্রয় করিব।" তিনি তিনবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেহ কি এক দরহমের বেশী দিতে প্রস্তুত আছ?" অবশেষে তাহা দুই দরহমে বিক্রীত হইল। তিনি ভিক্ষার্থীকে ঐ দুইটী দরহম দিয়া বলিলেন, "এক দরহম দিয়া একটী কুড়ালি ক্রয় কর, আর এক দরহম তোমার জন্য ব্যয় কর; কাঠ কাটিয়া বেচিতে থাক, দুই সপ্তাহ পর আমার সহিত দেখা করিও।" দুই সপ্তাহ পর দশ দরহম সহ সেই ব্যক্তি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। হজরত পয়গম্বর বলিলেন, "ভিক্ষা করা অপেক্ষা ইহাই ভাল।"

بسم الله الرحمن الرحيم

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—o—

অন্ন, পানীয়, বসন, ভূষণ, পরিচ্ছন্নতা।

(১)

অন্ন

১। "তোমাদের খাদ্য মাপ করিয়া দিও, তাহাতে সচ্ছলতা হইবে।"

২। "অধিক আহার করিলে অনিষ্ট হয়।"

"আহারারম্ভে আল্লাহর নাম করিও, আহারান্তে তাঁহার প্রশংসাবাদ করিও।"

"ইসলাম পরায়ণ ব্যক্তি এক অন্ত্র দিয়া (অর্থাৎ অল্প) আহার করে।"

"দুই জনার আহার্য্য তিন জনার জন্য প্রচুর, এবং তিন জনার আহার্য্য চারি জনার জন্য যথেষ্ট।"

৬ "আল্লাহ্‌তে এবং পাপ পুণ্যের বিচারের দিনে যাহার বিশ্বাস, স তাহার অতিথির সম্মান করুক, সে ভাল কথা বলুক, নয় মৌন হইয়া াকুক। সে প্রতিবাসিগণকে পীড়ন না করুক, আত্মীয় স্বগণের প্রতি াদর ব্যবহার করুক।"

৭ "আল্লাহ তোমাদিগকে যে সকল উৎকৃষ্ট বস্তু দান করিয়াছেন, তোমরা তাহার কিরূপ ব্যবহার কর, তদ্বিষয় জিজ্ঞাসিত হইবা "

৮ একত্র বসিয়া আহার করিও, তাহাতে প্রাচুর্য্য হয়, একাধ আকায় আহার করিও না "

■ "যে বাড়ীতে অন্ন দান করা হয়, সে বাড়ীতে সচ্ছলতা হয় "

১০ "নিমন্ত্রিতের সহিত দ্বার পর্য্যন্ত যাওয়া নিমন্ত্রণকারীর উচিত "

১১। যবের মোটা রুটী ব্যতীত চাপাতি রুটী হজরত তাঁহার জীবন কালে কখনও আহার করেন নাই দমপোক্ত ছাগ মাংস তিনি চক্ষেও দেখেন নাই।

১২ হজরত আয়শা বলিয়াছেন, 'আমাদের সমস্ত পরিবার বর্গের উপর দিয়া কখনও কখনও সমস্ত মাস চলিয়া যাইত, ইহার মধ্যে কখনও আমাদের চুলায় আগুণ জ্বলিত না, আমরা খর্জ্জুর এবং জল খাইয়া দিনপাত করিতাম। আমরা এক দিনও উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিতে পাই নাই, এই রূপে জীবন নির্বাহিত করিতে করিতে হজরত পরলোকে নীত হইলেন "

১৩ নোমান বলিয়াছেন, "তোমরা তৃপ্ত হইয়া ইচ্ছা মত পান ভোজন করিতেছ, কিন্তু আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তোমাদের প্রিয় নবী উদর পূর্ণ করিয়া আহারের পরিমাণ কীটভুক্ত খর্জ্জুর পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হন নাই "

১৪। "যখন তোমরা ঝোল পাক কর, তখন তাহাতে প্রচুর জল দিও, যেন তোমাদের প্রতিবাসীর খবর নিতে পার "

১৫। "পারিবারিক ব্যয়ের জন্য গম এবং যব একত্র মিশ্রিত করিলে সচ্ছলতা হয়।"

১৬ "যে যত তৃপ্ত হইয়া আহার করিয়াছে, পাপ পুণ্য বিচারের দিবস সে তৎপরিমাণ উপবাস ভোগ করিবে।"

১৭ "তুমি (বহু ব্যয় বা অল্প ব্যয় করিয়া) যেমন ইচ্ছা তেমন অন্ন খাইতে পার, এবং (অল্প মূল্যের বা বহুমূল্যের) যেমন ইচ্ছা তেমন বস্ত্র ব্যবহার করিতে পার, কিন্তু সাবধান, এ বিষয় দৃষ্টি রাখিও যেন সাধ্যাতীত ব্যয় এবং অহঙ্কার প্রকাশ করার দোষে তুমি দোষী না হও"

১৮ "মোটা এবং শক্ত বস্ত্র পরা, এবং শুষ্ক রুটী আহার করা মাত্র ধর্মভীরুতা নহে, অভিলাষ দমন করাই ধর্মভীরুত।"

১৯। "যে ব্যক্তি (শক্তির অতীত না হওয়া পর্য্যন্ত) উপবাস এবং অভাব গোপন করিয়া রাখে, মহা সম্মানিত, মহান্ আল্লাহ, তাহাকে এক বৎসরের উপযুক্ত নির্দ্দোষ জীবিকা প্রদান করেন"

২০ "যে ন্যস্ত দ্রব্য সম্বন্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করে না, যে সত্য কথা বলে, যাহার আচরণ সাধু, যে আহার্য্য সম্বন্ধে পবিত্রাচারী, যাহাতে এই চারিটী স্বভাব বিদ্যমান, পরকালে তাহার কোনও ভয় নাই।"

(২)

পানীয়।

---o---

১। "যে জল প্রবাহিত হইয়া যায় না, তাহা দূষিত করিও না।"

২। "স্রোতের জল পান করা ভাল।"

৩। "যাহাতে পান কিংবা আহার করার বস্তু থাকে, তাহা ঢাকিয়া রাখিও "

৪ "যাহাতে পানীয় কিম্বা আহার্য্য বস্তু থাকে, তাহাতে নিশ্বাস ফেলিও না, কিম্বা ফুৎকার দিও না।"

৫ "তোমরা রেশমী বস্ত্র পরিও না, সোনার বা রূপার পাত্রে পানাহার করিও না।"

৬ "কুকুর কোনও পাত্র হইতে খাইলে তাহা সাত বার মাটি দিয়া ধুইয়া ফেলিও।"

৭। "যে কোনও পানীয় দ্রব্যে মত্ততা জন্মে, তাহা অবৈধ।"

৮ "যাহা বুদ্ধির বিকৃতি জন্মায়, তাহা সমস্ত মাদক দ্রব্য।"

৯ "যাহাতে মত্ততা জন্মে, যাহা বুদ্ধি ভ্রংশ করে, তাহা সমস্ত নিষিদ্ধ।"

১০। "মত্ততাকারী দ্রব্য, জুয়া, পাশা, সতরঞ্জ, সুরা পান নিষিদ্ধ।"

১১ "যাহার বহু মাত্রায় মত্ততা জন্মে, তাহার অল্প মাত্রাও নিষিদ্ধ।"

১২। এক জন বলিল, "হজরত আমরা শীত প্রধান দেশে বাস করি, আমরা উজ্জন্য এক প্রকার পানীয় দ্রব্য ব্যবহার করি।" তিনি

বলিলেন, "তাহাতে কি মত্ততা জন্মে?" সে বলিল, 'হাঁ, তাহাতে মত্ততা জন্মে।" তিনি তাহা ব্যবহার করিতে নিষেধ করিলেন। সে বলিল, "দেশের লোকেরা তাহা মানিবে না।" হজরত বলিলেন, "তাহা হইলে তাহাদিগকে বল পূর্ব্বক নিবারণ করিতে হইবে "

১৩। "যে পিতা মাতার অবাধ্যাচারী, যে জুয়াড়ী, যে দান করিয়া অনুগ্রহ স্মরণ করাইয়া দেয়, যে চিরজীবন সুরাপায়ী, সে কখনও জন্নত লাভ করিবে না।"

১৪। হজরত পয়গম্বর, হজরত আবুবকর এবং হজরত উ,মরের খেলাফতের প্রথম ভাগে মদ্যপায়ী ব্যক্তিকে হস্ত, জুতা, চাদর দিয়া মারা হইত হজরত উ,মরের খেলাফতের শেষ ভাগে মদ্যপায়ীকে চল্লিশ কোড়া মারা হইত এবং একাধিকবার মদ্যপান দোষে দোষী হইলে আশি কোড়া পর্য্যন্ত দণ্ড হইত।

১৫। 'এক দিন মদ্য পান করিলে চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত নমাজ কবুল হয় না, সে তওবা করিলে, এবং অনুতপ্ত হইলে আল্লাহ তাহাকে মার্জ্জনা করেন, কিন্তু চতুর্থ বার তাহার তওবা গ্রাহ্য হয় না, পরকালে তাহাকে রক্ত পুঁজের নদীর জল পান করিতে হয় "

১৬। হজরত বলিয়াছেন, "এমত এক মন্দ সময় আসিবে, যখন কতক জন মুসলমান অন্য নাম দিয়া সুরা পান করিবে।"

(৩)

বসন, ভূষণ, পরিচ্ছন্নতা, বিলাসিতা।

১। "যে ব্যক্তি গর্ব্ব প্রকাশ জন্য ইজার, কামিজ, পাগড়ী, দীর্ঘ প্রস্তুত করে, কর্ম্মের বিচারের দিবস আল্লাহ তাহার দিকে দৃষ্টিপাতও করিবেন না।"

২ স্বর্ণ রৌপ্য নির্ম্মিত পাত্রে পানাহার করিতে, হরির, দেবাং প্রভৃতি রেশমী বস্ত্র পরিতে, অথবা ঐরূপ বস্ত্রের উপর বসিতে, হজরত পয়গম্বর আমাদিগকে নিষেধ করিয়াছেন।

৩। হজরত মোটা, মজবুত, টেকসই কাপড় ব্যবহার করিতে ভাল বাসিতেন

৪। মুসলমান মাতা হজরত আয়শা একটি মোটা চাদর এবং একটি মোটা তহবন্দ দেখাইয়া বলিতেন, "মরিবার সময় ইহাই হজরতের শরীরে ছিল "

৪। তিনি বলিয়াছেন, "খেজুরের ছাল ভরা এক খানা চর্ম্মের উপর তিনি শয়ন করিতেন, এবং ঐরূপ একটী বালিশ তিনি মাথায় দিতেন।"

॥ তিনি চুস্ত আস্তীন কামীজ পরিতেন

৬। মাথার সহিত মিশিয়া থাকিত, হজরতের সাহাবাগণ এইরূপ টুপি ব্যবহার করিতেন

৭ হজরত বলিয়াছেন, "তোমরা সাদা কাপড় পরিও, তাহা পবিত্রতা প্রকাশ করে, এবং দেখিতেও সুন্দর। আল্লাহ তোমাদিগকে সাদা কাপড়ে মসজিদে এবং কবরে দেখিতে ভালবাসেন।"

৮। "যে পৃথিবীতে অহঙ্কার প্রকাশক কাপড় পরিবে, কর্ম্মের বিচারের দিবস আল্লাহ তাহাকে দীনতার পোষাক পরাইবেন।"

"যে ব্যক্তি অন্য জাতির অনুকরণ করিয়া তাহাদের অনুরূপ হয়, সে তাহাদের দলভুক্ত।"

১০। "যে সম্পন্ন হইয়াও দৈন্য ভাব প্রকাশ জন্য আড়ম্বর-সূচক পোষাক পরিহার করে, যে নিজকে পাপ হইতে রক্ষা করার জন্য ভার্য্যা গ্রহণ করে, আল্লাহ তাহার মস্তকে রাজ মুকুট পরাইয়া দেন।"

১১ হজরত আয়শা বলিয়াছেন, "হজরত পয়গম্বর উপদেশ করিয়াছেন, "হে আয়শে, যদি তুমি পরকালে আমার সহিত মিলিত হইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে অশ্বারোহিগণের ন্যায় সামান্য সম্বল সঙ্গে রাখিও, এবং ধনশালিনী মহিলাগণ যেমন ভাবে বসিয়া থাকে, তুমি তেমন ভাবে বসিয়া থাকিও না যাবৎ তোমার কাপড়ে জোড় দেওয়া যাইতে পারে, তাবৎ তাহা পুরাতন মনে করিও না।"

১২। আবুল হওসের পিতা তাহাকে উপদেশ করিলেন, "আমি আল্লাহর রসুলের নিকট গেলাম, আমার পরিধানে ভাল কাপড় ছিল না তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি কোনও সম্বল নাই?" আমি বলিলাম আল্লাহ আমাকে নানাপ্রকার ধন দিয়াছেন, আমাকে উষ্ট্র দিয়াছেন, গাভী দিয়াছেন, ছাগ দিয়াছেন এবং গোলাম পর্য্যন্ত দিয়াছেন তিনি বলিলেন, 'আল্লাহ যখন তোমাকে এত দিয়াছেন, তখন তাঁহার দানের এবং তাঁহার প্রদত্ত সম্মানের চিহ্ন তোমার উপরে দৃষ্ট হওয়া উচিত"

১৩ "যাবৎ অহঙ্কার করার এবং অতিরিক্ত ব্যয় করার দোষে তুমি দোষী না হও, তাবত তুমি যথেচ্ছা পান, আহার, দান, বেশ, ভূষা করিতে পার।"

১৪। হজরত আবুবকরের কন্যা আস্মা হজরত পয়গম্বরের নিকট আসিলেন, তাঁহার পরিধানে সূক্ষ্ম বস্ত্র ছিল, হজরত তাঁহার মুখ অন্য দিকে ফিরাইয়া লইয়া বলিলেন, "হে আস্মা, যখন স্ত্রীলোকেরা যৌবনে পদার্পণ করে, তাহার এই অঙ্গ (মুখ), এবং এই অঙ্গ (হস্ত) ব্যতীত অপর অঙ্গ দৃষ্ট হওয়া উচিত নহে "

১৫। "যাহার দীর্ঘ দিকের সূতা কার্পাসের বা পশমের, এবং প্রস্থ দিকের সূতা রেশমের, তাহা ব্যবহার করিতে দোষ নাই "

১৬। মালেক বলিয়াছেন, 'আমি ছেলেদিগকে সোনার অলঙ্কার দিয়া ভূষিত করিতে ঘৃণা করি, হজরত সোনার আংটী পরিতে নিষেধ করিয়াছেন কি বড়, কি ছোট, সকলের জন্য সোনা পরা আমি দূষণীয় বিবেচনা করি।"

১৭। "যে সুগন্ধ তীব্র, কিন্তু বর্ণ অস্পষ্ট, পুরুষের জন্য তাহাই ভাল যে সুগন্ধের বর্ণ স্পষ্ট কিন্তু গন্ধ কোমল, স্ত্রীলোকের জন্য তাহাই ভাল "

১৮। "যাহার চুল আছে, তাহার উচিত যে, সে চুলের যথামত সমাদর করুক "

১৯। "স্ত্রীলোকদিগকে মস্তক মুণ্ডন করা অনুচিত "

২০ "তোমরা মাথায় পাগড়ী পরিও, তাহা ফেরেশতাদের চিহ্ন, তাহার পশ্চাৎভাগ পৃষ্ঠের দিকে ঝুলাইয়া দিও "

২১। এক ব্যক্তির কেশ বিশৃঙ্খল দেখিয়া হজরত বলিলেন, "যাহা দিয়া মস্তকের কেশ শৃঙ্খলাবদ্ধ করা যাইতে পারে, তাহা কি ইহার জুটে না?" আর এক জনার শরীরে ময়লা কাপড় দেখিয়া বলিলেন, "যাহা দিয়া কাপড় পরিষ্কার করা যাইতে পারে, তাহা কি এ ব্যক্তি সংগ্রহ করিতে পারে না?"

২২। মাথার চুলও বিশৃঙ্খল, মুখের দাড়িও বিশৃঙ্খল, এমত এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করিল। হজরত তাহাকে চুল এবং দাড়ি ভাল করার ইঙ্গিত করিলেন সে যখন চুল এবং দাঁড়ি ভাল করিয়া মসজিদে প্রবেশ করিল, হজরত বলিলেন, "কিম্ভূত কিমাকার বেশে মস্‌জিদে প্রবেশ করা অপেক্ষা কি এই ভাবে মসজিদে প্রবেশ করা ভাল নয়?"

২৩। হজরত এই সকল বিষয় নিষেধ করিয়াছেন:—(১) "সুন্দর করার জন্য দাঁত কাটিও না, (২) গোদানী পরিও না, (৩) কেশোৎপাটন করিও না, (৪) অনাবৃত শরীরে দুই জন পুরুষ (৫) কিম্বা দুই জন স্ত্রীলোক একত্রে শুইও না, (৬) রেশমের কাপড় দিয়া স্কন্ধ ঢাকিও না, (৭) ব্যাঘ্র চর্ম্মের উপরে উপবেশন করিও না, (৮) তাহা দিয়া জিনপোষ করিও না, (৯) শাসনকর্ত্তার চিহ্ন স্বরূপ যে অঙ্গুরীয়ক, তাহা ধারণ করিও না"

২৪ হজরত এক এক দিন অন্তর কেশ বিন্যাস করিতে বলিয়াছেন।

২৫ ইবনে উবেদকে এক জন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মাথার চুল সময় সময় বিশৃঙ্খল দেখি কেন?" তিনি বলিলেন, "হজরত পয়গম্বর আমাদিগকে বিলাসিতা ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন।" তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "সময় সময় তোমার পায়ে জুতা দেখি না কেন?" তিনি বলিলেন, "হজরত আমাকে কখনও কখনও খালি পায়ে বেড়াইতে উপদেশ করিয়াছেন।"

২৬। হজরত বলিয়াছেন, "আল্লাহ অতি পবিত্র, তিনি পবিত্রতা ভালবাসেন, তিনি অতি পরিষ্কার, তিনি পরিষ্কার ভাব ভালবাসেন, তিনি মহা দাতা, তিনি দানশীলতা ভালবাসেন, তিনি মহা উদার, তিনি উদা-

সতা ভালবাসেন ” ইবনে মসয়ূদর বলিয়াছেন, “অতএব তোমরা তোমাদের অঙ্গন পর্য্যন্ত পরিষ্কার রাখিও ”

২৭ হজরত ইব্রাহিমই প্রথমতঃ অতিথি সেবার প্রথা প্রচলিত করেন, তিনিই প্রথমতঃ মোচ ছোট করেন, এবং তিনিই প্রথমতঃ ত্বক্‌চ্ছেদন প্রথা প্রচলিত করেন যখন তিনি বার্দ্ধক্যে উপনীত হইলেন, (যখন তাঁহার দাঁড়ি সাদা হইতে আরম্ভ করিল) তিনি বলিলেন, ‘হে আল্লাহ ইহা কি” ? আল্লাহ বলিলেন, “ইহা গুরুত্ব”। হজরত ইবরাহীম বলিলেন, “তাহা হইলে হে আল্লাহ আমার গুরুত্ব বৃদ্ধি হউক ”

بسم الله الرحمن الرحيم *

প্রিয় কথা।

—o—

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—o—

ইস্‌লাম—মুসলমান ধর্ম্ম, এবং ইমান—ধর্ম্ম-বিশ্বাস,

আল্‌লাহ, তাঁহাকে স্মরণ করণ, তাঁহার দয়া, অনুতাপ,

প্রার্থনা, প্রিয় পয়গম্বর

(১)

ইস্‌লাম এবং ইমান।

১। "ইস্‌লাম অর্থাৎ মুসলমান ধর্ম্ম পদ্ধতি এই যে, তুমি "লা এলাহা ইল্লাল্লাহ ও মোহাম্মদোর্ রসুলাল্‌লাহ" অর্থাৎ আল্‌লাহ ব্যতীত অন্য কেহ উপাস্য নহে, এবং মোহাম্মদ তাঁহার সংবাদ বাহক ইহা

স্বীকার কর, এবং নমাজ যথাসময়, যথামত সম্পন্ন কর, এবং তোমার সঞ্চিত ধনের এক নির্দ্দিষ্টাংশ দান কব, এবং রমজান মাসে রোজা রাখ, এবং যদি সক্ষম হও তাহা হইলে হজ্ব কর ”

ইমান অর্থাৎ যাহা সত্য বিশ্বাস কবিলে তোমাকে মুসলমান ধর্ম্মে বিশ্বাসকারী বলা যাইতে পারে, তাহা এই যে, “তুমি আল্‌লাহর এবং ফেরেশ্‌তাগণের বিদ্যমানতায় এবং তাঁহার অবতারিত গ্রন্থে এবং তাঁহার প্রেরিত পয়গম্বরে, এবং (পাপ পুণ্যের বিচারের কাল) কর্ম্মফল প্রদানের দিবসেতে, এবং তক্‌দির (অর্থাৎ যাহা ঘটিতেছে, তাহা পুর্ব্বেই নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে) তৎ মতেই মঙ্গলামঙ্গল হয়, তাহাতে বিশ্বাস কর ”

২। “তোমার সুকর্ম্ম যদি তোমাকে সুখী করে, এবং তোমার কুকর্ম্ম যদি তোমাকে দুঃখিত করে, তাহা হইলে জানিও যে তোমার ইমান অর্থাৎ ধর্ম্মে বিশ্বাস আছে। যাহা করিতে তোমার মন ইতস্ততঃ করে, তাহা পরিহার করিও।”

৩ “যে আল্‌লাহকে এবং তাঁহার রসুলকে সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসে, যে আল্‌লাহকে প্রীত করণ [illegible] তাঁহার দাস মনুষ্য জাতিকে ভালবাসে, যে কু বিশ্বাস হইতে মুক্ত হওয়ার পর, তাহাতে ফিরিয়া যাওয়াকে অগ্নিতে পতিত হওয়ার ন্যায় ভয় করে, সে ব্যক্তি ইমানের অর্থাৎ বিশ্বাসের মিষ্টতা অনুভব করে।”

৪। হজরত পয়গম্বর এই বিষয়ের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতেন যে, শপথকারী আল্‌লাহর সমান ক্ষমতাপন্ন অন্য কাহারও বিদ্যমানতা প্রকাশক কার্য্য অর্থাৎ শিরক করিবেন না চুরি করিবে না, ব্যভিচার করিবে না, সন্তান হত্যা করিবে না, পরাপবাদ করিবে না, এবং ভাল কার্য্য করিতে অস্বীকার করিবে না।

৫। "যে ব্যক্তি আল্‌লাহকে প্রীত করার জন্যই ভালবাসে, যে তাঁহাকে প্রীত করার জন্যই শত্রুতা করে, যে তাঁহাকেই প্রীত করার জন্য দান করে, তাঁহারই প্রসন্নতা লাভের মানসে দান অগ্রাহ্য করে, সে ব্যক্তির ধর্ম্ম বিশ্বাস পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে।"

৬। "সর্ব্বোত্তম ধর্ম্মকার্য্য এই যে, তাঁহাকেই প্রসন্ন করার জন্য শত্রুতা করিও, তাঁহার জপে তোমার জিহ্বা নিযুক্ত রাখিও, যাহা তোমার জন্য ভালবাস, তাহা অন্যের জন্য ভালবাসিও, যাহা তোমার জন্য মন্দ ভাব তাহা অন্যের জন্যও মন্দ ভাবিও।"

৭। "সে ব্যক্তি কপট মুসলমান, যে ন্যস্ত বস্তু আত্মসাৎ করে; যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে; যখন অঙ্গীকার করে, তখন ভঙ্গ করে; যখন ঝগড়া করে, মন্দ বলে।"

৮। যদি তোমাকে কাটিয়া ফেলে, কিম্বা পুড়িয়া ফেলে, তথাপি আল্‌লাহর ন্যায় ক্ষমতাপন্ন কাহারও বিদ্যমানতা প্রকাশক কার্য্য (শির্‌ক) করিও না। যদি তোমাকে তোমার ধন এবং পরিবার পরিত্যাগ করিতে হয়, তথাপি তোমার পিতা মাতার অবাধ্য হইও না। নির্দ্দিষ্ট পঞ্চ নমাজ পরিত্যাগ করিও না, কখনও মদ্যপান করিও না, তাহা নির্লজ্জতার মূল। পাপ কর্ম্ম পরিহার করিও, পাপ করিলে আল্‌লাহর ক্রোধ অবতীর্ণ হয়। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিও না, যুদ্ধে স্থির থাকিও। তোমার সাধ্যমত পরিবারবর্গের জন্য ব্যয় করিও, সুশিক্ষার দণ্ড তাহাদের উপর হইতে তুলিয়া রাখিও না; তাহাদিগকে আল্‌লাহর অসন্তোষের ভয় দেখাইও।"

৯। 'মনুষ্যগণ আল্‌লাহর সম্বন্ধে এমত কুচিন্তা করিতে নিরস্ত হইবে না যে, এই সৃষ্টির সৃষ্টিকর্ত্তা আল্‌লাহ, যদি ইহা সত্য, তাহা হইলে তাঁহার সৃষ্টিকর্ত্তা কে? যখন কাহারও [illegible] এইরূপ ভাব হয়, তখন

সে মন দৃঢ় করিয়া বলুক আমি আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করিলাম। সে এই কুচিন্তা পরিত্যাগ করুক ”

১০ ‘সমস্ত মনুষ্যগণের মন একটিমাত্র মনের মত দয়াময়ের অঙ্গুলী মধ্যে ধৃত রহিয়াছে, যে দিকে ইচ্ছা সে দিকে তাহা তিনি ফিরাইয়া দেন। হে হৃদয়ের পরিচালনকর্ত্তা, তোমার অনুগত হইয়া থাকার দিকে আমার মন পরিচালিত কর ”

(২)

আল্লাহকে স্মরণ করণ, নমাজ।

১। “যে আল্লাহকে স্মরণ করে, সে সজীব, যে তাঁহাকে স্মরণ করে না, সে নির্জীব।”

২ “আল্লাহ বলিয়াছেন, যে আমাকে যেমন ভাবে ভাবে, তাহার নিকট আমি তেমন ভাবে অবস্থান করি ”

৩ “যদি কেহ পুণ্য কর্ম্ম করে, আমি তাহাকে তাহার দশগুণ বা ততোধিক পুরস্কার প্রদান করি। যদি কেহ পাপ কর্ম্ম করে, আমি তাহাকে তদনুরূপ বিনিময় প্রদান করি ; অথবা ক্ষমা করিয়া দেই যদি কেহ এক বিঘত পরিমাণ আমার নিকটবর্ত্তী হয়, আমি এক হস্ত পরিমাণ তাহার নিকটবর্ত্তী হই। যদি কেহ এক হস্ত পরিমাণ আমার নিকটবর্ত্তী হয়, আমি দ্বিহস্ত পরিমাণ তাহার নিকটবর্ত্তী হই। যদি কেহ আমার দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়, আমি তাহার দিকে ধাবিত হইয়া যাই। অনুতপ্ত ব্যক্তি যদি পর্ব্বত প্রমাণ পাপ সহ আমার নিকট আসে, আমি তাহাকে পর্ব্বত প্রমাণ ক্ষমা করিয়া দেই।”

৪ "তোমাদের যে কার্য্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট, যাহা তোমাদের প্রভু আল্লাহর নিকট পবিত্র বলিয়া গণ্য, যাহা তোমাদের মর্য্যাদা উন্নত করে, যাহা স্বর্ণ রৌপ্য দান করা হইতেও মঙ্গল জনক, আমি কি তাহা তোমাদিগকে জ্ঞাত করিব? তাহা আল্লাহর নাম জপ করা।"

৫ 'যে জিহ্বা আল্লাহর জপ করে, যে হৃদয় তাঁহার অনুগ্রহ-স্বীকারকারী, যে ভার্য্যা ধর্ম্ম কার্য্যের সহায়, তাহই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধন "

৬। "আল্লাহর নাম জপ করণ রূপ কার্য্য দ্বারা সতত তোমার জিহ্বা সিক্ত রাখিও।"

৭। "যে পুরুষ এবং যে স্ত্রীলোকগণ বহুল পরিমাণ আল্লাহর নাম জপ করে, তাহারা পদমর্য্যাদায় গাজীগণ হইতেও শ্রেষ্ঠ।'

৮ "যাহারা তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়াছে, তাহাদের তুলনায়, যাহারা আল্লাহর নাম জপ করে, তাহারা পলাতক সৈন্যগণের স্থলে যুদ্ধকারী সৈন্যগণের ন্যায়; অথবা কোনও বৃক্ষের শুষ্ক শাখার স্থলে হরিৎ শাখার ন্যায়; অথবা অন্ধকার গৃহে আলোকের ন্যায়।"

৯। "যেমন মলিন বস্তুকে নির্ম্মল করার উপায় আছে, তদ্রূপ মলিন হৃদয়কে নির্ম্মল করার উপায় আল্লাহর নাম জপ করণ রূপ কার্য্য।"

১০। "যখন একত্রে এক দল লোক আল্লাহর নাম জপ করণ রূপ কার্য্যে নিযুক্ত থাকে, তখন ফেরেশ্‌তাগণ তাহাদিগকে ঘেরিয়া দাড়ায়, আল্লাহর অনুগ্রহ তাহাদিগকে ঢাকিয়া লয়, তাহাদের হৃদয়ে শান্তির সঞ্চার হয়, আল্লাহ তাঁহার নিকটস্থ ফেরেশ্‌তাগণের নিকট তাহাদের কার্য্যে সন্তোষ জ্ঞাপন করেন।"

১১ আল্লাহর রসুল বলিতেছেন, তাঁহার দাস যে (কোনও) দুই রেকাত নমাজ পড়ে, আল্লাহ তাহা হইতে উৎকৃষ্ট অন্য কিছুই

তাহার নিকট হইতে শুনিতে পান না, যাবত সে নমাজে নিযুক্ত থাকে, তাবত নিশ্চয় নিশ্চয় কল্যাণ তাহার উপর বর্ষিত হইতে থাকে; এবং তাহার মুখ হইতে যে কোর্‌আন বিনিস্সৃত হয়, তাহা হইতে আর কিছুই তাহাকে আল্লাহর অধিক সন্নিকটস্থ করে না "

১২ তিনি বলিতেছেন, "আল্লাহ বলিয়াছেন, আমি নমাজকে আমার এবং আমার দাসের মধ্যে অর্দ্ধার্দ্ধ ভাগ করিয়া দিয়াছি, (অর্থাৎ যখন কেহ নমাজ পড়ে, তখন আল্লাহ তাহার প্রত্যুত্তর করিতে থাকেন,) এবং আমার দাস যাহা প্রার্থনা করে, তাহা তাহার (প্রাপ্য হয়,) তখন আমার দাস যখন বলে, "সৃষ্টির প্রতিপালক আল্লাহরই সমস্ত প্রশংসাবাদ", আল্লাহ তখন বলেন, "আমার দাস আমার স্তুতিবাদ করিতেছে" এবং যখন সে বলে, 'তিনি দয়াময়, কৃপাময়" আল্লাহ তখন বলেন, "আমার দাস আমার গুণানুবাদ করিতেছে।" যখন সে বলে, "তুমি কর্ম্মের ফল প্রদান কালের সর্ব্বময় কর্ত্তা", তিনি বলেন, আমার দাস আমাকে সম্মান করিল " যখন সে বলে, 'আমরা তোমারই উপাসনা করি এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি," তখন তিনি বলেন, "ইহা আমার এবং আমার দাসের মধ্যে (চিরকাল এই রূপই হইয়া থাকে) আমার দাস যাহা প্রার্থনা করিল, তাহা পূর্ণ হইল " যখন সে বলে, "হে প্রভো, আমাকে অবক্র পথে পরিচালিত কর, যাহাদের উপরে তুমি অনুগ্রহ করিয়াছ, তাহাদের যে পথ, তুমি যাহাদের প্রতি রুষ্ট হইয়াছ, এবং যাহারা পথভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহাদের পথ হইতে যে পথ সম্পূর্ণ পৃথক্ (সেই সাধু পুরুষদের পথে আমাদিগকে স্থির রাখ), তখন তিনি বলেন, "ইহাই আমার দাসের উপযুক্ত, সে যাহা প্রার্থনা করিল, তাহা প্রাপ্ত হইল।

(৩)

আল্লাহ দয়াময়ী মাতা হইতেও দয়াবান।

———0———

১। "একটি স্ত্রীলোকের স্তন হইতে দুগ্ধ ধারা প্রবাহিত হইতেছিল, সে তাহার স্তনপায়ী শিশুটিকে তাল্লাস করিতেছিল, যে শিশুটিকে দেখিতে পাইতেছিল, তাহাকেই কোলে লইতেছিল, তাহারই মুখে স্তন দিতেছিল, তাহাকেই নির্ভয় করিতেছিল প্রিয় পয়গম্বর বলিলেন, 'হে মনুষ্যগণ, তোমরা কি মনে কর এই মাতাটি কখনও তাহার সন্তানটিকে আগুণে ফেলিয়া দিতে পারে?" তাহারা বলিল "পারৎ পক্ষে নিশ্চয় এই জননীটি তাহা করিবে না" হজরত বলিলেন, "স্নেহময়ী জননী তাহার সন্তানের প্রতি যত দয়াবতী, মনুষ্য জাতির প্রতি আল্লাহ তাহা হইতেও অধিক দয়াবান "

২। এক ব্যক্তি তাহার কম্বলের ভিতর লুকাইয়া কোন বস্তু সহ হজরতের নিকট উপস্থিত হইল, সে বলিল, "হজরত, আমি জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিলাম, কিচি মিচি শুনিয়া গিয়া দেখি, কয়েকটি পাখীর ছানা চেঁচাইতেছে, আমার কম্বল তাহাদের উপর ফেলিয়া দিলাম, তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলিলাম। তাহাদের মা আমার মাথার উপর উড়িতে এবং চীৎকার করিতে লাগিল, আমি কম্বলের এক পার্শ্ব উঠাইয়া দিলাম, পক্ষিটিও কম্বলের ভিতর প্রবেশ করিল। এই সেই পাখী আর ছানা।" তিনি বলিলেন, "ছাড়িয়া দাও, ছাড়িয়া দাও " সে ছানা এবং পাখীটি ছাড়িয়া দিল, পাখীটি পলাইল না, ছানাদের

উপর উড়িতে লাগিল হজরত পয়গম্বর বলিলেন, 'হে মনুষ্যগণ, মনুষ্যগণের উপর আল্লাহ দয়াময়ী মাতা হইতেও দয়াবান "

৩। একটি স্ত্রীলোক চুলায় আগুণ জ্বালাইতেছিল, আগুণের শিখা হাঁড়ির নীচে দিয়া চারি দিক বাহির হইতে লাগিল, তাহার শিশু যত বার আগুণের নিকট যাইতেছিল, ততবার স্ত্রীলোকটি তাহাকে দূরে সরাইয়া দিতেছিল সে শুনিতে পাইল হজরত পয়গম্বর তাহাদের গ্রামে পদার্পণ করিয়াছেন স্ত্রীলোকটি শিশুটি ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল, সে নিবেদন করিল, "হে প্রিয় পয়গম্বর আল্লাহ কি সমস্ত দয়াবান হইতেও দয়াবান নহেন ?" তিনি বলিলেন, "নিশ্চয়ই তিনি সমস্ত দয়াবান হইতেও দয়াবান।" স্ত্রীলোকটি আবার বলিল, "মাতা হইতেও কি দয়াবান নহেন ?" পয়গম্বর বলিলেন 'সত্যই তিনি তদ্রূপ " স্ত্রীলোকটি বলিল, 'মাতা যে কখনও সন্তানকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করে না ?" হজরত মস্তক অবনত করিলেন, তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রু ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল, কিছুক্ষণ পর তিনি মস্তকোত্তোলন করিয়া বলিলেন, "বাছা, যাহারা আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহীতাচরণের চরম সীমায় উপনীত হয়, যাহারা আল্লাহ ব্যতীত উপাস্য নাই ইহা অস্বীকার করে, তাহাদিগকে ব্যতীত অন্যকে আল্লাহ শাস্তিগ্রস্ত করেন না।"

(৪)

অনুতাপ, তোবা, প্রায়শ্চিত্ত।

—o—

১ "যখন তাঁহার কোনও দাস মন্দ কার্য্য করিয়া দুঃখিত হয় তৎপর অনুতপ্ত হইয়া মন্দ দিক হইতে আল্লাহর দিকে ফিরিয়া আসে, অর্থাৎ তোবা করে, তখন আল্লাহ তাহার প্রতি প্রসন্ন হন, এবং তাহার পাপ মার্জ্জনা করিয়া দেন "

২ "পাপ প্রবৃত্তি স্বাভাবিক, এমত স্থলে যে পাপী অনুতপ্ত হয়, পাপীদের মধ্যে সে ব্যক্তিই ভাল "

৩ " "যখন কেহ পাপ কার্য্য করে, তখন তাহার মনের উপরে একটি কাল চিহ্ন হয়, যদি সে অনুতাপ করে, এবং আল্লাহর দিকে ফিরিয়া আসে, তাহার মন হইতে কলঙ্ক দূর হইয়া যায় আর যদি সে পাপ করিতে থাকে, তাহা হইলে ঐ কাল কলঙ্ক বিস্তৃত হইয়া তাহার সমস্ত হৃদয়কে মলিন করিয়া ফেলে।"

৪। "হে আল্লাহ আমাকে ঐ ব্যক্তিদের মত কর, যাহারা সুকর্ম করিলে আনন্দ অনুভব করে, এবং কুকর্ম করিলে অনুতপ্ত হয় "

৫ দয়াময় মহাপ্রভু আল্লাহ বলিতেছেন 'হে আমার দাসগণ, কাহারও প্রতি আমি অন্যায় করি, তাহা আমার জন্য অবৈধ করিয়াছি, তোমরা পরস্পরের প্রতি অন্যায় কর, এজন্য আমি তাহা তোমাদের জন্য অবৈধ করিয়াছি হে আমার দাসগণ, তোমরা সকলেই বিপথগামী, কিন্তু আমি যাহাকে পথ দেখাইয়াছি, সে-ই সুপথে আছে, আমার নিকট সুপথ প্রাপ্তির প্রার্থনা কর, আমি তোমাদিগকে সুপথ দিব। ...

বাইব। হে আমার দাসগণ, তোমরা সকলেই অন্নহীন, আমি যাহাকে অন্ন দিয়াছি, সেই অন্ন প্রাপ্ত হইয়াছে; আমার নিকট অন্ন যাচিঞা কর, আমি অন্ন দান করিব। হে আমার দাসগণ, তোমরা সকলেই বস্ত্রহীন, কেবল সে ব্যক্তি বস্ত্রাবৃত—যাহাকে আমি বস্ত্র দিয়াছি, আমার নিকট বস্ত্র প্রার্থনা কর, আমি বস্ত্র দান করিব হে আমার দাসগণ, তোমরা দিবা নিশি পাপ কর্ম্ম করিতেছ, আমি সমস্ত পাপ হরণ করিতে সক্ষম, অনুতপ্ত চিত্তে আমার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হও, আমি পাপ মার্জ্জনা করিয়া দিব। হে আমার দাসগণ, তোমাদের যাহারা গত হইয়া গিয়াছে এবং যাহারা ভবিষ্যতে আসিবে, এবং তোমরা সমস্ত মনুষ্য এবং জিনগণ, যদি সকলেই নিষ্পাপ হও, তথাপি আমার আধিপত্যের কিঞ্চিৎও বৃদ্ধি হইবে না। হে আমার দাসগণ, তদ্রূপ যদি তোমরা সকলেই পাপাচারী হও, তাহা হইলেও আমার রাজত্বের কিঞ্চিৎও ক্ষতি হইবে না। হে আমার দাসগণ, তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণ, তোমাদের পরবর্ত্তিগণ, তোমরা মনুষ্য এবং জিন্‌গণ, যদি কোনও প্রশস্ত প্রান্তরে একত্রিত হও, এবং আমার নিকট প্রার্থনা করিতে থাক, এবং আমি প্রত্যেকের প্রার্থনা যদি পূর্ণ করি, তাহা হইলেও, সমুদ্র জলে নিমজ্জিত সূচাগ্রে যতটুকু জল সংলিপ্ত থাকে, আমার নিকট যাহা আছে, তাহার তত টুকুও কমিয়া যাইবে না হে আমার দাসগণ, আমি তোমাদের সু এবং কু কর্ম্ম গণনা করিতেছি, এবং তাহারই পূর্ণ পরিমাণ বিনিময় তোমাদিগকে বিচার করে প্রদান করিব, এমত স্থলে, যে মঙ্গল লাভ করিবে, সে আল্লাহর প্রশংসাবাদ করুক, এবং যে অমঙ্গল প্রাপ্ত হইবে, সে নিজকে ব্যতীত অন্যকে দোষী না করুক।"

১৯। "কোনও ব্যক্তি যেন এক ভয়ানক স্থানে উপস্থিত হইল। তাহার সহিত তাঁহার আরোহণ করিবার পশু ছিল. তাহারই পৃষ্ঠে তাহার

খাদ্য এবং পানীয় ছিল। সে নামিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। জাগরিত হইয়া দেখিল, তাহার বাহনটী খাদ্য এবং পানীয় সহ পলাইয়া গিয়াছে সে অনেক অনুসন্ধান করিল, কিন্তু তাহার দেখা পাইল না। ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, ক্লান্তিতে সে কাতর হইয়া মরণ নিকট ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িল। হঠাৎ জাগরিত হইয়া দেখিল, তাহার আরোহণ করিবার জন্তুটি তাহার খাদ্য এবং পানীয় সহ তাহার নিকটেই দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এই অবস্থায় ঐ ব্যক্তি যেমন আনন্দিত হয়, যখন কোনও পাপী অনুতপ্ত চিত্তে তাঁহার দিকে ফিরিয়া আসে, তখন তিনি তাহা হইতেও অধিক আনন্দিত হন।"

২০ যুবক মা,য়েজ, হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "হে আল্লাহর নবী, আমি অপবিত্র হইয়াছি, আমাকে পবিত্র করুন।" তিনি বলিলেন, "তোমার দুর্ভাগ্য, তুমি ফিরিয়া যাও, অনুতাপ কর, পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর।" যুবক কতক দূর গিয়া আবার ফিরিয়া আসিল, আবার বলিতে লাগিল, "হে আল্লাহর নবী, আমি অপবিত্র হইয়াছি, আমাকে পবিত্র করুন" তিনি বলিলেন, "তোমার দুর্ভাগ্য, তুমি ফিরিয়া যাও, অনুতাপ কর, পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর।" যুবক কতক দূর গিয়া আবার ফিরিয়া আসিল, আবার বলিতে লাগিল, "হে আল্লাহর নবী, আমাকে পবিত্র করুন" তিনি তাহাকে আবার পূর্ব্বরূপ আদেশ করিলেন, কিন্তু যুবক পবিত্র করার প্রার্থনা করিতে নিবৃত্ত হইল না হজরত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ পাপ হইতে তোমাকে নিষ্পাপ করিব?" যুবক বলিল, "আমি যে ব্যভিচার পাপে লিপ্ত হইয়াছি?" হজরত লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই যুবকের মস্তিষ্ক কি বিকৃত হইয়াছে?" লোকেরা বলিল, 'মস্তিষ্ক বিকৃতির কোনও লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে না" তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,

এ ব্যক্তি কি মাদক দ্রব্য সেবন করিয়াছে?" কতক জন পরীক্ষা করিয়া বলিল, "ইহার মুখে মদের গন্ধ পাওয়া যাইতেছে না" যাহাতে সে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য আরও অনেক প্রশ্ন করা হইল, অবশেষে হজরত তাহার প্রতি প্রাণদণ্ড প্রায়শ্চিত্তের আদেশ করিলেন। যুবককে পবিত্র করা হইল হজরত বলিলেন, "মায়েজ, যে তোবা, যে প্রায়শ্চিত্ত করিল, তাহ যদি আমার উম্মতগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহা প্রত্যেকের জন্য যথেষ্ট হইবে"

২১। এক দিন অনুতাপগ্রস্তা একটী যুবতী উপস্থিত হইল যুবতী নিবেদন করিতে লাগিল, "আল্লাহর রসুল আমাকে নিষ্পাপ করুন।" হজরত বলিলেন, "দুর্ভাগিনি, ফিরিয়া যা, আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, পাপ ত্যাগের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কর।" যুবতী বলিল, "প্রভো, আপনি যেমন মায়েজকে প্রথমে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন, আমাকেও কি তেমন ফিরাইয়া দিতে ইচ্ছা করেন? আমি পাপিষ্ঠা যে উদরে পাপের প্রমাণ বহন করিতেছি।" হজরত তাহাকে প্রসবান্তে উপস্থিত হইতে আদেশ করিলেন যুবতী অনুতপ্ত অবস্থায় কাল যাপন করিতে লাগিল, তাহার সঙ্কল্পের পরিবর্ত্তন হইল না এবার তাহার শিশুটি ক্রোড়ে করিয়া আবার পয়গম্বরের নিকট উপস্থিত হইল, আবার তাহাকে নিষ্পাপ করিবার প্রার্থনা করিল শিশুটি স্তন্য ত্যাগ না করা পর্য্যন্ত তাহাকে অপেক্ষা করার আদেশ হইল। এবার যুবতী শিশুটির হস্তে একখণ্ড রুটি সহ আবার পয়গম্বরের নিকট উপস্থিত হইল সে বলিল, "আল্লাহর নবী, শিশুটি রুটি খাইতে শিখিয়াছে।" যুবতী শিশুটিকে একজন মুসলমানকে সমর্পণ করিয়া প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রস্তুত হইল। বক্ষ পর্য্যন্ত তাহাকে মৃত্তিকাতে প্রোথিত করিয়া দেওয়া হইল। যাহারা তাহাকে পবিত্র করিতেছিল, তাহারা তাহার মস্তকে

প্রস্তর বর্ষণ করিয়া তাহাকে নিষ্পাপ করিল। যুবতী পাপের মার্জনা প্রার্থনা করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল। হজরত বলিলেন, "এই যুবতী যে তোবা, যে প্রায়শ্চিত্ত করিল, তাহা যদি আমার উম্মতগণের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে প্রত্যেক পাপীর জন্য সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হইবে।"

২২। আসমীও হঠাৎ পথভ্রষ্ট হইল। যুবক অনুতাপ গ্রস্ত হইয়া প্রায়শ্চিত্ত প্রার্থী হইল। প্রস্তর বর্ষণ করিয়া তাহাকে পবিত্র করা হইল। একদিন দুই জন মুসলমান বলিতেছিলেন, "যাহা আল্লাহ্ গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা এ ব্যক্তি প্রকাশ করিল, অবশেষে তাহাকে কুকুরের মত মারিয়া ফেলা হইল।" হজরত ইহা শুনিতে পাইলেন তিনি এক স্থানে যাইতেছিলেন মাঠে একটা মৃত গর্দ্দভের শব পড়িয়াছিল, তাহার শরীর পচিয়া গিয়াছিল। তিনি ঐ দুই জনকে ডাকিলেন, তাহ দিগকে বলিলেন, 'খাও, এই গর্দ্দভের পচা মাংস খাও " তাহারা বলিল, "প্রভো, ইহা যে অখাদ্য " তিনি বলিলেন, "তোমাদের যে ভ্রাতা নিষ্পাপ হওয়ার জন্য প্রাণদান প্রায়শ্চিত্তও করিয়াছে তাহার নিন্দা বাদ যে পচা গর্দ্দভের মাংস ভক্ষণ করা হইতেও ঘৃণ্য। যাঁহার হস্তে আমার প্রাণ, তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, এখন এই নিষ্পাপ যুবক, জন্নতের আল্লাহর অনুগ্রহের) নদী সকলেতে সন্তরণ করিতেছি "

কোর্‌আন সুরা ৬ পারা ৭ রুকু আএত ৫৪ "পুনশ্চ, (হে পয়গম্বর) যাহারা আমার নিদর্শন (কোর্‌আনে) বিশ্বাস করিয়াছে, তাহারা যখন তোমার নিকট আসে, তাহাদিগকে বলিও, তোমাদের উপর (আল্লাহর অসীম) অনুগ্রহ, আল্লাহ তাঁহার স্বরূপের (নিজের) উপর রহমত অর্থাৎ দয়াময় শব্দ লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহা এই যে, যদি তোমাদের

কেহ মূঢ়তা ক্রমে কোন মন্দ কর্ম্ম করে, তার পর অনুতাপগ্রস্ত হয়, এবং নিজকে সংশোধন করে, (তখন তিনি) পাপ মার্জ্জনা করিয়া দেন, এবং (এতদ্ব্যতীত বহু) অনুগ্রহও করেন।

---

(৫)

প্রার্থনা।

—০—

১। "হে আল্লাহ, আমাদের নিকট প্রভাত সমাগত হইল, এবং তোমার বিশ্বরাজ্যের উপর প্রভাত বিস্তৃত হইল। সমস্ত প্রশংসাবাদ তোমার, তুমি ব্যতীত অন্য কেহ উপাসনার যোগ্য নহে, তুমি অদ্বিতীয়; তোমার সম ক্ষমতাপন্ন কেহ নাই, তোমারই সমস্ত আধিপত্য; তোমার সমস্ত গুণানুবাদ, তুমি যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে সক্ষম। হে আল্লাহ, এই দিবস শুভ হউক, এই দিবসের মধ্যে যাহা শুভ, তাহা সমস্ত তোমার নিকট ভিক্ষা করিতেছি, ইহা অমঙ্গল জনক না হউক, ইহার মধ্যে যাহা সমস্ত অমঙ্গল জনক তাহা হইতে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। হে আল্লাহ, আমাকে অলসতা হইতে রক্ষা কর, এবং পৃথিবীর আপদ বিপদ হইতে রক্ষা কর, এবং মরণান্তের কবর লোকের যন্ত্রণা হইতে আমাকে আশ্রয় প্রদান কর।"

২। "হে আল্লাহ, আমাদের নিকট সন্ধ্যা সমাগত হইল, এবং তোমার বিশ্ব রাজ্যের উপর সন্ধ্যা বিস্তৃত হইল। সমস্ত প্রশংসাবাদ তোমার, তুমি ব্যতীত [illegible] কেহ উপাসনার যোগ্য নহে, তুমি অদ্বিতীয়, তোমার সম ক্ষমতাপন্ন কেহ নাই, তোমারই সমস্ত আধিপত্য, তোমারই সমস্ত গুণানুবাদ, তুমি যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে সক্ষম। হে

আল্লাহ, এই রাত্রি শুভ হউক, এবং এই রাত্রিতে যাহা শুভ তাহা সমস্ত তোমার নিকট ভিক্ষা করিতেছি, ইহা অমঙ্গল জনক না হউক, এবং ইহার মধ্যে যাহা সমস্ত অমঙ্গল জনক তাহা হইতে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম হে আল্লাহ, আমাকে অলসতা হইতে, এবং এই পৃথিবীর আপদ বিপদ হইতে রক্ষা কর, এবং মরণান্তর কবর লোকের যন্ত্রণা হইতে আমাকে আশ্রয় প্রদান কর "

৩ "হে আল্লাহ, তোমার নাম লইয়া আমি শয্যায় শরীর অর্পণ করিলাম, এবং তোমার নাম লইয়া তোমারই সাহায্যে তাহা হইতে উত্থান করিব হে আল্লাহ, নিদ্রাবস্থায় যদি তুমি আমার প্রাণ হরণ কর, তাহা হইলে তাহার প্রতি অনুগ্রহ করিও, এবং যদি তুমি পুনঃ তাহা আমার শরীরে প্রেরণ কর, তাহা হইলে তোমার সাধু দাসগণকে যেমন রক্ষা কর, তাহাকেও তেমন রক্ষা করিও "

৪। "হে আল্লাহ আমাকে তোমার নিকট সমর্পণ করিয়া দিলাম, এবং আমাকে তোমারই অভিমুখী করিলাম, এবং আশার সহিত এবং ভয়ের সহিত, তোমাকে পৃষ্ঠ পোষণ সাহায্যকারী অবলম্বন করিলাম। তুমি ব্যতীত আশ্রয়ের স্থান নাই, তোমার অনুগ্রহ ব্যতীত, তোমার অপ্রসন্নতা হইতে রক্ষাকারী কেহ নাই তুমি যে গ্রন্থ কোর্‌আন অবতীর্ণ করিয়াছ, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিলাম, এবং তোমার আদেশ আনয়নকারী রসুল হজরত মোহাম্মদে (দঃ) তে বিশ্বাস স্থাপন করিলাম "

৫। "হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট ইহ এবং পরকালের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি, আমার পাপ মার্জ্জনা করিয়া দাও, আমাকে ইহকালের, পরকালের, এবং পরিবার বর্গের, এবং ধনের কল্যাণ প্রদান কর আমার (নিঃসহায়তা রূপ) লগ্ন ভাবকে (তোমার সহায়তা রূপ

বস্ত্র দ্বারা) আবৃত করিয়া দাও, এবং সর্ব্বপ্রকার ভয় হইতে আমাকে নির্ভয় কর। হে আল্লাহ, আমার সম্মুখ, আমার পশ্চাত, আমার দক্ষিণ, আমার বাম, আমার ঊর্দ্ধ, সর্ব্ব দিক হইতে আমাকে রক্ষা কর আমার অধঃদিকে আমি প্রোথিত হইয়া যাই, এরূপ আপদ হইতে আমি তোমার মহত্বের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম "

৬ "হে আল্লাহ হে আকাশের রক্ষা কর্ত্তা, হে পৃথিবীর রক্ষা কর্ত্তা, হে সমস্তেরই রক্ষা কর্ত্তা, হে শস্য এবং বীজ সকলকে অঙ্কুরিত করার কর্ত্তা, হে ধর্ম্ম গ্রন্থ তৌরিত, ইঞ্জিল, কোর্‌আনের অবতীর্ণকারী, সমস্ত অমঙ্গলের অমঙ্গল হইতে আমি তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। তুমি সমস্ত অমঙ্গলের মস্তকের সম্মুখ ভাগের কেশ ধরিয়া টানিতেছ। তুমি সমস্তেরই আদি, তোমার আদি কিছুই নাই তুমি সমস্তেরই শেষ, তোমার শেষ কিছুই নাই তুমি সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ, তোমা হইতে মহৎ আর নাই তুমি এত নিকটবর্ত্তী যে তোমা হইতে নিকটবর্ত্তী আর নাই তুমি আমাদের ঋণ পরিশোধ করিয়া দাও, এবং সর্ব্বপ্রকার চিন্তা হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর "

৭ "হে আল্লাহ, (পাপের জন্য আমার হৃদয় যন্ত্রণা প্রাপ্ত হইতেছে,) আমার পাপ (তোমার দয়ারূপ) শীতল জল এবং বরফ দিয়া ধুইয়া দাও, মলিন বস্ত্র ধৌত করিয়া যেমন পরিষ্কার করা হয়, আমার হৃদয়কে তেমন নির্ম্মল কর পূর্ব্ব দিক হইতে পশ্চিম দিক যতদূর, আমার এবং পাপের মধ্যে ততদূর দূরতা সংস্থাপন কর "

৮ "হে আল্লাহ্, তোমার অবাধ্যতা, তোমাতে অবিশ্বাস, মন্দ স্বভাব, মন্দ কর্ম্ম, মন্দ অভিলাষ হইতে, কর্ণের, চক্ষুর, জিহ্বার, ইন্দ্রিয়ের পাপ হইতে, এবং যে লোভ বিনাশের দিকে টানিয়া লইয়া যায়, তাহা হইতে আমাকে তোমার আশ্রয় দান কর।"

৯ "হে আল্লাহ, আমার ধর্ম্ম বিশ্বাস (ইমান) যাহা আমাকে পরকালে রক্ষা করিবে, এবং আমার ইহলোক, যথায় আমাকে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে, আমার তাহা সমস্ত ভাল করিয়া দাও, এবং হে প্রভো, এমত কর যে আমার জীবন প্রত্যেক বিষয়ের কল্যাণ বৃদ্ধি করুক, এবং আমার মরণ প্রত্যেক মন্দ কর্ম্ম হইতে আমাকে শান্তি প্রদান করুক"

১০ "হে আল্লাহ, আমাদের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল বৃদ্ধি কর, আমাদিগকে সম্মানিত কর, আমাদিগকে সম্মানহীন করিও না, আমাদিগকে অনুগৃহীত কর, আমাদিগকে তোমার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত করিও না, আমাদিগকে তোমার মনোনীত কর, আমাদিগকে প্রসন্ন কর, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও"

১১। "হে আল্লাহ, যে বিদ্যা লাভজনক, যে কার্য্য তোমার মনোনীত, যে ধন সৎভাবে অর্জ্জিত এবং স্বাস্থ্য ধর্ম্ম ভীরুতা, বিশ্বস্ততা, সুস্বভাব, যাহা আমাদের ভাগ্যে আছে, তাহাতে সন্তুষ্ট থাকার শক্তি, ইহা সমস্ত আমাদিগকে প্রদান কর এবং আমাদের আন্তরিক ভাবকে আমাদের বাহ্যিক ভাব হইতে সুন্দর কর, এবং আমাদের বাহ্যিক ভাবকে নির্দ্দোষ কর আমাদিগকে নির্দ্দোষ দারা, নির্দ্দোষ ধন, যাহারা পথ ভ্রষ্ট হয় না এবং পথ ভ্রষ্ট করে না এমত সন্তান সন্তুতি প্রদান কর।"

নাই যখন তিনি বাড়ীতে থাকিতেন, পরিবারস্থ ব্যক্তিগণকে সাহায্য করিতেন, নমাজের সময় নমাজে উপস্থিত হইতেন তাঁহার উপর অত্যাচার করিলেও প্রতিশোধ লইতেন না "

৮ হজরত আনিস বলিতেছেন, "ক্ষুধা নিবারণের জন্য আমি তাঁহাকে যবের রুটি এবং দুর্গন্ধ বসা আনিয়া দিয়াছি যিহুদির নিকট বর্ম্ম বন্ধক দিয়া পরিবার বর্গের জন্য তাঁহাকে যৎকিঞ্চিৎ যব ধার করিতে দেখিয়াছি। সন্ধ্যার পর হজরত মোহাম্মদের (দঃ) ঘরে এক সাগা পরিমাণও যব কি অন্য শস্য পরদিন পর্য্যন্ত থাকে না, তাহাও বলিতে শুনিয়াছি "

৯। হজরত আবু হুরেরা বলিয়াছেন, "লোকেরা তাঁহাকে বলিল, "প্রভো, (আমাদের পীড়ন কারী এই অত্যাচারীদিগকে) অভিসম্পাত করুন " তিনি বলিলেন, "আমি অভিসম্পাত করিবার জন্য প্রেরিত হই নাই, আমি দয়া প্রকাশ জন্য প্রেরিত হইয়াছি "

১০। আবু সয়ীদ বলিতেছেন, 'তিনি লজ্জাশীলা কুমারী হইতেও লজ্জাশীল ছিলেন।"

১১ আবদুল্লাহ্ বলিতেছেন "তাঁহার ন্যায় হাস্যমুখ ব্যক্তি আমি আর কাহাকেও দেখি নাই "

১২। প্রবাসে এক বার একটি ছাগী জবেহ্ করা হইল পাক করার জন্য এক এক জন এক একটি কাজ করিতেছিলেন। হজরত স্বেচ্ছায় কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আনিতে লাগিলেন

১৩। তিনি অতি বিনয়ী, অতি সরল প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন। এক রাত্রি এক জন পৌত্তলিক তাঁহার অতিথি হইল, তিনি অতি সমাদরে তাহাকে ভূরী ভোজন করাইলেন এবং শয়ন করার জন্য ভাল স্থান দিলেন। অতিথির ভোজন কিছু গুরুতর হইয়াছিল, সে ঘর এবং বিছানা ময়লা করিয়া ফেলিল, এবং প্রভাত হইতে না হইতেই অদৃশ্য

হইল। হজরত স্বহস্তে গৃহ পরিষ্কার করিতেছিলেন, তখন অনেক বেলা হইয়াছিল অতিথি তাহার আংটি ফেলিয়া গিয়াছিল সে ফিরিয়া আসিল হজরত তাহাকে আংটিটি দিলেন এবং বিনয় করিয়া বলিতে লাগিলেন, "এখন অনেক বেলা হইয়াছে, তোমাকে ক্ষুধা পাইয়াছে, আজিও আমার আতিথ্য স্বীকার কর " তিনি অতি প্রফুল্ল মনে অতিথির সেবা করিলেন

১৪ আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আবি বলিয়াছেন, "তিনি অনেক সময় পর্যন্ত ধর্মোপদেশ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন, অতি অল্প সময় সাংসারিক কার্য্যের আলোচনা করিতেন নমাজে দীর্ঘকাল নিয়োজিত থাকিতেন।"

১৪। আন্তরিকতা এবং দৈন্যতার সহিত তিনি নিত্য পঞ্চ নমাজ পালন করিতেন। নমাজের পরও অনেকক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর ধ্যানে এবং তাঁহার নাম জপ করণ কার্য্যে নিমগ্ন থাকিতেন। প্রত্যহ অর্দ্ধ রাত্রির পর হইতে প্রাতঃকালিক নমাজের সময় পর্য্যন্ত তিনি তহজ্জুদ নমাজে লিপ্ত থাকিতেন কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কোনও ঋতুতেই তিনি এই নমাজ ত্যাগ করেন নাই। প্রত্যেক শুক্ল পক্ষের চান্দ্রমাসের শেষ তিন দিবস রোজা রাখিতেন সোম বার, শুক্রবার এবং তদ্ব্যতীত আরও অনেক সময় রোজা পালন করিতেন প্রত্যেক রমজান মাসের শেষ দশ দিবস মৌনাবলম্বন করিয়া মসজিদে উপবিষ্ট থাকিতেন, ইহাকে "ইতেকাফ্" বলে এতদ্ব্যতীত আরও অনেক সময় জঙ্গলে এবং পর্ব্বতে ইতেকাফে উপবিষ্ট থাকিতেন অতিপীড়াগ্রস্ত অবস্থাতেও নমাজ ত্যাগ করিতেন না তিনি বলিয়াছেন, নমাজই ভক্তিমান ব্যক্তির মিরাজ (অর্থাৎ স্বর্গারোহণ)।

১৫। অনেক সময় এমত হইয়াছে যে হজরত তাঁহার অংশে

প্রাপ্য স্বর্ণ রৌপ্য যাবত অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেন নাই তাবত তাহা প্রাপ্ত হওয়ার স্থান হইতে গাত্রোত্থান করেন নাই প্রিয় পয়গম্বর এবং তাঁহার পরিবারবর্গ সকলেই স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যাবলম্বন করিয়াছিলেন। ইঁহারাও অন্যের অভাব মোচন করিবার জন্য সমস্ত বিতরণ করিয়া দিতেন

১৬ মাতা আয়শা বলিতেছেন, "আমাদের সমস্ত পরিবারবর্গের উপর দিয়া সমস্ত মাস চলিয়া যাইত, ইহার মধ্যে এক দিনও আমাদের চুলায় আগুন জ্বলিত না, আমরা কেবল খর্জ্জুর এবং জল খাইয়া দিনপাত করিতাম আমরা এক দিনও উদর পূর্ণ করিয়া খাইতে পাই নাই, এইরূপে জীবন অতিবাহিত করিতে করিতে হজরত পয়গম্বর পরলোকে নীত হইলেন "

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

কোর্‌আন হইতে এক পরিচ্ছেদ।

১। "এবং (হে মনুষ্য) তোমার প্রতিপালক আদেশ করিতেছেন, তাঁহাকে ব্যতিত তোমরা অন্যের উপাসনা করিও না, এবং জনক জননীর প্রতি সুব্যবহার করিও, যদি তোমার জীবমানেই তাঁহাদের কেহ বৃদ্ধত্বে উপনীত হয়, তাহা হইলেও তাঁহাদিগকে তাচ্ছল্য প্রকাশক কথা বলিও না, এবং তাঁহাদিগকে ধমক দিও না, বরং তাঁহাদের উভয়ের নিকট সম্মান সূচক কথা বলিও, (২৪) এবং স্নেহের সহিত দীনতার বাহু তাঁহাদের সম্মুখে নত করিয়া দিও, এবং প্রার্থনা করিও, হে আমাদের প্রতিপালক (আল্লাহ,) তাঁহারা উভয়ে শৈশব কালে আমার প্রতি যেমন দয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তুমিও তদ্রূপ (এখন তাঁহাদের প্রতি) স্নেহবান হও। (২৫) (ভক্তি কি অভক্তি) যাহা তোমার মনে তাহা আল্লাহ জানেন, যদি তোমরা সাধু কর্ম্মকারী হও, তাহা হইলে নিশ্চয় তিনি অনুতপ্ত ব্যক্তির পাপ মার্জ্জনা করিয়া দিবেন (২৬) এবং যে ব্যক্তির সহিত তোমার নৈকট্য সম্বন্ধ আছে, তাহাকে তাহার প্রাপ্য (স্নেহ, ভক্তি, সাহায্য) দান করিও, এবং দরিদ্রগণকে, পথ পর্য্যটকগণকে ও (তাহাদের প্রাপ্য সাহায্য দানে বিমুখ হইও না,) এবং

(কোনও স্থলে) অপব্যয় করিয়া অপব্যয় করিও না। (২৭) যাহারা অপব্যয় করে, তাহারা শয়তানের ভ্রাতা, ফলতঃ শয়তান, তাহার প্রতিপালকের আজ্ঞা অগ্রাহ্য করিয়াছিল (২৮) এবং তুমি (দান) করিয়া তোমার প্রতিপালকের যে অনুগ্রহ আশা কর, তাহার অন্বেষণের জন্য যদি (ভিক্ষা দিতে অশক্ত হইয়া) তাহাদের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লও তাহা হইলে, তাহাদিগকে নম্র কথা বলিও (২৯) এবং (যদিও পরিমিতাচার উৎকৃষ্ট, দান করা স্থগিত করিয়া) তোমার হস্তকে তোমার স্কন্ধের উপর বদ্ধ করিয়া রাখিও না, এবং (অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া দাতব্য কার্য্যে তোমার) হস্ত খুলিয়া দেওন রূপ সমস্ত হস্ত খুলিয়া দিও না, তাহা হইলে তোমাকে নিন্দিত, অভাবগ্রস্ত অবস্থায় উপবিষ্ট থাকিতে হইবে (৩০) ইহাতে সন্দেহ নাই যে, যাহার ইচ্ছা তাহার ধনাগম, তোমার প্রতিপালক প্রশস্ত করিয়া দেন, এবং (যাহার ইচ্ছা তাহার) উপার্জ্জন সঙ্কীর্ণ করিয়া দেন (ইহার বিশেষ কারণ তিনিই জানেন, যেহেতু) ইহাতে সন্দেহ নাই যে তিনি তাঁহার দাসগণের সম্বন্ধে সমস্ত অবগত (৩১) এবং হে (শ্রোতা,) অভাবের আশঙ্কায় তোমাদের সন্তানগণকে (মূর্খ করিয়া রাখা রূপ, অথবা প্রাণে) বধ করিও না, আমিই তাহাদিগকে এবং তোমাদিগকেও জীবন ধারণোপায় প্রদান করি, তাহাদিগকে বধ করা নিশ্চয় নিশ্চয় মহাপাপ (৩২) এবং ব্যভিচারের নিকটবর্ত্তীও হইও না, নিশ্চয় নিশ্চয় তাহা অপবিত্র কার্য্য, এবং দূষণীয় আচরণ। (৩৩) এবং যাহাকে হত্যা করা আল্লাহ অবৈধ করিয়াছেন, ন্যায্য স্থল ব্যতীত, এমত ব্যক্তিকে হত্যা করিও না, এবং যে ব্যক্তিকে অন্যায় করিয়া হত্যা করা হইয়াছে, আমি তাহার উত্তরাধিকারিগণকে (হত্যাকারীর বিরুদ্ধে বিচারক কর্তৃক প্রতিশোধ গ্রহণের অথবা যথাস্থলে ক্ষতি প্রাপ্ত

হওয়ার অধিকার প্রদান করিয়াছি, অতএব (ঐ প্রতিকার প্রাপ্ত হওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তির উচিত যে প্রতিশোধ গ্রহণ সম্বন্ধে) অতিশয়াচরণ না করুক, (স্বয়ং তাহাকে বা তাহার আত্মীয় স্বজনকে হত্যা না করিয়া বিচারকের নিকট প্রতিকার-প্রার্থী হউক,) নিঃসন্দেহই তাহাকে (বিচারক কর্ত্তৃক) সাহায্য প্রদান করা হইয়াছে (৩৪) এবং যাবৎ তাহারা পরিপক্বতা প্রাপ্ত না হয়, তাবৎ যাহা উৎকৃষ্ট এমন ভাবে ব্যতীত পিতৃহীন সন্তান গণের দ্রব্যের নিকটবর্ত্তী হইও না, এবং অঙ্গীকার পূর্ণ করিও, নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে (৩৫) এবং যখন তোমরা মাপ কর, তখন মাপ করিবার পাত্র পূর্ণ করিয়া দিও, এবং তৌল করার নির্দ্দোষ যন্ত্র দিয়া তৌল করিয়া দিও, ইহাই উৎকৃষ্ট এবং পরিণামে মঙ্গল জনক (৩৬) এবং যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই তাহার পশ্চাৎ চলিও না, ইহাতে সন্দেহ নাই যে কর্ণ, চক্ষু, এবং হৃদয়, প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করা হইবে, (যাহা তুমি দেখিয়াছ, যাহা তুমি শুনিয়াছ বলিয়া বলিয়াছ, তাহা তোমার কর্ণে শুনিয়াছে কিনা, এবং চক্ষু দেখিয়াছে কি না, এবং যাহা তুমি সত্য বলিয়া প্রকাশ করিয়াছ তাহা তোমার হৃদয় মিথ্যা বলিয়া জানিত কিনা) (৩৭) এবং ভূ পৃষ্ঠে সদর্পে পদক্ষেপ করিও না, (তুমি নিজকে যতই গুরু এবং উচ্চ মনে কর না কেন) তুমি কখনই (তোমার ভারে) পৃথিবীকে বিদীর্ণ করিতে পারিবা না, অথবা উচ্চতায় পর্ব্বতের সমান হইতে পারিবা না। (৩৮) (হে মনুষ্য,) এই সমস্ত মন্দ কার্য্য তোমার প্রতিপালক (আল্লাহর) নিকট অতি অপ্রিয়। (৩৯) (জ্ঞান প্রদ বিষয় সকলের) মধ্যে ইহা সমস্ত, (হে প্রিয় পয়গম্বর,) তোমার প্রতিপালক তোমার দিকে ওহি (প্রত্যাদেশ) প্রেরণ করিতেছেন, এবং (হে মনুষ্য,) আল্লাহর সহিত অন্য উপাস্যকে সংযুক্ত করিও না,

(যদি কর) তাহা হইলে, নিন্দিত হইয়া, প্রতারিত হইয়া তুমি জহন্নমে নিক্ষিপ্ত হইবা ... . (৪৯) এবং (কতক জন) বলিতেছে, যখন আমরা মৃত্তিকা মিশ্রিত বস্তুতে পরিণত হইব, তখন সত্য সত্যই আমরা নব নব সৃষ্টিতে উত্থিত হইব (ইহা কখনই সত্য নহে) (৫০) (হে পয়গম্বর তুমি তাহাদিগকে এই যাহা সত্য) জ্ঞাত কর, তোমরা প্রস্তর অথবা লৌহ হইয়া যাও, (৫১) অথবা অন্য কোনও সৃষ্ট বস্তু যাহাকে তোমাদের হৃদয় তাহা হইতেও গুরুতর মনে করে (তাহা হইয়া যাও, তথাপি তোমাদিগকে তোমাদের কর্ম্মের ফল ভোগ জন্য সমুত্থিত হইতে হইবে।) তৎপর তাহারা বলিবে, কে আমাদিগকে (সচেতন) অবস্থায় ফিরাইয়া দিবেন ? (হে পয়গম্বর তুমি) বলিয়া দাও, যিনি তোমাদিগকে প্রথমবার সৃজন করিয়াছেন (তিনিই তাহা করিবেন) তদনন্তর তাহারা তোমার দিকে মস্তক সঞ্চালিত করিয়া বলিবে সে (সময়) কখন সমাগত হইবে ? (তাহাদিগকে জ্ঞাত কর, সম্ভবত, তাহা নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, (মরণের পর হইতেই তাহা আরম্ভ হইবে) (সুরা ১৭ বনি ইস্রাইল)

২ (৫) মনুষ্য কি ভাবিতেছে যে সে কাহারই ক্ষমতাধীন নহে ? (তাহার সর্ব্ব প্রকার দর্প চূর্ণ করিবার ক্ষমতা কি মৃত্যুকে দেওয়া হয় নাই ? (৬) (সে ধনের সৎব্যয় না করিয়া সদর্পে বলিতেছে যে (পারলৌকিক সম্পদ কাল্পনিক মাত্র, আমি ইহলোকেই তাহা হইতে শত গুণ অধিক সুখ ভোগ জন্য) রাশি রাশি ধন ব্যয় করিয়াছি (৭) সে কি মনে করিতেছে যে (কুপথে এবং অযথা স্থলে ধন ব্যয় কালে) কেহই তাহাকে দেখে নাই ? (যখন সে ধনের অযথা ব্যবহার করিতেছিল, তখন কি আল্লাহর প্রখর দৃষ্টি তাহার উপর ছিল না ?) (৮) আমি কি তাহাকে চক্ষুর্দ্বয় অর্পণ

করি নাই? (৯) এবং (মনোভাব প্রকাশ জন্য তাহাকে) বাক্য এবং ওষ্ঠদ্বয় (কি প্রদান করি নাই?) (১০) এবং (সদসৎ হিতা-হিত বিবেচনা শক্তি প্রদান করিয়া তাহাকে) লাভের এবং ক্ষতির, (পাপের এবং পুণ্যের) পথদ্বয় কি প্রদর্শন করি নাই? (১১) ইহা স্বত্বেও (সে ঐহিক এবং পারত্রিক মঙ্গলের হেতু পবিত্রবাণী) কঠিন পথ অবলম্বন করিতেছে না (১২) (হে মনুষ্য) সে কঠিন পথের অর্থ কি তুমি বুঝিয়াছ? (মন্দ কার্য্যে ধন ব্যয় করার ইচ্ছাকে সংযত করিয়া, এবং যথা স্থলে ব্যয় না করার ইচ্ছাকে দমন করিয়া,) (১৩) বন্দিগণকে বন্ধন মুক্ত করণ, (১৪) কিম্বা আত্মীয় স্বগণের পিতৃহীন সন্তানগণকে, (১৬) অথবা ধূলি শয্যায় শায়িত (কপর্দ্দক হীন) দীন দরিদ্র (বুভুক্ষু) কে (১৫) অভাবের দুর্দ্দিনে অন্ন দান করণ, (১৬) এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে তাহাদের দলভুক্ত হওন, এবং (স্বয়ং ধৈর্য্যশীল হইয়া) অন্যকেও (সম্পদে, বিপদে, ধর্ম্মোপার্জ্জনে, পাপ প্রবৃত্তি দমনে) ধৈর্য্য ধারণ করা শিক্ষা দেওন, এবং অন্যকেও (সকল প্রাণীর প্রতি) সদয় ব্যবহার শিক্ষা দেওন, (এইরূপ কার্য্যে যাহারা জীবনাতিবাহিত করে সেই পথই কঠিন পথ) (১৭) ইহারাই সৌভাগ্যের অধীশ্বর। (১৮) এবং যাহারা (সুপথ প্রদর্শক, পবিত্র কারক) আমার আএত (যাহা হে পয়গম্বর তোমার মুখ হইতে বিনিঃসৃত হইতেছে তাহা) সকলের অবাধ্যচরণ করে, তাহারাই দুর্ভাগ্য গ্রস্ত। (১৯) ইহাদেরই উপরে নরকের অগ্নি আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে

(৯০ সূরা বলদ।)

৩। ১৬ "হে বৎস, (সু কিম্বা কু যে প্রকার কর্ম্ম হউক না কেন,) তাহা যদি সর্ষপ কণিকা প্রমাণও ক্ষুদ্র হয় এবং (তাহা কোনও

সুহৎ) প্রস্তরের কোনও স্থানে গুপ্ত থাকে, অথবা গগন মণ্ডলের, অথবা ভূমণ্ডলের (কোনও স্থানে লুকায়িত) থাকে, তাহা হইলেও তাহা আল্লাহ (পাপ পুণ্যের বিচারের সময় উপস্থিত করিবেন, তাঁহার দৃষ্টি অতি সূক্ষ্ম এবং তিনি সর্ব্বজ্ঞ। ১৭। হে বৎস, তুমি তাঁহার উপাসনা স্থির রাখিও, এবং (অন্যকেও) তদ্রূপ প্রশংসনীয় কার্য্য করণ জন্য উপদেশ করিও, এবং মন্দ কার্য্য পরিত্যাগ করণ জন্য আদেশ করিও, এবং যে বিপদ তোমার নিকট আসে তাহাতে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকিও, ফলতঃ বিপদে ধৈর্য্য ধারণ করা অতি মহৎ কার্য্য। ১৮ এবং হে বৎস, কোনও মনুষ্যকে দেখিয়া ঘৃণা পূর্ব্বক তোমার মুখ ফিরাইয়া লইও না, গর্ব্বিত ভাবে ধরা তলে পদ ক্ষেপ করিও না, ইহা অতি সত্য যে আল্লাহ, উদ্ধত, গর্ব্বিত কোন ব্যক্তিকেই ভালবাসেন না ১৯ হে বৎস, তোমার জীবন যাত্রাতে মধ্যবৎ ভাবে চলিও, যখন তুমি কথা বল তখন তোমার স্বর নম্র করিও, ইহা সত্য যে গর্দ্দভের স্বর (অতি উচ্চ হইলেও) সকল স্বর হইতে তাহা অতি ঘৃণ্য।" (৩১ সূরা লোকমান)

بسم الله الرحمن الرحيم *

প্রিয় কথা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

হৃদয় নম্রকারী বিবিধ কথা।

(১)

ইহকাল এবং পরকাল।

১ "সমুদ্র জলে একটি আঙ্গুলী ডুবাইয়া বাহির করিলে তাহাতে যতটুকু জল লাগিয়া থাকে, সমুদ্রের তুলনায় তাহা যেমন অতি সামান্য, পরকালের তুলনায় ইহকাল তদ্রূপ অতি অল্প কাল।"

২ "ইসলামাবলম্বন কারীর পক্ষে এই পৃথিবী কারাগার, অন্যের পক্ষে ইহা স্বর্গ।"

৩ "মনুষ্যগণ দুইটি মহাদানের অপব্যবহার করে, একটি স্বাস্থ্য, অপরটি সচ্ছলতা।"

৪। 'নরকাগ্নিকে অযথা অভিলাষের আবরণ ঢাকিয়া রাখিয়াছে, এবং জন্নতকে কষ্টের আবরণ আবৃত করিয়া রাখিয়াছে।"

৫। "স্বর্ণ মুদ্রার দাস, রৌপ্য মুদ্রার দাস, সুপরিচ্ছদের দাস, বিনাশ প্রাপ্ত হউক।"

৬। "সে ব্যক্তি ত্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহাকে আল্লাহ জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের পরিমাণ ধন দিয়াছেন, এবং যাহাকে তিনি স্ব অবস্থায় সন্তুষ্ট রাখিয়াছেন।"

৭। "মৃত ব্যক্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ তিনটি বস্তু যায়, দুইটি ফিরিয়া আসে, একটি তাহাকে পরিত্যাগ করে না। তাহার পরিবার বর্গ, তাহার ধন, তাহার কর্ম্ম, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায়; তাহার পরিবার বর্গ এবং ধন ফিরিয়া আসে, তাহার কর্ম্ম তাহারই সহিত অবস্থান করে।"

৮। "ধনের সচ্ছলতাতে কেহ ধনী হয় না, সচ্ছলতা মনে বাস করে।"

৯। "যাহা নিষেধ করা হইয়াছে, তাহা তুমি পরিহার করিও, তাহা হইলে তুমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপাসনাকারী বলিয়া গণ্য হইবে; যাহা আল্লাহ ভাগ্যে দিয়াছেন তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিও, তুমি সর্ব্বাপেক্ষা সচ্ছল বলিয়া গণ্য হইবে; তোমার প্রতিবাসিগণের প্রতি সদ্ব্যবহার করিও, তুমি ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপনকারী বলিয়া গণ্য হইবে; তোমার জন্য যাহা ভালবাস, অন্যের জন্যও তাহা ভালবাসিও, তুমি মুসলমান বলিয়া গণ্য হইবে। অধিক হাস্য করিও না, অধিক হাস্য করিলে হৃদয় মরিয়া যায়।"

১০। "আল্লাহ বলিতেছেন, হে আমার দাস, আমার উপাসনা নমাজের সময় তোমার মন হইতে অন্য চিন্তা দূর করিয়া দেও, তোমার হৃদয় আমি নিশ্চিন্ততাতে পূর্ণ করিব, যদি তাহা না কর, নানা চিন্তার বিষয়েতে তোমার হস্ত পূর্ণ রাখিব, এবং তোমার অভাব দূর করিব না।"

১১ "পাঁচটি বিষয়কে, অন্য পাঁচটির তুলনায় মহানুগ্রহ মনে করিও, তোমার যৌবন কাল তোমার বৃদ্ধকালের তুলনায়, তোমার স্বাস্থ্য তোমার অস্বাস্থ্যের তুলনায়, তোমার সচ্ছলতা তোমার অনাটনের তুলনায়, এবং তোমার অবসর তোমার অনবসরের তুলনায় মহা অনুগ্রহ।"

১২। "উপাসনায় রত থাকাকে, এবং আজ্ঞাবহ হওয়ার চেষ্টাকে, পাপ বর্জ্জন করার সমান গণ্য করিও না।"

১৩ "সাজ সজ্জার বস্তু সংগ্রহ করিও না, নচেৎ তুমি সংসারে মত্ত হইয়া থাকিবা "

১৪ "যে পার্থিব সুখ ভালবাসে সে পারলৌকিক সুখ বিনষ্ট করে, যে পারলৌকিক সুখ ভালবাসে, সে পার্থিব সুখ বিনষ্ট করে; এমত স্থলে যাহা অস্থায়ী তাহা মনোনীত না করিয়া যাহা স্থায়ী তাহা মনোনীত করিও।"

১৫। "দুইটি ব্যাঘ্র ছাগ পালের যত অনিষ্ট করে, ধনের এবং সম্পদের আকাঙ্ক্ষা (রূপ দুইটি ব্যাঘ্র,) তাহা হইতেও অধিক ধর্ম্মের অনিষ্ট করে।"

১৬ ঐহিক সুখ তুচ্ছ কর, আল্লাহর ভালবাসা প্রাপ্ত হইবা; মনুষ্যের নিকট যাহা পাওয়া যায় তাহা তুচ্ছ কর, তাহা হইলে মনুষ্যেরা ভাল বাসিবে।

১৭ 'যে মুসলমানের ভার লঘু, যে নমাজে মিষ্টতানুভব করে, যে তাহার প্রতি পালকের উপাসনা নির্দ্দোষ ভাবে সম্পন্ন করে, যে গোপনেও তাঁহার আজ্ঞাবহ, যে মনুষ্যগণের মধ্যে অপরিচিত, যাহার দিকে কেহ অঙ্গুলী দিয়া সঙ্কেত করে না, যাহার জীবনধারণোপায় আবশ্যকতার অধিক নহে, যে তাহাতেই তুষ্ট, মরণ আগমন যাহাকে

হইয়া গেল, যাহার জন্য শোক প্রকাশ করে এমত স্ত্রীলোকগণেরও সংখ্যা অল্প, যে সম্পত্তি সে রাখিয়া গেল তাহাও যৎসামান্য, আমার বন্ধুবর্গের মধ্যে এমত বন্ধুই সমধিক ঈর্ষার যোগ্য।”

১৮ ‘তোমাদের মধ্যে প্রাতঃকালে যে ব্যক্তি নির্ভয়ে সুস্থ শরীরে জাগরিত হয়, যাহার নিকট সে দিবসের অন্নের সংস্থান থাকে, মনে করিতে হইবে সে দিবস তাহার নিকট সমস্ত বস্তুই আছে।”

১৯ “তাঁহার যে দাস সংসারের উপর বিরাগ প্রদর্শন করে, আল্লাহ্ তাহার হৃদয় জ্ঞানেতে পূর্ণ করেন, জ্ঞানের দ্বারা তাহার জিহ্বা পরিচালিত করেন, তাহাকে সংসারের দোষ দেখাইয়া দেন, তাহার ঔষধ কি শিখাইয়া দেন, এবং তাহা হইতে তাহাকে নিরাপদে শান্তি নিকেতনে উপনীত করেন।”

২০ “আল্লাহ যাহার হৃদয় (ধর্ম্মে বিশ্বাস) ইমানের জন্য পরিষ্কার করিয়াছেন, যাহার হৃদয়কে রোগ শূন্য করিয়াছেন, যাহার জিহ্বাকে সত্যবাদী করিয়াছেন, যাহার আত্মাকে শান্তি প্রদান করিয়াছেন, যাহার স্বভাবে সমতা প্রদান করিয়াছেন, যাহার কর্ণ শ্রবণক্ষম করিয়াছেন যাহার চক্ষু দর্শন ক্ষম করিয়াছেন, ফলতঃ কর্ণ এবং চক্ষু হৃদয়ের দ্বার, তাহার মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে।”

২১। উমদর্ দারী, আবুদর্ দারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘অমুক ব্যক্তি ধনোপার্জ্জনের জন্য যেমন চেষ্টা করিতেছে তুমি তেমন চেষ্টা কর না কেন?’ তিনি বলিলেন, আমি হজরতের মুখে শুনিয়াছি, “তোমাদের সম্মুখে দুর্গম সংকীর্ণ পথ রহিয়াছে, যে ব্যক্তি ভারগ্রস্ত, সে তাহা অতিক্রম করিতে অক্ষম, এই পথের জন্যই আমি আমাকে লঘু রাখিতে ভালবাসি।”

২২ “যাহার বাস করিবার স্থান নাই, পৃথিবীই তাহার বাসস্থান;

যাঁহার ধন নাই, পার্থিব ধনই তাঁহার ধন। যাহার জ্ঞান নাই সে এই দুইটি উপার্জ্জন করে।"

২৩। "যাহার হৃদয় পাপ বর্জ্জনকারী, হিংসা দ্বেষ শূন্য, যে কাহাকেও পীড়া দেয় না, যে কোনও বিষয় অতিশয্য না করিয়া সমতা রক্ষা করে, যাহার জিহ্বা সত্যবাদী, সে ব্যক্তি মনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"

২৪। "যে ব্যক্তি সংসারাশক্ত নহে, যে অল্প ভাষী, তাহার সঙ্গ লাভের চেষ্টা করিও, কারণ উহাকে জ্ঞানবান করা হইয়াছে।"

২৫। "কোনও কোনও ব্যক্তির মস্তকের কেশ বিশৃঙ্খল, ধূলি ধূসরিত, সে কাহারও দ্বারে উপস্থিত হইলে তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হয় কিন্তু সে যদি সাগ্রহে আল্লাহর নিকট কিছু প্রার্থনা করে তাহা তৎক্ষণাৎ পূর্ণ হয়।"

২৬। "তোমাদের অপেক্ষা যাহাদিগকে ধনে এবং সৌন্দর্য্যে শ্রেষ্ঠ করা হইয়াছে, তাহাদের দিকে যখন দেখ, তখন তোমাদের অপেক্ষা যাহারা নিকৃষ্ট তাহাদের দিকেও দৃষ্টিপাত কর।"

২৭। "যে ব্যক্তি তাহা হইতে যে ধার্ম্মিক তাহার দিকে দৃষ্টি করে, এবং তাহার মত হওয়ার চেষ্টা করে, এবং যে তাহা হইতে দরিদ্র তাহার দিকে দেখে, এবং যাহা তাহাকে দেওয়া হইয়াছে তজ্জন্য আল্লাহকে ধন্যবাদ দেয়, সে আল্লাহর অনুগ্রহ স্বীকারকারী ধৈর্য্যশীল বলিয়া লিখিত হয়। আর যে ব্যক্তি তাহা হইতে যে ধর্ম্মেতে হীন, তাহার দিকে দর্শন করে, এবং তাহারই সমান থাকিতে ইচ্ছা করে, এবং তাহা হইতে যে ধনবান তাহাকে দেখিয়া দুঃখিত হয়, সে অনুগ্রহ অস্বীকারকারী, অধীর বলিয়া লিখিত হয়।"

২৮। "যে ব্যক্তি অল্প আয়েতে তুষ্ট, আল্লাহ তাহার অল্প কর্ম্মেতে তুষ্ট।"

২৯ "যে ব্যক্তি পবিত্র, পাপ বর্জ্জনকারী, যাহার সন্তান সন্ততি আছে, সে ব্যক্তিকে আল্লাহ ভালবাসেন"

(২) আকাঙ্খা।

৩০। "আদম সন্তান বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তাহার ধনের এবং দীর্ঘ জীবনের আকাঙ্খা যুবত্ব প্রাপ্ত হইতে থাকে।"

৩১। "যদি আদম সন্তানকে দুই মাঠ পূর্ণ ধন দেওয়া যায়, তাহা হইলেও সে আর এক মাঠ পূর্ণ ধনের অভিলাষী হয়, মৃত্তিকা ব্যতীত আর কিছুতেই তাহার উদর পূর্ণ হয় না"

৩২ "প্রথমতঃ যে গুণ তোমাদের মধ্যে দেখা দিয়াছে তাহা ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং ধর্ম্মভীরুতা, প্রথমতঃ যে দোষ তোমাদের মধ্যে দেখা দিবে তাহা ন্যায্য ব্যয় করিতে কার্পণ্য এবং অযথা অভিলাষ।"

৩৩। হজরত দুই ব্যক্তির মধ্যে ভ্রাতৃভাব স্থাপন করিয়া দিলেন, তাঁহাদের এক জন জেহাদে মরিল, অন্য জন এক সপ্তাহ কিম্বা তাহারও পর (তদনুরূপ মহা কার্য্যে) প্রাণত্যাগ করিল, তাহার জনাজার নমাজ পড়া হইল, হজরত জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা ইহার জন্য কি প্রার্থনা করিলা?" তাহারা বলিল, "আমরা তাহার পাপ মার্জ্জনার এবং তাহাকে তাহার শহিদ ভ্রাতার সহিত সংমিলিত করিয়া দেওয়ার প্রার্থনা করিলাম" হজরত বলিলেন, "এ ব্যক্তি এই কয়েক দিবস যে নমাজ পড়িল, যে সৎকর্ম্ম করিল, তাহা কি হইল? এখন ইহাদের পারলৌকিক মর্য্যাদার মধ্যে পৃথিবী হইতে আকাশ যতদূর, ততদূর পার্থক্য হইয়াছে।"

৩৪ "আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের জন্য ধন ব্যয় করিলে ধন ক্ষয় হয় না যাহার প্রতি অত্যাচার হয়, এবং যে তাহা সহিয়া থাকে,

তাহার পারলৌকিক পদ তিনি উন্নত করেন। যখন কোনও ব্যক্তি যাচিঞার দ্বার অবারিত করিয়া দেয়, তখন আল্লাহ তাহার জন্য অনাটনের দ্বার খুলিয়া দেন। যে ব্যক্তিকে আল্লাহ ধন এবং বিদ্যা দিয়াছেন, যে তৎসম্বন্ধে তাহার প্রতিপালককে ভয় করিয়া চলে, যে আত্মীয় স্বগণের সহিত সৎ ব্যবহার করে, যে তাহার ধন এবং বিদ্যার দ্বারা আল্লাহকে প্রসন্ন করার কার্য্য করে, তাহার পারলৌকিক মর্য্যাদা মহৎ। যে ব্যক্তিকে তিনি বিদ্যা দিয়াছেন, কিন্তু ধন দেন নাই, সে যদি সরল মনে ইচ্ছা করে যে, আল্লাহ যদি আমাকে ধন দিতেন, তাহা হইলে অমুক ধনবান ব্যক্তির ন্যায় সৎকার্য্য করিতাম, তাহা হইলে, এই সৎ সংকল্পের জন্য উভয়ের পারিশ্রমিক এক সমান। যাহাকে তিনি ধন দিয়াছেন, কিন্তু বিদ্যা দেন নাই, যে ধনের জন্য উচ্ছৃঙ্খল, ধন ব্যয় সম্বন্ধে তাহার প্রতিপালককে ভয় করে না, তদ্দ্বারা তাহার আত্মীয় স্বগণের সাহায্য করে না তদ্দ্বারা যাহা যাহা উচিত তাহা করে না, তাহার পদ অতি ঘৃণ্য। যে ব্যক্তিকে আল্লাহ ধনও দেন নাই বিদ্যাও দেন নাই, সে যদি সরল মনে ইচ্ছা করে যে, যদি আল্লাহ আমাকে ধন দিতেন, তাহা হইলে অমুক ব্যক্তির ন্যায় সৎকাজ করিতাম, তাহা হইলে এই সৎ সঙ্কল্পের জন্য উভয়ের পারিশ্রমিক এক সমান।"

৩৫। "যে ব্যক্তি তাহার অভিলাষকে আয়ত্তাধীন রাখে, এবং পরকালের মঙ্গল জনক কার্য্য করে, সে ব্যক্তি বিজ্ঞ; যে ব্যক্তি তাহার অভিলাষের আয়ত্তাধীন, অথচ আল্লাহর অনুগ্রহের প্রত্যাশা করে, সে ব্যক্তি অজ্ঞ।"

(৩) দারিদ্র্য।

৩৬ "যে ব্যক্তি মহা সম্মানিত মহৎ আল্লাহকে ভয় করে, তাহার ধনবান হওয়া আশঙ্কার বিষয় নহে। যে ব্যক্তি পাপ বর্জ্জনকারী তাহার

জন্য সচ্ছলতা হইতে স্বাস্থ্য উত্তম মনের প্রসন্নতা সমস্ত উৎকৃষ্ট বস্তু হইতে উত্তম।"

৩৭। তাঁহার মৃত্যু সময় খব্বাব বলিয়াছেন, "আমি আমাকে হজরত পয়গম্বরেরও সঙ্গে দৃষ্টি করিয়াছি, তখন আমার নিকট একটি দরহমও ছিল না, কিন্তু আজি আমার ঘরের কোণে চল্লিশ হাজার দরহম পড়িয়া রহিয়াছে যখন তাঁহার নিকট তাঁহার কফন আনা হইল, তিনি চক্ষুর জল ফেলিতে ফেলিতে বলিতে লাগিলেন, "হায়, কিন্তু হামজার ডোরা ডুরি একটি (ছোট) চাদর ছাড়া (সম্পূর্ণ শরীর ঢাকা যাইতে পারে এমত) কফনও ছিল না, যখন তাহা তাঁহার মাথার উপরে টানিয়া দেওয়া হইত, তখন পা হইতে সরিয়া পড়িত, যখন তাঁহার পা ঢাকিয়া দেওয়া হইত, তখন মাথা হইতে সরিয়া আসিত তারপর তাহা দিয়া মাথা ঢাকিয়া দেওয়া হইল, আর সুগন্ধি ইজখর ঘাস দিয়া পা দুখানি ঢাকিয়া দেওয়া গেল '

৩৮। সাদ তাঁহার পিতার নিকট শুনিয়াছেন, "আবদুর রহমান বিন অ,উফ রোজা দিতেছিলেন, তাঁহার নিকট তাঁহার খাবার আনা হইল তিনি বলিতে লাগিলেন, 'মুস্ অ,ব্ মারা গেলেন তিনি আমার চেয়ে অনেক ভাল ছিলেন, তাঁহাকে এক খানি চাদরে ঢাকিয়া কবর দেওয়া হইল, তাহা যদি মাথায় টানিয়া দেওয়া হইত, পা অনাবৃত হইত, আর যদি পা ঢাকিয়া দেওয়া হইত, মাথাটি খালি হইত আর হামজাও আমার চেয়ে ভাল ছিলেন, তিনিও হত হইলেন। তারপর আমাদের জন্য পৃথিবী সম্পূর্ণরূপে অবারিত হইল আমার আশঙ্কা হইতেছে, বোধ হয়, আমাদের পুণ্যফল আমাদিগকে শীঘ্র শীঘ্র দেওয়া হইতেছে তারপর তিনি অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন, অন্ন স্পর্শ করিলেন না।

৩৯ প্রিয় পয়গম্বর বলিলেন, "আমি গত হওয়ার পর যে সময়

পার্থিব ঐশ্বর্য্যের এবং পার্থিব সৌন্দর্য্যের দ্বার তোমাদের জন্য মুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে, আমি সেই সময়ের জন্যই ভাবিতেছি" এক জন বলিল, হজরত যাহা ভাল তাহা কি কখন মন্দ লইয়া আসে? হজরত অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া থাকিলেন, তাঁহার কপাল হইতে ঘর্ম্ম মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "যাহা ভাল তাহা মন্দ আনে না, কিন্তু বসন্ত কালে যখন উদ্ভিদ সকল চতুর্দ্দিক আবৃত করিয়া ফেলে, তখন কোনও কোনও চতুষ্পদ তাহা এত খায় যে, পীড়িত হইয়া পড়ে। তদ্রূপ ধনের সচ্ছলতা বসন্ত কালের ন্যায় মনোহর এমত স্থলে যে ব্যক্তি তাহার যৎপরিমাণ ভোগ করা উচিত তাহা ভোগ করে, এবং যথায় তাহা ব্যয় করা উচিত, তথায় তাহা ব্যয় করে, তাহা হইলে ধন মহা সহায় হয় কিন্তু যে ব্যক্তি তাহা অযথা রূপে ভোগ করে, সে ব্যক্তি তাহার ন্যায়, যে পর্য্যাপ্ত আহার করিয়াও তৃপ্ত হয় না কেয়ামতের দিবস এই ধন তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে।

৪০। সুফিয়ান সুরী বলিয়াছেন, "পূর্ব্বকালে ধন সঞ্চয় করা ঘৃণ্য বিবেচিত হইত, কিন্তু বর্ত্তমান সময় তাহা ঢাল স্বরূপ, যদি আমাদের হস্তে এই স্বর্ণমুদ্রা সকল না থাকিত, আমরা নগণ্য হইতাম যাহার হস্তে ইহা আছে, সে ইহার সম্বন্ধে সু উপায় অবলম্বন করুক। এখন এমত সময় আসিয়াছে যে, যে অভাবগ্রস্ত হয়, সে প্রথমতঃ তাহার ধর্ম্ম ত্যাগ করে। সৎভাবে অর্জ্জিত ধন কখনও অপব্যয়িত হয় না"

(৪) উদ্দেশ্য।

৪১ "আল্লাহ তোমার আকারের বা ধনের দিকে দৃষ্টি করেন করেন না, কিন্তু তোমার মনের এবং কার্য্যের দিকে দৃষ্টি করেন।"

৪২। "যে ব্যক্তি মনুষ্যগণকে শুনাইবার উদ্দেশ্যে কার্য্য করে, আল্লাহ তাহার মন্দ উদ্দেশ্য মনুষ্যগণকে শুনাইয়া দেন, এবং যে ব্যক্তি

মনুষ্যগণকে দেখাইবার উদ্দেশ্যে কার্য্য করে, আল্লাহ তাহার মন্দ উদ্দেশ্য মনুষ্যগণকে দেখাইয়া দেন তিনি তাহাদিগকে তুচ্ছ এবং নগণ্য করেন ”

৪২ “যাহার উদ্দেশ্য পরকালের মঙ্গল, আল্লাহ তাহার মনে নিশ্চিন্ততা প্রদান করেন, তাহার উদ্বিগ্নতাকে নিশ্চিন্ততাতে পরিবর্ত্তিত করেন, ইহকাল মস্তক অবনত করিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হয় যাহার উদ্দেশ্য ইহকাল উপার্জ্জন, আল্লাহ অভাব তাহার নয়নগোচর করেন, এবং বিবিধ চিন্তায় তাহাকে ব্যতিব্যস্ত রাখেন, তাহার ভাগ্যে যাহা আছে, তাহা হইতে অধিক ইহকালের কিছুই সে প্রাপ্ত হয় না।”

৪৩ হজরত উমর দেখিতে পাইলেন, হজরত মা,জ, হজরত পয়গম্বরের সমাধির নিকট অশ্রু বর্ষণ করিতেছেন, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মা,জ, কোন্ কথা তোমাকে কাঁদাইতেছে ? তিনি বলিলেন, "প্রিয় পয়গম্বর যাহা বলিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া আমি অশ্রু বর্ষণ করিতেছি তিনি উপদেশ করিয়াছেন, মনুষ্যগণকে দেখাইবার অতি অল্প উদ্দেশ্যও আল্লাহর সমান ক্ষমতাপন্ন কাহারও বিদ্যমানতা প্রকাশক কার্য্য শিরক করার সমান ; যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রিয়, কাহারও (অর্থাৎ পয়গম্বরের) সহিত শত্রুতা করে, সে তাঁহার সহিত শত্রুতা করিতে প্রস্তুত হউক ; যে সুকর্ম্মকারী, ধর্ম্মভীরু, যে এমত যে, নিজকে অপরিচিত রাখে, (লোককে দেখাইবার বা শুনাইবার জন্য কার্য্য করে না,) যে চলিয়া গেলে কেহ তাহার বিষয় জিজ্ঞাসা করে না, সে উপস্থিত হইলে কেহই তাহাকে আহ্বান করে না, বা নিকটে বসিতে বলে না, তাহাকেই আল্লাহ ভালবাসেন ইঁহাদের হৃদয় পথ-প্রদর্শক প্রদীপ, ইঁহারা অন্ধকারের সমস্ত প্রকার দোষ বাহির করিয়া দেন।”

৪৪ শাদ্দাদ বিন আউস অশ্রু বর্ষণ করিতেছিলেন, লোকেরা

জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, হজরত পয়গম্বর বলিয়াছেন, 'আমার উম্মত-গণ শির্ক করিবে, গুপ্ত অভিলাষ তৃপ্ত করিবে, আমি ইহাঁরই আশঙ্কা করিতেছি।' তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, 'প্রভো, আশ্চর্য্যের কথা যে, তাহারা শির্ক করিবে ' তিনি বলিলেন, তাহারা চন্দ্র, সূর্য্য, প্রস্তর, প্রতিমূর্ত্তির পূজা করিবে না, কিন্তু কেবল মনুষ্যগণকেই দেখাইবার নিমিত্ত পুণ্য কার্য্য করিবে, আর তাহারা রোজা সহ প্রাতঃকাল আরম্ভ করিবে, কিন্তু গোপনে রোজা নষ্ট হওয়ার কার্য্য করিবে "

৪৫। প্রিয় পয়গম্বর বলিয়াছেন, "আমি গুপ্ত শির্কের ভয় করিতেছি, তাহা এই যে, মনুষ্যগণকে দেখাইবার অভিপ্রায়ে লোকে দীর্ঘ কাল ব্যাপী নমাজে লিপ্ত থাকিবে '

৪৬ "যদি কেহ প্রস্তর গর্ভেও কোনও কার্য্য করে, যাহার দ্বার নাই, যথায় আলো প্রবেশ করিতে পারে না, তাহা হইলেও তাহার কার্য্য প্রকাশ হইয়া পড়িবে "

৪৭ "গুপ্ত সু স্বভাব, এবং গুপ্ত কু স্বভাব, উভয়কে তাহার চিহ্ন দ্বারা আল্লাহ প্রকাশ করিয়া দেন "

৪৮ "যখন কোনও স্থানের লোকের উপর আল্লাহর ক্রোধ অবতীর্ণ হয়, তখন তথায় যাহারা থাকে, তাহাদের সকলকেই তাহা আক্রমণ করে, তৎপর পরলোকে তাহাদের স্ব স্ব কর্ম্মানুযায়ী তাহাদিগকে জন্নতে বা জহিমে (সুলোকে বা কুলোকে), উপস্থিত করা হয় "

৪৯ "যখন পাপের পরিমাণ পুণ্য হইতে অধিক হয়, তখন পাপী এবং পুণ্যবান উভয়কে ধ্বংস করা হয় "

(৫) কর্ম্ম এবং বিশ্বাসের পরিণাম।

৫০। যে ব্যক্তি যেমন কর্ম্ম করণ অবস্থায় ইহলোক পরিত্যাগ করে, তাহাকে সেমন লোকে উত্থিত করা হয়।"

৫১। "কবর (লোক) জন্নতের উদ্যান সকলের একটি উদ্যান, অথবা নরকের গহ্বর সকলের একটি গহ্বর"

৫২ "হে আয়শে, তুমি নিজকে লঘু হইতেও লঘু পাপ হইতে দূরে রাখিও, আল্লাহর নিকট নিশ্চয়ই লঘু হইতে লঘুতম পাপের জন্য জিজ্ঞাসিত হইবা"

৫৩। বরায়া ইব্‌নে আ,জেব বলিতেছেন, "আমরা এক জন আনসারের জনাজার জন্য হজরত পয়গম্বরের সহিত চলিলাম, আমরা একটি কবরের নিকট পৌঁছিলাম, তখনও কবর দেওয়া হয় নাই। আল্লাহর রসুল (কবরের নিকট) বসিলেন, আমরাও তাঁহার চতুর্দ্দিকে বসিলাম, আমরা নিস্তব্ধ নিঃশব্দ বসিয়া রহিলাম তাঁহার হস্তে একটি যষ্টি ছিল, তিনি (চিন্তিত ভাবে) তাহা দিয়া মৃত্তিকার উপর আঁক পাড়িতেছেন। কতকক্ষণ পর মাথা তুলিলেন তিনি বলিতে লাগিলেন, হে মনুষ্যগণ, কবরের (অর্থাৎ পরকালের) যন্ত্রণা হইতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর, এইরূপ দুই কি তিন বার বলিলেন। তারপর বলিতে লাগিলেন, যখন কোনও পুণ্যবান (মোমেন) ব্যক্তির সম্পর্ক পৃথিবী হইতে ছিন্ন হইতে থাকে, এবং সে পরকালের দিকে অগ্রসর হয়, তখন সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল মুখ ফেরেশ্‌তাগণ স্বর্গ হইতে তাহার নিকট নামিয়া আসেন, তাঁহারা স্বর্গীয় বসন এবং স্বর্গীয় সুগন্ধ সহ আগমন করেন। যতদূর সে দেখিতে পায়, ততদূর পর্য্যন্ত এই সুন্দর মূর্ত্তি সকল তাহার সম্মুখে দৃষ্ট হয় তৎপর (মৃত্যুরাজ) মালেক-অল-মউত (ফেরেশ্‌তা) আগমন করেন, (আল্লাহর অনুগ্রহ তাঁহার উপর অবতীর্ণ হউক,) তিনি তাহার মস্তকের নিকট উপবেশন করেন। তিনি তাহাকে বলেন, 'হে পবিত্র আত্মা আল্লাহর ক্ষমার এবং সন্তোষের দিকে বাহির হইয়া আস—যেমন পাত্র

হইতে জল বাহির হইয়া আসে, তখন তাহার আত্মা তদ্রূপ প্রবাহিত হইয়া আসে। তখন মৃত্যুরাজ তাহা গ্রহণ করেন, এবং তখনই অন্য ফেরেশ্‌তাগণ তাহা গ্রহণ করেন, তৎক্ষণাৎ তাহাকে ঐ স্বর্গীয় বসনে ভূষিত করেন, এবং ঐ স্বর্গীয় সুগন্ধিতে সুগন্ধিত করেন পৃথিবীস্থ মৃগনাভি হইতে যেমন সুগন্ধ বিনিঃসৃত হয়, তাহা হইতে তদ্রূপ সুগন্ধ বিস্তৃত হইতে থাকে তখন তাহা সহ তাঁহারা ঊর্দ্ধ লোকে আরোহণ করিতে থাকেন যে ফেরেশ্‌তাগণের নিকট দিয়া তাঁহারা গমন করেন, তাঁহারাই জিজ্ঞাসা করেন, এই পবিত্র আত্মা কে? পৃথিবীতে যে সুনামে তাহা পরিচিত ছিল, সেই পরিচয় দিয়া তাঁহারা বলেন, ইহা অমুকের পুত্র অমুকের আত্মা এইরূপে তাঁহারা ঐ আত্মা সহ পৃথিবীর সন্নিকটস্থ স্বর্গে উপস্থিত হন, তখন তাহার দ্বার তাঁহাদের জন্য অবারিত করান হয় এইরূপে আল্লাহর সান্নিধ্য প্রাপ্ত প্রত্যেক স্বর্গের ফেরেশ্‌তাগণ তাঁহাদের সঙ্গী হন, এইরূপে সপ্তম স্বর্গে উপনীত হন। তখন আল্লাহ বলেন, আমার এই দাসের কর্ম্মের গ্রন্থ (সমাধি লোকের ঊর্দ্ধ লোকে) ইল্লিনে লিখিয়া রাখ, এবং তাহাকে পুনঃ পৃথিবীতে লইয়া যাও। তখন তাঁহারা পুনঃ তাহাকে তাহার শরীরে অর্পণ করেন। তখন দুই জন ফেরেশ্‌তা আগমন করেন, তাঁহারা তাহাকে উপবিষ্ট করেন। তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার প্রতিপালক কে? সে বলে আল্লাহই আমার প্রতিপালক তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার ধর্ম্ম কি? সে বলে আমার ধর্ম্ম ইস্‌লাম, (আল্লাহতে আত্ম-সমর্পণ;) তাঁহারা আবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, যে ব্যক্তিকে তোমাদের মধ্যে (ইস্‌লাম শিক্ষা দেওন জন্য) প্রেরণ করা হইয়াছে, তাঁহার সম্বন্ধে কি বলিতে চাও? সে বলে তিনি আল্লাহর রসুল, তাঁহার উপর কল্যাণ অবতীর্ণ হউক তাঁহারা জিজ্ঞাসা করেন, ইহা

কিরূপে জানিতে পারিলা? সে বলে, আমি আল্লাহর গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি, তজ্জন্য তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি এবং তাহা সত্য মানিয়া লইয়াছি। তখন স্বর্গবাণী হয়, আমার দাস সত্য বলিয়াছে, তাহার জন্য স্বর্গীয় শয্যা বিস্তৃত কর, এবং তাহাকে স্বর্গীয় বসনে ভূষিত কর, এবং স্বর্গের দিকে যে দ্বার, তাহার জন্য তাহা খুলিয়া দাও। তখন তাহার দিকে স্বর্গের বায়ু এবং স্বর্গের সুগন্ধ আসিতে থাকে, এবং যতদূর তাহার দৃষ্টি যায়, ততদূর পর্য্যন্ত তাহার সমাধি (লোককে) বিস্তৃত করিয়া দেওয়া হয়। তারপর তাহার নিকট সুন্দর মুখ, সুন্দর পরিচ্ছদে ভূষিত, সুরভিত, এক জন পুরুষ আগমন করে। সে তাহাকে (অভিবাদন করিয়া) বলে, যাহা তোমাকে সুখী করিবে, তাহার সুসংবাদ গ্রহণ কর, ইহাই সেই দিবস যৎ সম্বন্ধে (আল্লাহ) তোমার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, আপনি কে? আপনার মুখ দেখিয়াই বোধ হয় আপনি মঙ্গলের সুসংবাদ আনয়ন করিয়াছেন। ঐ মূর্ত্তি বলে, আমি তোমারই (মূর্ত্তিমান) সুকর্ম্ম। তখন সেই আত্মা (আনন্দ বিহ্বল) হইয়া বলে, হে আমার প্রতিপালক, (জন্নতে প্রবেশ করার কাল) কেয়ামত শীঘ্রই আবির্ভূত কর, শীঘ্রই আবির্ভূত কর, যেন আমি (তোমার প্রতিশ্রুত) আমার স্বগণ এবং সম্পদ প্রাপ্ত করি।"

পয়গম্বর আরও বলিতে লাগিলেন, যখন কোনও পাপিষ্ঠ (কাফের) ব্যক্তির সম্পর্ক পৃথিবী হইতে ছিন্ন হইতে থাকে এবং সে পরকালের দিকে অগ্রসর হয়, তখন কৃষ্ণমুখ ফেরেশতাগণ স্বর্গ হইতে তাহার নিকট নামিয়া আসে, তাহারা সঙ্গে ঘৃণ্য বসন লইয়া আসে, সে যতদূর দেখা পায়, ততদূর পর্য্যন্ত তাহারা তাহার সম্মুখে বসিয়া থাকে, (সে সেই সকল ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ব্যতীত কোনও সুন্দর আকার দেখিতে পায় না।)

তৎপর মৃত্যুরাজ মালেক-অল-মউত আগমন করেন তিনি তাহার মস্তকের নিকট উপবিষ্ট হন তিনি বলেন, হে অপবিত্র আত্মা, আল্লাহর শাস্তির দিকে বাহির হইয়া আস। তখন তাহা তাহার শরীরে লুকাইয়া থাকার চেষ্টা করে, তখন যেমন সিক্ত চট হইতে তাহার তন্তু সকলকে সবলে বাহির করা হয়, তদ্রূপে মালেক-অল-মউত তাহার আত্মা আকর্ষণ করিয়া বাহির করেন তখনই অন্য ফেরেশ্‌তাগণ তাঁহার হস্ত হইতে ঐ আত্মাকে গ্রহণ করিয়া সেই ঘৃণ্য বসন পরাইয়া দেন। তখন তাহা হইতে পৃথিবীস্থ গলিত শবের ন্যায় দুর্গন্ধ নির্গত হইতে থাকে তখন তাহারা তাহা সহ উর্দ্ধ দিকে আরোহণ করিতে থাকেন। প্রত্যেক ফেরেশ্‌তার দল, যাঁহাদের নিকট দিয়া তাঁহারা গমন করিতে থাকেন, তাঁহারা বলেন, এই অপবিত্র আত্মা কাহার? সে পৃথিবীতে যে মন্দ নামে খ্যাত ছিল, সেই পরিচয় দিয়া তাঁহারা বলেন, ইহা অমুকের পুত্র অমুকের আত্মা যখন তাঁহারা পৃথিবীর সন্নিকটস্থ স্বর্গে উপনীত হন, তখন তাহার দ্বার অবারিত করিতে বলেন, কিন্তু তাহা খুলিয়া দেওয়া হয় না। তখন মহিমান্বিত, মহা সম্মানিত আল্লাহ আদেশ করেন, পৃথিবীর অধঃস্থ লোকে, (পর কালের সিজ্‌-জীন কারা লোক নামক) স্থলে তাহার কর্ম্মগ্রন্থ লিখিয়া রাখ। তখন তাহার আত্মাকে (অধঃলোকে) নিক্ষেপ করা হয় তখন তাহা তাহার শরীরেতে অর্পণ করা হয় তাহার নিকট দুই জন ফেরেশ্‌তা আগমন করেন, তাঁহারা তাহাকে উপবিষ্ট করেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার প্রতিপালক কে? সে বলে হা, হা, আমি জানি না। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমার ধর্ম্ম কি? সে বলে হা, হা, জানি না। তাহাকে বলা হয় যে ব্যক্তিকে (ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়ার জন্য) তোমাদের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে কি জান? সে বলে হা,

হা, জানি না তখন স্বর্গীয় বাণী হয়, এ ব্যক্তি অসত্যবাদী, তাহার জন্য অগ্নিশয্যা বিস্তৃত কর, এবং নরকের দিকের দ্বার তাহার দিকে খুলিয়া দাও। তখন তাহার উত্তাপ এবং উত্তপ্ত বায়ু তাহার দিকে আসিতে থাকে, এবং তাহার কবর লোক তাহার জন্য এত সংকীর্ণ করা হয় যে, তাহার পঞ্জরাস্থি সকল চূর্ণ হইয়া যায় তখন তাহার নিকট এক জন কুদৃশ্য, কুৎসিত বসনাবৃত, দুর্গন্ধময় পুরুষ আগমন করে। সে বলে, যাহা তোমাকে দুঃখিত করিবে তাহার দুঃসংবাদ গ্রহণ কর, ইহাই সে দিবস যৎসম্বন্ধে তোমার নিকট অঙ্গীকার করা হইয়াছিল। সে জিজ্ঞাসা করে তুমি কে? তোমার মুখ দেখিয়াই বোধ হইতেছে তুমি অমঙ্গলের সংবাদ লইয়া আসিয়াছ সে উত্তর করে, আমি তোমারই (মূর্ত্তিমান) মন্দ কর্ম্ম। তখন সে প্রার্থনা করে, হে আমার প্রভো আল্লাহ, (নরক প্রবেশের কাল,) কেয়ামত উপস্থিত করিও না।"

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সফল ভবিষ্যদ্বাণী।

১ হজরত আনিস বলিতেছেন, "আমরা মস্‌জিদের মধ্যে হজরত পয়গম্বরের নিকট উপবিষ্ট ছিলাম, এমত সময় মুসয়ব বিন উমব দেখা দিলেন। তাঁহার পরিধানে এক খানা মাত্র বস্ত্র ছিল; চামড়া দিয়া তাহা কোমরে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন তাঁহার পূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য এবং বর্ত্তমান অবস্থা স্মরণ করিয়া হজরত মেহাশ্রু বর্ষণ করিলেন তিনি বলিতে লাগিলেন, যখন তোমরা প্রাতঃকালে এক প্রকার পোষাক পরিয়া বাহির হইবা, এবং যখন সন্ধ্যাকালে অন্য প্রকার পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া বেড়াইতে যাইবা, যখন তোমাদের সম্মুখে এক প্রকার খাদ্য পূর্ণ পাত্রের পর আবার অন্য প্রকার খাদ্য পূর্ণ পাত্র স্থাপিত হইবে, এবং তোমাদের গৃহ সকলকে তোমরা কাবা মস্‌জিদের ন্যায় শোভিত করিব, তখন তোমাদের সম্বন্ধে তোমরা কি বিবেচনা কর?' তাহারা বলিল, 'হে আল্‌লাহর রসুল' এ সময় অপেক্ষা সে সময় আমাদের অবস্থা অনেক ভাল হইবে, আমরা উপাসনা করার অবসর পাইব,

আমাদের পরিশ্রম অনেক লঘু হইবে।" হজরত বলিলেন, "তোমাদের সে সময় নিশ্চয় বর্ত্তমান সময় হইতে উৎকৃষ্ট নহে।"

২। আদি বলিয়াছেন, "হজরত বলিলেন, হে আদি তুমি কি হিরাত দেখিয়াছ? যদি তোমার জীবন দীর্ঘ হয়, দেখিতে পাইবে, উষ্ট্রারূঢ়া স্ত্রীলোকগণ হিরাত হইতে যাত্রা করিয়া কাবা প্রদক্ষিণ করিবে, তাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাহারও জন্য ভীত হইবে না। এবং তোমার জীবন কাল যদি আরও দীর্ঘ হয়, দেখিতে পাইবা পারস্য রাজের ধন-ভাণ্ডার তোমাদের জন্য অবারিত হইয়াছে; আর যদি তোমার জীবন আরও দীর্ঘ হয়, (দেখিতে পাইবা, তোমরা এমত ধনশালী হইয়াছ যে) দানকরণেচ্ছুক ব্যক্তি মুষ্টি পূর্ণ স্বর্ণ রৌপ্য লইয়া ভিক্ষার্থীর অনুসন্ধান করিবে, কিন্তু তাহা গ্রহণ করিবার লোক পাইবে না।"

৩। হজরত মেম্বরে আরোহণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমাকে সমস্ত দেশের ধন ভাণ্ডারের কুঞ্জিকা দেওয়া হইয়াছে, (অর্থাৎ ভবিষ্যতে মুসলমানগণ বহু দেশের ধনের উপরে আধিপত্য লাভ করিবে।) আমার মৃত্যুর পর তোমরা আল্লাহ্‌র সম ক্ষমতাপন্ন কাহারও বিদ্যমানতা প্রকাশক কার্য্য শিরক করিবা, আমি তাহার ভয় করি না। (তোমাদের অধঃপতনের সম্বন্ধে) আমি যাহার আশঙ্কা করি, তাহা এই যে, পার্থিব সুখের দ্বার তোমাদের জন্য অবারিত হইবে, এবং তোমরা তাহাতে আশক্ত হইয়া পড়িবা।"

৪। "হে মুসলমানগণ (তোমাদের উন্নতি অবনতি বহু বিষয়) ...দের পূর্ব্ববর্ত্তীগণকে তোমরা পদে পদে অনুসরণ করিবা। তাহারা যেমন (বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া) পর্ব্বত গুহায় প্রবেশ করিত, তোমরাও তেমন করিবা।"

৫। "প্রথমতঃ তোমাদের উত্তম ব্যক্তিগণ চলিয়া যাইবেন, এবং

খজ্জুরের খোশার ন্যায় অপকৃষ্ট ব্যক্তিগণ অবশিষ্ট থাকিবে আল্লাহ তাহাদের কোনও তত্ত্ব গ্রহণ করিবেন না।"

৬। "এমত এক সময় আসিবে, যখন, যে ব্যক্তি তাহার ধর্ম্ম পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া থাকিবে, তাহা তাহার পক্ষে, মুষ্টি মধ্যে জ্বলন্ত অঙ্গার ধরিয়া থাকার সমান হইবে।"

৭। "তোমাদের যাহারা উত্তম তাহারা যখন তোমাদের নেতা হইবে, এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা সচ্ছল যখন তাহারা দানশীল হইবে, এবং যখন তোমরা পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবে, তখন ভূগর্ভ (কবর) হইতে, ভূপৃষ্ঠ তোমাদের জন্য ভাল যখন তোমাদের মধ্যে যাহারা মন্দ তাহারা তোমাদের নেতা হইবে, এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা সচ্ছল, তাহারা সৎব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইবে, এবং যখন তোমরা (অযোগ্য ব্যক্তিগণের কথা) তোমাদের গৃহিণীর পরামর্শ মত চলিবে, তখন ভূপৃষ্ঠ হইতে ভূগর্ভ (কবর) তোমাদের জন্য ভাল।"

উপসংহার।

—০—

১। হজরত পয়গম্বর, হজরত মা,জকে উপদেশ করিয়াছেন, "হে মা,জ, তুমি শারীরিক সুখ সম্ভোগ (বিলাসিতা) সম্বন্ধে সাবধান থাকিও। যে আল্লাহর দাস, সে কখনও শারীরিক সুখাসক্ত হ[illegible]

২। হজরত আনিস বলিয়াছেন, "হজরত পয়গম্বর কল্যকার কোনও কার্য্য অসমাপ্ত রাখিতেন না।"

৩। প্রিয় পয়গম্বর উপদেশ করিয়াছেন "চেষ্টা করা অপেক্ষা

বড় বুদ্ধির কার্য্য নাই; পাপ বর্জ্জন করা হইতে অধিক ধর্ম্মভীরুতা নাই; সচ্চরিত্রতা হইতে শ্রেষ্ঠ বংশমর্য্যাদা নাই।"

৪। "দৃঢ়চিত্ত মুসলমান, আল্লাহর নিকট, দুর্ব্বল চিত্ত মুসলমান হইতে ভাল প্রত্যেক মুসলমানের মধ্যে ভাল উপাদান আছে যে কার্য্যে তোমার মঙ্গল হয়, তাহা করিতে সম্পূর্ণ চেষ্টা করিও, আল্লাহর সাহায্য প্রার্থী হইও, নিজকে অপারগ মনে করিও না"

৫। হজরত পয়গম্বর বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি বয়োজ্যেষ্ঠকে সম্মান প্রদর্শন করে, যে শুদ্ধ ভাবে কোর্‌আন পাঠকারীর সম্মান করে, যে ন্যায়বান শাসনকর্ত্তার সম্মান করে, সে ব্যক্তি আমারই সম্মান করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।"

৬। "যে ব্যক্তি রাজদ্রোহী এবং স্বগণদ্রোহী, আল্লাহ তাহাকে ইহ এবং পরকালে শাস্তিপ্রাপ্ত করেন।"

৭। হজরত বলিয়াছেন "প্রকাশ্যে এবং গোপনেও আল্লাহকে ভয় করিও; ক্রোধের এবং সন্তোষের অবস্থাতেও ন্যায্য কথা বলিও; অনাটনের এবং সচ্ছলতার অবস্থাতেও মধ্যবিৎ ভাবে চলিও; সৎ ব্যবহার কেহ ছিন্ন করিলেও, সৎ ব্যবহার অচ্ছিন্ন রাখিও; কেহ বঞ্চিৎ করিলেও তাহাকেও বঞ্চিৎ করিও না; কেহ অত্যাচার করিলেও ক্ষমা করিয়া দিও; মৌনাবস্থাতেও তাঁহার চিন্তায় নিমগ্ন থাকিও; কথা বলার অবস্থায় সদুপদেশ দিও; দেখিয়া উপদেশ গ্রহণ করিও; ভাল কার্য্য করার আদেশ করিতে বিস্মৃত হইও না।"

সমাপ্ত।